খবরের কাগজের সংবাদ সূচনা

একটি মূল্যায়ন

কামরুন নাহার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

খবরের কাগজের সংবাদ সূচনা

কামরুন নাহার

খবরের কাগজের সংবাদ সূচনা

একটি মূল্যায়ন

কামরুন নাহার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

প্রকাশক
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পিউটার বিন্যাস
ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
প্রগতি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২/১ তোপখানা রোড, ঢাকা

মূল্য
৳ ১৬০

©পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

News Intro in Newspaper and Evaluation
Published by Press Institute Bangladesh, 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 160.00 Taka. $ 03 Only
ISBN : 978-984-732-040-3
Phone : 9361424, 9330081-83, Fax : 880-02-8317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা, http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

খবরের কাগজের সংবাদ সূচনা

একটি মূল্যায়ন

গবেষক
কামরুন নাহার
গবেষক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা মূল্যায়ন
ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আখতার সুলতানা
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ থেকে ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১৭টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে গবেষণাকর্মগুলো মূল্যায়ন করার জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। 'গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি'র সদস্যরা ছিলেন: অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান ও অধ্যাপক আখতার সুলতানা। ২০১৪ সালের মে মাসে 'গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় ১৭টি গবেষণাকর্মের মধ্যে ৫টি জার্নালে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরে ২০১৫ সালের ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত পিআইবির 'গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ কমিটি'র সভায় ওই পাঁচটি গবেষণাকর্ম গ্রন্থ আকারে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করা হয়। 'গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ কমিটি'র সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে গবেষণাকর্মের বিষয়, তথ্যের গুরুত্ব ও সময় বিবেচনা করে পাঁচটির মধ্যে তিনটি গবেষণাকর্ম গ্রন্থ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর অন্যতম 'খবরের কাগজের সংবাদ সূচনা : একটি মূল্যায়ন' শিরোনামের এই গবেষণাকর্ম।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য গবেষক কামরুন নাহারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণাকর্মটি তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করে দেয়ার জন্য। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ১৭টি গবেষণাকর্ম মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান ও অধ্যাপক আখতার সুলতানাকে। গবেষণাকর্মটি পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের সাবেক পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁর সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। বর্তমান পরিচালক আকতার হোসেনকেও তাঁর সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গবেষণাকর্মটি গণমাধ্যম গবেষক, গণমাধ্যমকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সবার কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

মো. শাহ আলমগীর
মহাপরিচালক

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক আলোচনা	৯
সংবাদ-সূচনা : তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	১৭
গবেষণা পদ্ধতি	৩৭
আধেয় বিশ্লেষণ	৪৯
সংবাদপত্র পাঠক : অভ্যাস ও পাঠের কারণ	৭১
সংবাদপত্র পাঠকদের মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা	৮৫
উপসংহার ও সুপারিশ	১১৩
তথ্য সূত্র	১২১
পরিশিষ্ট-১	১২৭
পরিশিষ্ট-২	১৩১

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণাটি বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন আধেয়র মধ্যে ক্ষুদ্র একটি অংশ 'সংবাদ-সূচনা'র ওপর পরিচালিত হয়েছে। এখানে সংবাদ-সূচনার বিভিন্ন মাত্রাকে (সংবাদ-সূচনার ধরন, 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার, মূল বিষয়ের উপস্থিতি, ভুল তথ্যের উপস্থিতি, লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার, তথ্য ঘাটতি, যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার, বিশেষণ ও জটিল শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি) বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর বাস্তবতার নিরিখে। একই সঙ্গে অনুসন্ধান করা হয়েছে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকের প্রত্যাশার জায়গাটিও। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ এবং জরিপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের পরিমাপক হিসেবে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে বিভিন্ন পেশার পাঠকদের প্রত্যাশার জায়গাটি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরীর বিভি-ন্ন পেশার ৭০ জন সংবাদপত্র পাঠকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উন্মুক্ত ও আবদ্ধ উভয় ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের জন্য এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দৈনিক সংবাদপত্রগুলো হলো– প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, সমকাল ও দ্য ডেইলি স্টার।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ পত্রিকাই ঘটনার সারমর্ম দিয়ে সংবাদের সূচনা লিখেছে। মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে যার পরিমাণ ৪৯৭টি। এর পরের অবস্থানে রয়েছে বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা যা মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ১৪৯টি। এছাড়াও কিছু কিছু উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদ-সূচনাও দেখা গেছে গবেষণাধীন সংবাদপত্রে। গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলো সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে কখনো ৩০ শব্দ বা তার বেশি কখনো ৩০-এর কম শব্দ ব্যবহার করেছে। তবে ১০ শব্দের নিচে কোনো সংবাদ-সূচনা পাওয়া যায়নি বর্তমান গবেষণায়। আবার অধিকাংশ সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর অনেকগুলো 'ক'-কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবাদ-সূচনায় জটিল শব্দ বা বাক্য, জাতিবৈষম্যমূলক, আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক, যৌনউদ্দীপক, আঞ্চলিক ও লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার থাকলেও তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। কম হলেও কোনো কোনো সংবাদ-সূচনায় তথ্যের ঘাটতি ও ভুল তথ্যের উপস্থিতি আছে বলে গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে, উত্তরদাতাদের যথাক্রমে ৪৫.৭২% এবং ৩৮.৫৭% সংবাদ কাহিনির সংবাদ শিরোনাম ও সংবাদ-সূচনা পড়েন। আর সমগ্র সংবাদ কাহিনি পড়েন মাত্র ১৫.৭১% উত্তরদাতা। তবে অধিকাংশ উত্তরদাতারই (৮২.৮৫%) সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে ধারণা আছে এবং এদের অধিকাংশই মনে করেন যে, সংবাদ-সূচনা সমগ্র সংবাদের সংক্ষিপ্তরূপ। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬০%) কখনো

কখনো সংবাদ-সূচনায় তথ্যের বিভিন্নতা ও ভুল তথ্যের উপস্থিতি লক্ষ করেন যা তারা প্রত্যাশা করেন না। তারা আসলে সংবাদ-সূচনা পড়ে সংবাদের সমগ্র অংশ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রত্যাশা করেন। তারা চান সংবাদ-সূচনা হবে সংক্ষিপ্ত, বড়জোর ২৯ শব্দের মধ্যে, এখানে ভুল তথ্যের উপস্থিতি থাকবে না এবং সংবাদ-সূচনা হবে সঠিক। সংবাদ-সূচনায় তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা অনেক উত্তরদাতা লক্ষ করেছেন যা তাদের প্রত্যাশা নয়। তারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার সঠিক ও যথার্থ উপস্থাপনা সংবাদ-সূচনায় দেখতে চান।

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক আলোচনা

১. ভূমিকা

গণমাধ্যম আধুনিক নাগরিক জীবনের প্রতিটি দিককে গভীরভাবে স্পর্শ করলেও জীবন ঘনিষ্ঠতার প্রশ্নে গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রভাব যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী। একুশ শতকের নয়া যোগাযোগ-প্রযুক্তি যুগের সংবাদ মাধ্যম হিসেবে বিস্ময়করভাবে আবির্ভূত হয়েছে নতুন নতুন ইলেকট্রনিক ও ওয়েবমাধ্যম, যার ছোঁয়া লেগেছে সংবাদপত্র জগতেও। সনাতনী 'মুদ্রণ মাধ্যম' তথা সংবাদপত্রকে এখন আর ইলেকট্রনিক মাধ্যমের বিপরীতে স্রেফ 'প্রিন্ট মিডিয়া' বলে আখ্যায়িত করার উপায় নেই। এক অর্থে সংবাদপত্রও এখন ইলেকট্রনিক মিডিয়া। অনলাইন নিউজপেপার কিংবা 'ই-নিউজপেপার' (ইলেকট্রনিক সংবাদপত্র)[১] ব্যতিরেকে সংবাদপত্রের বৈচিত্র্যময় জগতের কথা আজকাল আর ভাবাই যায় না। বর্তমানে প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে মুদ্রিত সংস্করণের পাশাপাশি অনলাইন ও ইলেকট্রনিক সংস্করণ বের হচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, গণমাধ্যম বিকাশের ধারায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যমের বিপরীতে সনাতনী সংবাদ মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র আজ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে অত্যন্ত সচেতনভাবে। সংবাদপত্রের বিকাশমান গতি-প্রকৃতি ও পরিবর্তন প্রবণতা আমলে নিয়ে বলা যায় যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমের প্রভাব সত্ত্বেও সংবাদপত্র জগৎ শত আশঙ্কার বিপরীতে ক্রমশ সংকুচিত না হয়ে বরং সময়ান্তরে আধেয়-আঙ্গিকে দিন দিন আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে।

একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ডিজিটাল যুগের দর্শক-শ্রোতা-পাঠক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো জেনে যায়। সে কারণে একই সংবাদ পরের দিনের পত্রিকা থেকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশেই কমে যায়। অন্যদিকে বর্তমান সময়ে সংবাদপত্র পাঠকদের সময় কম, কর্ম-ব্যস্ততা অনেক বেশি। এরূপ কঠিন বাস্তবতায় সংবাদপত্রের চাওয়া হলো পাঠককে অধিকমাত্রায় সংবাদপত্রমুখী করা। এ কারণে অত্যন্ত সচেতনভাবে সহজ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য করে সংবাদ পাঠকের সামনে হাজির করার প্রচেষ্টা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। আর এজন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে

১. ই-নিউজপেপার হলো ইলেকট্রনিক সংবাদপত্র। অর্থাৎ যে সংবাদপত্র অনলাইনে প্রকাশিত হচ্ছে। আজকাল শুধু উন্নত বিশ্বে নয়, বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র অনলাইনে প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু ঢাকা থেকে নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও সংবাদপত্র অনলাইনে প্রকাশিত হচ্ছে।

সংবাদ-শীর্ষ বা সংবাদ-সূচনা। যদিও সংবাদপত্রে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে ঘটনার মূল বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় ও তথ্যসমৃদ্ধ তথা সহজ, সরল ও সাবলীল উপস্থাপনাই এর মূল লক্ষ্য, যাতে করে সংবাদের মূল বিষয়বস্তু বাদ না পড়ে যায় এবং সর্বোপরি পাঠক যেন সংবাদটির সব অংশ পড়তে আগ্রহী হন। এমন এক পটভূমিতে সাংবাদিকতায় মানবসম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যের আলোকে ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের 'সংবাদ প্রতিবেদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ' অর্থাৎ 'সংবাদ-সূচনাকে' বেছে নিয়েছে গবেষণার একটি কার্যকর বিষয়বস্তু হিসেবে। কেননা, গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ থেকে এরূপ একটি অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সংবাদপত্রের পাঠকগণ সংবাদের শিরোনাম পাঠের পর আগ্রহী হলে কেবল সংবাদের সূচনা পড়েই সংবাদটি সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেতে চেষ্টা করেন। সংগত কারণে সংবাদ বিবরণীর অন্যান্য অংশের তুলনায় পাঠকের কাছে সংবাদ-সূচনার গুরুত্ব অধিকতর। আর সেসব মূল্যায়নে উল্লিখিত পটভূমিতে বাংলাদেশের সমসাময়িক সংবাদপত্রে কী ধরনের সংবাদ-সূচনা লেখা হচ্ছে, এগুলো বোধগম্যতার দিক থেকে কতটা সহজ, অযাচিত প্রসঙ্গের অবতারণা সংবাদ-সূচনায় আছে কিনা, কিংবা সংবাদপত্র পাঠক সংবাদ-সূচনাকে কীভাবে দেখতে চায়- এগুলো অনুসন্ধানের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে বাংলাদেশের 'খবরের কাগজের সংবাদ-সূচনা: একটি মূল্যায়ন' শিরোনামে বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি গবেষণা কাজ সম্পাদিত হয়। কারণ গবেষণাকর্মটি কতটুকু সফল হবে সেটা নির্ভর করে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঠিক প্রতিফলনের ওপর। গবেষণার মূল বিষয় 'সংবাদ-সূচনা' পুরো সংবাদ কাহিনির ক্ষুদ্র একটি অংশ হলেও তাৎপর্য বিবেচনায় এটি কিন্তু বহুমাত্রিক। কাজেই এই বিষয়টি গবেষণার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজাও জরুরি এবং প্রাসঙ্গিক। সংবাদ-সূচনাকেন্দ্রিক যে মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে সেটি হলো বাংলাদেশের খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনা পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে কী ভূমিকা রাখছে তা যাচাই করে দেখা। এছাড়াও আরো কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১. বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার যাচাই করা;
২. সংবাদপত্রের সংবাদে কোন ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করা হয় তা অনুসন্ধান করা;
৩. সংবাদ-সূচনায় সংবাদের মূল বক্তব্যের উপস্থাপন আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা;

৪. সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনাগুলো যথাযথ, তথ্যসমৃদ্ধ, সহজ, সরল কিনা তা অনুসন্ধান করা;

৫. বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে একই বিষয়ের সংবাদের জন্য ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনায় তথ্যের বিভিন্নতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা;

৬. সংবাদ-সূচনার আকার (শব্দসংখ্যা) নিরূপণ করা;

৭. সংবাদ-সূচনায় জাতিবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার বা আঞ্চলিকতার প্রভাব আছে কিনা তা যাচাই করা;

৮. সংবাদপত্রে ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনার সাথে পাঠক প্রত্যাশার পার্থক্য নির্ণয় করা;

৯. সংবাদপত্রের সংবাদ সূচনা সম্পর্কে পাঠক প্রত্যাশার স্বরূপ অনুসন্ধান করা।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

পদ্ধতিগত দিক থেকে এই গবেষণাটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। তবে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং জরিপ পদ্ধতি উভয়েরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রে ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে বর্তমান গবেষণায় আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের পরিমাপক হিসেবে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকদের প্রত্যাশার স্বরূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পেশার সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে এসব পেশার সংবাদপত্র পাঠককে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ও আবদ্ধ উভয় ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে (তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে)।

৪. গবেষণার যৌক্তিকতা

জানার আগ্রহ মানুষের সহজাত। সমাজের কোথায় কী ঘটছে এ সম্পর্কে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে জানতে চায়। এসব তথ্য জানার ক্ষেত্রে সে প্রতিনিয়ত শরণাপন্ন হয় সংবাদমাধ্যমের। আধুনিক নাগরিক জীবনে সংবাদমাধ্যমের প্রভাব ও বিস্তৃতি তাই সর্বব্যাপী। আধুনিক যোগাযোগ-প্রযুক্তির কল্যাণে সংবাদমাধ্যমের ব্যাপকতা আরো বিস্তৃত হয়েছে। যে কারণে সংবাদ প্রতিবেদনের পরিবেশনা আঙ্গিকে লক্ষ করা যাচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ নানা কলা-কৌশলের কার্যকর ও সযত্ন প্রয়োগ। আধুনিক সংবাদপত্র তাই পাঠককে সংবাদের মূল বিষয়টি প্রথমেই জানিয়ে দেবার প্রয়াসে ব্যবহার করছে সংবাদ-সূচনা। গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় সংবাদ-সূচনা অনেক বড় একটি সংবাদ কাহিনি সম্পর্কে পাঠককে খুব কম সময়ে প্রত্যাশিত ধারণা দিতে পারে। আর তাই তো পাঠকমনের জরুরি সব জিজ্ঞাসা অর্থাৎ যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্পর্কে পাঠক

প্রথমেই জানতে চান ঘটনাটি কী? কে বা কারা এর সঙ্গে জড়িত? কখন এবং কোথায় ঘটনাটি ঘটল? কেন এবং কীভাবে এটি ঘটল? –বিবিধ জিজ্ঞাসার গুরুত্ব বিবেচনা করে অতি কম শব্দ-কথায় রচিত হয় সংবাদ-সূচনা যা পড়ে পাঠক সংবাদটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হয়।

সাংবাদিকতার সনাতনী সংবাদ কাঠামো হিসেবে উল্টোপিরামিড কাঠামোতেই সারা বিশ্বে সংবাদ লেখার প্রচলন লক্ষ করা যায়। তাছাড়া চরম/পরম সংবাদ (হার্ড নিউজ) বা সাদামাটা সংবাদ যে কাঠামোতেই পরিবেশন করা হোক না কেন- অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা গুরুত্বের ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতেই লেখা হয়ে থাকে (ফিচার বা সফট নিউজ কাঠামো ঠিক এর বিপরীত)। সংগত কারণে সংবাদ বিবরণীর শুরুতেই থাকে সংবাদ-সূচনা এবং যেকোনো সংবাদ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সংবাদ-মূল্য বা গুরুত্বের বিচারে এর স্থান সর্বাগ্রে। আর পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলে আমরা লক্ষ করি, পুরো সংবাদ পাঠের সময় যাদের নেই–এমনকি পুরো সংবাদটির মূল্য আন্দাজ করে যারা এটি পড়তে আগ্রহী তাদের জন্যও এরূপ সংবাদ-কাঠামো কার্যোপযোগী। যুক্তিসংগতভাবে সংবাদ-সূচনাটি প্রতিবেদনের নির্যাসপূর্ণ ও নেতৃত্বদানকারী অংশ–যা পড়ে পুরো সংবাদ সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া সম্ভব। সে কারণেই সম্ভবত বলা হয়ে থাকে যে, সংবাদ-সূচনাটি সফল হলে প্রতিবেদন লেখার অর্ধেক কাজই সফল হয়।

সংবাদপত্র পাঠকের কাছে একটি প্রতিবেদনের সংবাদ-সূচনা সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ অংশ বলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে এর গুরুত্ব আরো অনেক গুণ বেশি। কারণ পাঠকই যে সংবাদপত্রের প্রাণ। সংগত কারণে সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে অনেক বেশি মনোযোগী হতে হয়, ব্যয় করতে হয় মোট সময়ের এক বড় অংশ। আবার যদি মুদ্রিত সংবাদের ইলেকট্রনিক বা অনলাইন ভার্সনের পরিপ্রেক্ষিতটিকে বিবেচনায় আনা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যতখানি চেষ্টা ও মনোযোগ দিতে হয় তার একটি বড় অংশই দিতে হয় সংবাদ-সূচনা পরিবেশনের ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষণীয় যে, দৈনিক সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণে কেবল শিরোনামসহ সংবাদ-সূচনাটিই দৃশ্যমান থাকে। সংবাদের বাকি অংশ একটি বাড়তি 'লিংক' ক্লিক করে খুঁজে পেতে হয়। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সংবাদ বিবরণীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংবাদ-সূচনা যা ডিজিটাল যুগের সাংবাদিকতায় পাঠকের কাছে আগের তুলনায় অধিকতর তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। এসব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সংবাদ প্রতিবেদনের আধেয় পরিবেশনায় সংবাদ-সূচনার আঙ্গিক বা কাঠামোগত বিশ্লেষণ অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

অপরদিকে সাংবাদিকতা এখন সুবিস্তৃত এবং সম্মানজনক পেশা। সামাজিক দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে সাংবাদিকতা একটি দায়িত্বশীল পেশাও বটে। সংগতকারণে সংবাদের শুরুতেই ন্যূনতম শব্দ-হরফের কার্যকর শব্দ-বাক্যের বিন্যাসে সঠিক তথ্য-

সূত্রের আলোকে একটা ঘটনা বা অবস্থার নির্ভুল তথ্য বা ধারণা তুলে ধরতে হয়। কিন্তু এ যুগের সদাব্যস্ত সংবাদপত্র পাঠকের কাছে সংবাদ-সূচনাটি আকর্ষণীয়, সহজ, যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য এবং সুপাঠ্য করে উপস্থাপন করতে না পারলে প্রতিবেদনের বাদ-বাকি অংশ যতই ভালো হোক না কেন তা সফল প্রতিবেদনের মর্যাদা পেতে ব্যর্থ হয়। সেদিক বিবেচনায় সংবাদ-সূচনার ব্যাপারে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠককুলের চিন্তা-ভাবনা এবং এ সম্পর্কে পাঠক প্রত্যাশার চাপটি কেমন– তা মূল্যায়ন জরুরি। বর্তমান গবেষণাটি সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে কোনো বিষয়-ঘটনা-প্রপঞ্চ কিংবা বাস্তবতার নতুন নতুন মাত্রা উদ্‌ঘাটন করা এবং এসব মাত্রার প্রায়োগিক সম্ভাবনাকে তলিয়ে দেখা। বাংলাদেশে গণমাধ্যম বিষয়ক যেকোনো গবেষণার সংখ্যা ও সুযোগ অর্থনৈতিক বিচারে খুবই সীমিত। এই সীমিত পরিসরে দ্বি-মাত্রিক গবেষণা অর্থাৎ আধেয়র বাস্তবতা ও পাঠকগোষ্ঠীর প্রত্যাশাকে একসূত্রে গেঁথে গবেষণা হয়নি বললেই চলে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের আধেয় নিয়ে যদিও বিভিন্ন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সংবাদপত্রের কাছে পাঠকের চাহিদা, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, সংবাদপত্রের কলাম, সংবাদপত্রে নারীর উপস্থাপন ইত্যাদি, কিন্তু সংবাদ-সূচনা নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা চোখে পড়ে না।

'সংবাদপত্রের কাছে পাঠকের চাহিদা' নিয়ে ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ একটি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে। গবেষণাটির শিরোনাম ছিল 'সংবাদপত্র ও পাঠকের চাহিদা' যেটি পরিচালনা করেন সীমা মোসলেম। জরিপ পদ্ধতিতে পরিচালিত গবেষণাটিতে উত্তরদাতার বয়স, মাসিক আয়, সপ্তাহে কতদিন ও কতক্ষণ খবরের কাগজ পড়েন তার সংখ্যা, উত্তরদাতার কাগজ ক্রয় অভ্যাস ও পাঠাভ্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও সংবাদপত্র পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ও মফস্বল সংবাদ কতখানি প্রকাশ করে সেটিও বিশ্লেষণ করা হয় গবেষণাটিতে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা নিয়ে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ আরেকটি গবেষণা করে যেটির শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জার সাম্প্রতিক ধারা'। আধেয়-বিশ্লেষণ ও জরিপ পদ্ধতিতে পরিচালিত গবেষণাটি পরিচালনা করেন সীমা মোসলেম। গবেষণাটিতে পৃষ্ঠাসজ্জার ক্ষেত্রে পত্রিকার বিভিন্ন ধরন বা স্টাইল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের আগে ও তৎপরবর্তী সময়ে প্রকাশিত পত্রিকার পৃষ্ঠাসজ্জার পার্থক্য দেখানো হয় গবেষণাটিতে। এছাড়া পৃষ্ঠাসজ্জার বিষয়ে পাঠকের অভিমত বিশ্লেষণ করা হয় গবেষণাটিতে। গবেষণাটিতে আবার পৃষ্ঠাসজ্জা বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের অভিমত পর্যালোচনা করা হয়।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিয়ে ২০০০ সালের অক্টোবরে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

আরো একটি গবেষণা করে যার শিরোনাম ছিল 'সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয়: ধারা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ'। গবেষণাটি পরিচালনা করেন সীমা মোসলেম। আধেয় বিশ্লেষণ ও জরিপ উভয় পদ্ধতিতে পরিচালিত গবেষণাটিতে পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র আকার (শব্দ সংখ্যা), জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্পাদকীয় রচনা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়াও রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে কোন পত্রিকা কতটি সম্পাদকীয় ছাপে সেটি বিশ্লেষণ করা হয় গবেষণাটিতে। সম্পাদকীয় রচনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পত্রিকার সম্পাদকের অভিমত বিশ্লেষণও করা হয় গবেষণাটিতে।

সম্পাদকের কলাম নিয়ে ২০০১ সালের জুন মাসে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ আরো একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণাটির শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলাম: একটি সমীক্ষা'। গবেষণাটি পরিচালনা করেন কামরুল হক। আধেয় বিশ্লেষণ ও জরিপ উভয় পদ্ধতিতে পরিচালিত গবেষণাটিতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলামের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন করা হয়। এছাড়াও প্রকাশিত কলাম প্রকাশনার ধরনভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন, কলামের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ধরনভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন দেখানো হয় গবেষণাটিতে।

সংবাদপত্রে নারীর উপস্থাপন বিষয়ে ২০০৮ সালের মার্চ মাসে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ আর একটি গবেষণা করে যার শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নারীবিষয়ক খবর প্রকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য'। গবেষণাটি পরিচালনা করেন কামরুল হক। আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত গবেষণাটিতে সংবাদপত্রে নারীবিষয়ক খবরের জন্য ব্যবহৃত স্পেসের পরিমাণ, নারী নির্যাতনমূলক খবরের শ্রেণিবিন্যাস, অপরাধের শিকার নারীর বিষয়ে প্রকাশিত খবরের ধরন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ গবেষণা করলেও সংবাদ-সূচনা আধেয়র বাস্তবতা নিয়ে এবং সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকের প্রত্যাশা কিরূপ– এ বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণা চোখে পড়ে না। সেদিক বিবেচনায় বর্তমান গবেষণাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক। কেননা বর্তমান গবেষণার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে সংবাদপত্র শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের পাঠকগোষ্ঠীর প্রত্যাশা অনুযায়ী সংবাদ-সূচনা লিখতে দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে এদেশের প্রায়োগিক সাংবাদিকতার মান উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সাথে সংবাদপত্রের সংবাদ-লিখন রীতি-চর্চা তথা সাংবাদিকতার তাত্ত্বিক অধ্যয়নে একটি কার্যকর গাইডলাইন দিতে সক্ষম হবে, গবেষকদের উদ্বুদ্ধ করবে বিষয়-সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন গবেষণায়।

৫. অধ্যায়-বিন্যাস

প্রথম অধ্যায়ে এই গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্য, গবেষণা-পদ্ধতি (সংক্ষিপ্ত আকারে) এবং গবেষণার যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সংবাদ-সূচনার সংজ্ঞা, এর ইতিহাস ও প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মটিতে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা **তৃতীয় অধ্যায়ে** আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং তথ্য সংগ্রহের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনার আধেয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সংবাদপত্র পাঠকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের সংবাদপত্র কেনা ও পাঠের অভ্যাস, সংবাদপত্র পাঠের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **পঞ্চম অধ্যায়ে**।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাঠক জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদের সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা কী এবং তারা কী ধরনের সংবাদ-সূচনা প্রত্যাশা করেন এ-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য এবং পাঠক জরিপের মাধ্যমে পাঠক-প্রত্যাশা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে **সপ্তম অধ্যায়ে**। এই অধ্যায়ে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনা এবং সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠক প্রত্যাশা সম্পর্কে কিছু সুপারিশমালাও উপস্থাপন করা হয়েছে যা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানকে পাঠক প্রত্যাশার সাথে সমন্বয় করে সংবাদ-সূচনা লিখতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংবাদ-সূচনা: তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

২.১. ভূমিকা

তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর ব্যস্ততার এই যুগে জীবনের প্রয়োজনে সবাইকে অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে তাদের দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে হয় অনেকটা বাধ্য হয়েই। এগিয়ে চলতে হয় সামনের দিকে, অবাধ গতিতে। সংবাদপত্র পাঠের বেলায়ও তাদের এই গতিময়তা লক্ষ করা যায়। ব্যস্ততার মাঝে সময় বাঁচানোর তাগিদে আবার সংবাদ জানার অদম্য কৌতূহল নিবৃত্ত করার স্বার্থে সংবাদপত্র পাঠকদের অধিকাংশই পুরো সংবাদটা না পড়ে শুধু সংবাদের প্রারম্ভিক অংশটি পড়ে সমগ্র সংবাদ পাঠের স্বাদ গ্রহণ করেন। এ কারণেই হয়তো বলা হয়, 'A story well begun is half done' (Bastian, Case & Baskette, 1956: 79)। সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সে কারণে হতে হয় অত্যন্ত চৌকস, বুদ্ধিমত্তার সাথে একটি সংবাদের সারকথা বলে দিতে হয় শুরুতেই। যে কারণে সাংবাদিক যখন লেখেন তখন তার কল্পনা, শব্দ, বাক্য নিয়ে লেখার সুযোগ থাকে না। তিনি কেবল হাতের কছে তথ্যগুলোকে সাজাতে পারেন। তবে এই সাজানোর ক্ষেত্রে তাকে মেনে চলতে হয় কড়া নিয়ম। প্রথমে উপস্থাপন করতে হয় সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি, সংবাদের একবারে শুরুতে চমৎকার এবং আকর্ষণীয়ভাবে কয়েকটি বাক্যে কিংবা একটি অনুচ্ছেদে। যাতে করে সংবাদপত্র পড়ামাত্র পাঠক বুঝতে পারেন যে তিনি (প্রতিবেদক) কী বলতে চাচ্ছেন অর্থাৎ সংবাদের মূল বিষয়টি। এটি তাকে পুরো সংবাদ-কাহিনির দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। এ কারণে বলা হয়ে থাকে 'Intro is the outline of the story. Intro is the gist of the story.' (Campbell & Wolseley, 1961: 56)। প্রকৃতপক্ষে সংবাদ-সূচনা সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। John Hoenburgh-এর ভাষায়, 'There is nothing like a good beginning for a story. Journalism Stresses it. Reporters strive for it. Editors Demands it' (উদ্ধৃত, জাহেদী, ২০০৯)। আলোচ্য অধ্যায়ে তাই সংবাদ-সূচনার সংজ্ঞা, গুরুত্ব, বিবর্তন, বৈশিষ্ট্য, একটি ভালো সংবাদ-সূচনা লেখার নিয়ম ও সংবাদ-সূচনার ধরন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণে সহায়তা করবে।

২.২. সংবাদ-সূচনা

ইংরেজিতে সংবাদ-সূচনাকে বলা হয় 'Intro' যা ইংরেজি শব্দ 'Introduction' থেকে এসেছে। এ দিক থেকে বিচার করলে Intro শব্দটি সূচনাকে নির্দেশ করে। আবার অনেকের মতে lead শব্দটি এসেছে ইংরেজি Leader থেকে যার অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে সংবাদ-সূচনা সংবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। মূলত সংবাদ-

কাহিনির শুরুতে পুরো সংবাদের মূল কথাটি সংক্ষেপে লেখা হলে তাকে সংবাদ-সূচনা বলা হয়ে থাকে (জামান এবং সানা, ২০০১)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সংবাদ-সূচনা হচ্ছে প্রতিবেদকের জন্য উৎক্ষেপণ মঞ্চ যেখান থেকে তিনি তাঁর কাহিনিতে ঝাঁপ দেন। আর এই উৎক্ষেপণ মঞ্চটি যদি সব দিক থেকে নিখুঁত ও সুন্দর হয় তাহলে তাঁর ঝাঁপ দেওয়াও নিঃসন্দেহে অনবদ্য হবে (নিগার হোসেন, ১৯৮৭)। তাই বলা যায়, একটি সংবাদের মূল বিষয়বস্তুকে প্রথমে সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার যে নির্মাণরীতি তাকেই বলা হয় লিড (Lead) বা Intro (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪)।

এছাড়া কোনো সংবাদ-কাহিনির প্রথম অংশটি বা প্রারম্ভের এক-দু'বাক্য অথবা প্রথম অনুচ্ছেদটিই সংবাদশীর্ষ বা সংবাদ-সূচনা (News Intro/News Lead) নামেও পরিচিত। Doug Newsom ও James A Wollert-এর মতে, 'Lead can refer to the first paragraph, which might contain only one sentence, but could have two or three.' (Newsom & Wollert, 1985: 72)। অর্থাৎ কোনো সংবাদ-কাহিনির এক বাক্যের প্রথম অনুচ্ছেদকে সংবাদ শীর্ষ বলা যেতে পারে। তবে এতে দুই বা তিনটি বাক্যও থাকতে পারে। এ সম্পর্কে Everett, E. Dennis ও Ismach Arnold বলেন, 'The lead is the first paragraph of a news story.' It may be one sentence or several.' (Dennis, & Ismach, 1981: 146)। Lewis Carrol তার *Alice in Wonderland* গ্রন্থে সংবাদ-সূচনাকে বলেছেন, 'Begin at the beginning' (উদ্ধৃত, জাহেদী, ২০০৯)। আবার বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদের ভাষায়, 'একটি সংবাদের প্রথম যে অংশটি আমরা দেখতে পাই তাকে বলা হয় সংবাদ-সূচনা।' অর্থাৎ কোনো সংবাদ-কাহিনির প্রথম অনুচ্ছেদটিই ওই সংবাদ-কাহিনিটির সূচনা বা লিড। অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদটি এক বাক্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে কিংবা একাধিক বাক্যেও। সুতরাং সংবাদের সারসংক্ষেপের উপস্থাপনা বা পরিবেশনমূলক বাক্যসমূহই সংবাদ সূচনা (রায়, ১৯৯৪)।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, সংবাদ-সূচনা হলো একটি সংবাদ বিবরণীর প্রারম্ভিক অংশ যেখানে একটি সংবাদের মূল কথাগুলো বর্ণিত হয়। আসলে একটি ভালো সংবাদ-সূচনা 'ষড়-ক'[১]-এর উত্তর দেবার চেষ্টা করে। Campbell এবং Wolseley (1961: 56)-এর ভাষায়, 'It is the essence of the news as presented in summary form at the beginning of the story.'

২.৩. সংবাদ-সূচনা লেখার ইতিহাস

১৮৯৬ সালে 'The New York Times' পত্রিকায় প্রথম আধুনিক সংবাদ-সূচনা লেখার সূত্রপাত হয়। ১৯৪০-এর দশকে এসে আমেরিকার সংবাদ বিশেষজ্ঞগণ সংবাদপত্রের ও ম্যাগাজিনের সংবাদ-সূচনা নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেন। গবেষণায় তারা বিভিন্ন

১. কে, কী, কেন, কখন, কোথায় এবং কীভাবে।

ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার দেখতে পেলেন। অধিকাংশ সংবাদ-সূচনায় তারা 'কে' প্রশ্নের উত্তরের আধিক্য লক্ষ করলেন। সংবাদ বিশেষজ্ঞ Rudolf Flesch এবং Robert Gunning যখন বললেন, লম্বা/বড় বাক্য সংবাদের পঠনযোগ্যতায় বাধা সৃষ্টি করে। আর এরপর থেকেই কয়েক ধরনের সংবাদ-সূচনা অজনপ্রিয় হয়ে গেল। পাশাপাশি 'কে' সংবাদ-সূচনা আরো বেশি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কারণ এ ধরনের সংবাদ-সূচনায় ব্যক্তিগত আবেদন বেশি থাকে। যদিও এ সময় অন্যান্য সংবাদ-সূচনা একেবারে বাদ দেওয়া হলো না কিন্তু এগুলোর ব্যবহার অনেকটাই কমে গেল (Campbell & Wolseley, 1961)।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এপি'র ওয়াশিংটন প্রতিনিধি লেখেন- 'The president was shot in a theatre tonight and perhaps mortally wounded.' (Warren, 1959: 83)। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছে সম্ভবত তিনি গুরুতর আহত। ওই প্রতিনিধির লেখা ১২টি শব্দই আমেরিকার সংবাদ-কাহিনির কাঠামোর ইতিহাসে নতুন এক ধারার সৃষ্টি করে। সাংবাদিকতায় শুরু হয় নতুন যুগের। প্রবর্তন হয় সংবাদ-কাহিনিতে সংবাদ-সূচনা বা লিড লেখার নতুন ধারা।

এছাড়া আরো দুটি ঘটনা সংবাদ-কাহিনির বর্তমান আদল দিতে প্রভাবিত করে। ঘটনা দুটি হচ্ছে– এক. টেলিগ্রাফ আবিষ্কার, দুই. আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বিস্তার (Warren, ১৯৫৯)। উনিশ শতকে টেলিগ্রাফে প্রথম খবর পাঠানো শুরু হয়, তখন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য অনেক সময় পুরো খবর পাঠানো যেত না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে গৃহযুদ্ধের সময় এই ধরনের অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। এই অসুবিধা আমেরিকার সংবাদপত্র-সাংবাদিকতায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দেয়। সংবাদ পাঠানোর যান্ত্রিক এই সমস্যাকে এড়াবার জন্যই খবরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আগে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। বিষয়টি অবশ্য Everett M. Rogers তাঁর *Communication Technology* বইতে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'To put the most important facts in the first sentence of the news story, with less crucial information in each succeeding sentence.' (Rogers, 1986: 30)। একইভাবে Joseph R. Dominick তাঁর *The Dynamics of Mass Communication* গ্রন্থে বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "The Civil War which altered so many things in the United States also changed American newspaper journalism. A new reporting technique emerged as telegraphic dispatches from the war zone were transformed into 'headlines' to give the reader the main points of longer stories that followed. Because telegraph lines were unreliable and often failed, the opening paragraphs of the news story, the 'lead', told the most important facts. The rest of the story continued details. If the telegraph line broke during a story, at least the most important part would probably get through." (Dominick, 1990: 92).

পরবর্তীকালে সমাজ যত আধুনিক হয়ে ওঠে মানুষের ব্যস্ততাও বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় কাগজ পড়তে অনেক সময় ব্যয় করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তথ্য ও সংবাদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। কাছের এবং দূরের সবকিছুই মানুষ জানতে চায়। তাহলে সময় কম এবং বেশি জানা– এই দুইয়ের মধ্যে সাযুজ্য ঘটাতে হবে। কী করে সম্ভব? যদি অল্পকথায় প্রথমেই সংবাদের প্রধান অংশ লেখা যায় তাহলেই সম্ভব। এভাবেই লিড বা ইনট্রো বা সূচনা লেখার চলন শুরু হয় (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪)। তবে সংবাদের শুরুতে সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বলে দেয়াই যে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত একমাত্র সংবাদ-সূচনা সেটা নয়। এ কথা ঠিক যে, সংবাদপত্রে এ ধরনের সংবাদ-সূচনার বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তবে এটি ছাড়াও আরো বেশ কয়েক ধরনের সংবাদ-সূচনা বর্তমানে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে (অধ্যায় ২.৫ দ্রষ্টব্য)।

২.৪. সংবাদ-সূচনার গুরুত্ব

সর্বোত্তমভাবে লেখা সংবাদ-সূচনা পাঠকের প্রাথমিক কৌতূহলই শুধু মেটায় না বরং তার আরো পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। কাজেই পাঠককে দিয়ে পুরো সংবাদটি পড়াতে চাইলে প্রথমেই আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত সূচনা দিয়ে টোপ ফেলতে হবে। Newsom ও Wollert (1985: 72)-এর ভাষায়, 'The right combination of words will accomplish the dual purpose of the lead: telling main point of the story, and getting reader's attention.'। অর্থাৎ সংবাদ-সূচনার সাহায্যে একই সাথে দুটি কাজ হয়। প্রথমত. সংবাদ-কাহিনির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আগে বলা এবং দ্বিতীয়ত. পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা। শুধু তাই নয়, কোনো সংবাদ-কাহিনিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা কিংবা ওই কাহিনিটির মূল বিষয় বা দিককে তুলে ধরতে সংবাদ-সূচনা লেখা হয়। এছাড়া পুরো সংবাদ-কাহিনিটি পড়ার জন্য পাঠকের মন ও আগ্রহকে উসকে দিতেও সংবাদ-সূচনা জরুরি।

২.৫. আদর্শ সংবাদ-সূচনার বৈশিষ্ট্য

সংবাদ-সূচনা একটি সংবাদ-কাহিনির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি সবসময় হবে সরাসরি, সহজ, সাবলীল এবং মনোযোগ আকর্ষণীয়। এখানে সমগ্র সংবাদ-কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সমন্বয় ঘটবে যা বিস্তারিত আকারে পরবর্তী সময়ে সংবাদের অন্যান্য অংশে বর্ণিত হবে। The News Manual: A Professional Resource for Journalists and the Media অনুযায়ী একটি আদর্শ সংবাদ-সূচনা হবে নিম্নরূপ:

১) এটি হবে সংবাদ-কাহিনির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। একটি সংবাদ-কাহিনিতে অনেকগুলো মূল্যবান বিষয় থাকলেও সংবাদ-লেখককে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বের করে তা সংবাদ-সূচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

২) সংবাদ-সূচনা হবে সংক্ষিপ্ত, পরিচ্ছন্ন, সংগঠিত এবং ব্যাকরণগতভাবে সহজ। একটি ভালো সংবাদ-সূচনায় অনধিক ২০ শব্দ থাকবে। তবে কখনো কখনো ১০/১২ শব্দের হলেও চলে। একটি মাত্র বাক্যে সংবাদ-সূচনা লেখা যেতে পারে।

তবে জটিল ও সন্দেহপ্রবণ এক বাক্যের চেয়ে দুই বাক্যসংবলিত সংবাদ-সূচনা ভালো। সব 'ষড়-ক'-এর উত্তর যে সংবাদ-সূচনায় দিতে হবে এমনটি নয়। মোদ্দাকথা, এখানে KISS (Keep It Short and Simple) সূত্রের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে;

৩) সংবাদ-সূচনা এমন হবে যাতে পাঠক এটি পড়ে সংবাদের অন্য অংশ পড়তে আগ্রহী হন;

৪) সংবাদ-সূচনা সংবাদ-কাহিনির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(http://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%201/volume1_04.htm on 3 August, 2011).

২.৬. ভালো সংবাদ-সূচনা কীভাবে লেখা যায়?

জানার আগ্রহ মানুষের অদম্য। সে কারণে সে জানতে চায়। একটি সংবাদের প্রথমেই পাঠক তাই মূল বিষয়টি জানতে চায়। বিষয়টি জানার জন্য পাঠকের মনে ৬টি মৌলিক প্রশ্ন জাগে যার উত্তর সে প্রথমেই জানতে চায়। প্রশ্নগুলো হলো– কী হয়েছে? কোথায় হয়েছে? কখন হয়েছে? কেন হয়েছে? কীভাবে হয়েছে? কার হলো? এই কে অর্থাৎ ৬টি 'ক' সংবলিত প্রশ্ন বা ষড় 'ক'। এই ষড় 'ক'-এর উত্তরগুলো সাজিয়ে সংক্ষেপে লিখলেই সূচনা লেখা হয়ে যায় (জামান ও সানা, ২০০১)। অন্যদিকে F C Frazer Bond-এর মতে, সংবাদ-সূচনার শর্তানুযায়ী, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সংবাদ-কাহিনি শুরু হয় কাহিনির চূড়ান্ত পরিণতি দিয়ে। এই নিয়ম বা ফর্মুলার দুটি কারণ আছে: এক. পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা। দুই. পাঠক-পাঠিকার সময় বাঁচানোর ইচ্ছা (উদ্ধৃত, হোসেন, ১৯৯৭)। তিনি আরও বলেন, সর্বোত্তমভাবে লেখা সংবাদ-সূচনা পাঠকের প্রাথমিক কৌতূহলই শুধু মেটায় না, বরং তার আরো পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। সংক্ষেপে বলা যায়, একজন সাংবাদিককে অবশ্যই দেখতে হবে যে, তাঁর লেখা সংবাদ-সূচনা যেন পাঁচটি ক্রিয়া সম্পাদন করে অর্থাৎ সংবাদ-সূচনায় অবশ্যই সংবাদ-কাহিনিটির একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানকে চিহ্নিত করতে হবে। সংবাদের বৈশিষ্ট্য বা ফিচারের বিষয়টি দিতে হবে, ঘটনার সর্বশেষ খবরটি জানাতে হবে এবং সম্ভব হলে, পাঠকের পুরো কাহিনিটি পড়ার আগ্রহ যাতে বজায় থাকে তার প্রেরণা দেওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে (নিগার হোসেন, ১৯৮৭)।

এদিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সংবাদ-সূচনা লেখার উপায় সম্পর্কে বলেন, সংবাদের সূচনা সব সময় মূল কাহিনির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। লেখা হবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে। এই সূচনা সব সময় চেষ্টা করবে পাঠককে যত বেশি সম্ভব তথ্য জানাতে। পাঁচ W এবং এক H-কে যথাসম্ভব ধরে রাখতে হবে। পুরো সংবাদ পাঠ করতে উৎসাহিত করতে হবে পাঠককে (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪)। তিনি আরও বলেন, শুধু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করে সংবাদ-সূচনা শুরু করতে হবে, শব্দ বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে

যাতে ঘটনার ক্রিয়াশীলতা যতখানি সম্ভব উপস্থিত থাকে।

অপরদিকে The News Manual: A Professional Resource for Journalists and the Media একটি ভালো সংবাদ-সূচনা কীভাবে লিখতে হবে তার একটি গাইডলাইন দিয়েছে। গাইডলাইনে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হলো:

১) গুরুত্বের ক্রমানুসারে সংবাদ-কাহিনিকে সাজিয়ে নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সংবাদ-সূচনায় আনতে হবে;

২) KISS সূত্রটি মনে রেখে লিখা;

৩) সর্বদা কর্তৃবাচ্য ব্যবহার করা;

৪) সর্বাগ্রে ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যের উপস্থাপন;

৫) সংবাদ-সূচনায় উদ্ধৃতি ব্যবহার না করাই ভালো।

আবার Thomson Foundation-এর সাংবাদিকতার প্রশিক্ষকরা সংবাদ-সূচনা লেখার সময় চারটি নিয়ম অনুসরণ করতে বলেছেন। এগুলো হলো:

১) সংবাদ-সূচনা পুরো সংবাদ-কাহিনির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে;

২) সংবাদ-সূচনা পড়ে পাঠক সংবাদের বাকি অংশ পড়তে উদ্বুদ্ধ হবে;

৩) সংবাদ-সূচনা সাধারণত সংক্ষিপ্ত হবে;

৪) সংবাদ-সূচনা একটি সংবাদ-কাহিনির মূল বিবরণীকে ভিত্তি করে রচিত হবে (উদ্ধৃত, রায়, ২০০৩: ৫৯)।

Newsom ও Wollert (1985: 76-82)-এর মতে, সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে লেখককে অবশ্যই সংবাদ-কাহিনির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ হলো:

১) সংবাদ-সূচনা সংক্ষিপ্ত হবে,

২) সংবাদ-সূচনা হবে সুনির্দিষ্ট,

৩) সংবাদকে শনাক্ত করবে,

৪) সময়োপযোগী হবে,

৫) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, একটি ভালো সংবাদ-সূচনা লিখতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে:

১) সংবাদ-বিবরণীর মূল নির্যাসকে ধারণ করে সংবাদ-সূচনা। যদি সংবাদ-সূচনায় সংবাদের মূল বিষয়টি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়, তবে পাঠক সংবাদ-কাহিনিটি নাও পড়তে পারে।

২) পাঠককে মূল কাহিনিটি পড়তে উৎসাহিত করে সংবাদ-সূচনা। একজন পাঠক একটি সংবাদ-কাহিনির সূচনা পড়ে মাত্র তিন সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে ওই সংবাদ-কাহিনি পড়বে, নাকি অন্য আর একটি সংবাদ-কাহিনি পড়বে। তাই এমনভাবে সংবাদ-

সূচনা লিখতে হবে যাতে করে পাঠক এত অল্পসময়ের মধ্যে সংবাদ-কাহিনিটি পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। Donald Murray তাঁর *Writing for Readers* গ্রন্থে বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 'Three seconds and the reader decides to read or move on to the next story. That's all the time you have to catch the reader's glance and hold it; all the time you have to entice and inform.' (http://www.courses.vcu.edu/ENG-jeh/BeginningReporting/Writing/newslead.htm)।

৩) একটি ভালো সংবাদ-সূচনা লেখার সময় শব্দের ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হয় অর্থাৎ সংবাদ-সূচনা হবে সংক্ষিপ্ত। উপরে উল্লিখিত KISS সূত্রটি সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ সংবাদ-সূচনা এমনভাবে লিখতে হবে যাতে করে প্রয়োজনের অধিক একটি শব্দ ও ব্যবহার না হয়। সংবাদ-সূচনা লেখার সময় মনে করতে হবে যে, একটি অধিক শব্দ ব্যবহার করলে হারাতে হবে ১০০ টাকা। শব্দসংখ্যা থাকে সর্বোচ্চ ২৫। বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কৃচ্ছতা সাধন করার পরামর্শ দিয়েছে আইএনএস[২]-এর স্টাইলবুক। এখানে বলা হয়েছে, সংবাদ-সূচনার অনুচ্ছেদ তিন বা তার কম লাইনের মধ্যে সীমিত রাখতে (রায়, ২০০৩: ৫৮)।

৪) মূলত একটি সারমর্মভিত্তিক সংবাদ সূচনায় 'ষড়-ক'-এর অন্তত চারটি 'ক' অর্থাৎ কে, কি, কখন এবং কোথায়-এর উত্তর থাকে। যদিও বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের উপদেষ্টা রুডলফ্ ফ্লেশ প্রাচীন রীতির 'ষড়-ক' এর ব্যবহারকে সেকেলে বলে সমালোচনা করেছেন কিন্তু তবুও এর সাহায্যেই দেশ-বিদেশের অসংখ্য সংবাদপত্রে সংবাদ-সূচনা লেখা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে ইদানীংকালে ফিচার স্টাইল বা বর্ণনামূলক স্টাইলে সংবাদ-সূচনা লেখা হচ্ছে।

৫) একটি সংবাদ-কাহিনির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন সংবাদ-সূচনা, তেমনি সংবাদের অন্যান্য অংশ লেখার চেয়ে সংবাদ-সূচনা লেখা কঠিন। কারণ সংবাদ-সূচনায় সংবাদের মূল সুরটি অনুরণিত হয় হেতু এটি পাঠককে সংবাদের অন্যান্য অংশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। একটি ভালো সংবাদ-সূচনা অতি অল্প শব্দের মধ্যে সংবাদের বিবিধ দিক উপস্থাপন করে। আর এসব কারণে সব রিপোর্টারের পক্ষে একটি তীক্ষ্ণ সংবাদ-সূচনা লেখা সহজ নয়। সংবাদ-সূচনা ভালো না হলে পাঠক সংবাদ-কাহিনি নাও পড়তে পারে। যে কারণে একটি সংবাদ-সূচনা হবে সংবাদ-কাহিনির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথার্থ।

৬) সংবাদ-সূচনা হবে সত্য যেখানে এমন কোনো রোমাঞ্চকর তথ্য সন্নিবেশিত হবে না যা সমগ্র সংবাদ-কাহিনিতে নেই। John McPhee-এর মতে, 'A lead should not be cheap, flashy, meretricious, blaring a great fanfare of trumpets, and then a mouse comes out of its hole.' (Beginning Reporting, accessed from

২ International News Agency।

http://www.courses.vcu.edu/ENG-jeh/BeginningReporting/Writing/newslead.htm, on 20 May, 2011).

৭) সংবাদ-সূচনা কর্তৃবাচ্যে লিখতে হবে এবং সম্ভব হলে উদ্ধৃতির ব্যবহার পরিহার করাই ভালো।

আসল কথা হলো, সংবাদ-কাহিনির সারকথাকে উপস্থাপন করাই সংবাদ-সূচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বরং পাঠককে পুরো সংবাদটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই কেবল সংবাদ-সূচনার স্বার্থকতা। কিন্তু কাজটি এতটা সহজ নয়। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, সংবাদ-সূচনা নিয়ম মেনে চলা এবং অভিজ্ঞতার ফলে একজন রিপোর্টার শীঘ্রই একটি ভালো সংবাদ-সূচনা লিখে ফেলতে পারেন। দীর্ঘদিনের রীতি ও রেওয়াজের কারণেই বাংলাদেশের সাংবাদিকরা 'ষড়-ক'-এর উত্তরের মাধ্যমেই পাঠকের সব প্রশ্নের জবাব সংবাদ-সূচনায় দেবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে সব ধরনের সংবাদের ক্ষেত্রেই যে সেটি সত্য তা নয়। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো কীভাবে সংবাদ-সূচনা লিখছে বর্তমান গবেষণায় সেটা বের হয়ে আসবে।

২.৭. সংবাদ-সূচনার ধরন

সংবাদ-সূচনার সংবাদ-কাহিনির মূল বক্তব্যের উপস্থাপন থাকবে। একটি সাদামাটা সংবাদের ক্ষেত্রে সংবাদ-সূচনা হবে সংবাদ-কাহিনির নির্যাস কিন্তু মানবিক আবেদনধর্মী বা অন্যান্য ধরনের সংবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করা যেতে পারে। সংবাদের সূচনাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখা হয়। একেকটি সংবাদ-সূচনা একেক ধরনের হয়ে থাকে।

Chiton R Bash তাঁর *Writing the News* গ্রন্থে মাত্র চার ধরনের সংবাদ-সূচনার উল্লেখ রয়েছে। যথাক্রমে ১) Summary lead; ২) The Contrast lead; ৩) Question lead ও ৪) The Quote lead বা Question lead-এর বিষয়টি উল্লেখ করলেও George C Bastian, Leland D Case এবং Floyd K Baskette (1956) তাঁদের *Editing the Days News* গ্রন্থে বেশ কয়েক ধরনের সংবাদ-সূচনার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো: ১) Summary lead; ২) News and Feature lead; ৩) Comprehensive lead; ৪) Accident lead; ৫) Punch lead, ৬) Crusade lead; ৭) Astonisher lead; ৮) Catridge lead; ৯) You and I lead; ১০) Suspended Interest lead; ১১) Interpretive lead; ১২) Question lead; ১৩) Quote lead; ১৪) Dependent clause lead, ১৫) Noun clause lead, ১৬) Prepositional lead, ১৭) Then and Now lead, ১৮) Here and There lead, ১৯) Freak lead, Anecdote lead, ২০) Figurative lead, ২১) Epigram lead ও ২২) Today lead।

অন্যদিকে Doug Newsom ও James A Wollert (1985) নয় ধরনের সংবাদ-সূচনার কথা বলেছেন। এগুলো হলো: ১) Summary Lead; ২) Quotation Lead; ৩) Direct address Lead; ৪) Question Lead; ৫) Picture and Description Lead; ৬) Background Lead; ৭) Contrast Lead; ৮) Punch Lead ও ৯) Freak Lead।

অন্যদিকে Everett, E. Dennis ও Ismach Arnold (1981) যে ১৩ ধরনের সংবাদ-সূচনার কথা বলেছেন, সেগুলোর অনেকগুলোই Doug Newsom ও James A Wollert প্রদত্ত সংবাদ-সূচনার পুনরাবৃত্তি। ধরনগুলো হলো: ১) Inductive lead; ২) Deductive lead; ৩) Summary lead; ৪) Conceptual lead; ৫) Familiar reference lead; ৬) Narrative lead; ৭) Descriptive lead; ৮) Quotation lead; ৯) Question lead; ১০) Literary device lead; ১১) Contrasting element lead; ১২) Inventory (or roundup) lead ও ১৩) Time sequence lead।

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের সংবাদ-সূচনার ধরনের বর্ণনায় একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ১৯৫০-এর দশকে সংবাদপত্রে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার ছিল। আর এ-কারণেই তারা তাদের সমসাময়িককালের সংবাদপত্রে ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনার ধরনের আলোকে সংবাদ-সূচনার শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তবে কাল-পরম্পরায় সংবাদপত্রের ব্যাপক বিস্তার, পাঠকের সংবাদ-চাহিদা এবং তাদের সময় বিবেচনায় এমন সব সংবাদ-সূচনা সংবাদপত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে সেটি পাঠকের কাছে খুব দ্রুত সংবাদের মূল বিষয়টি বর্ণনা করতে পারে। এসব কারণে সংবাদপত্রে আজকাল আর আগেকার মতো এত ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার হয় না। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সংবাদ-সূচনাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য সংবাদপত্রে ব্যবহৃত আট ধরনের সংবাদ-সূচনাই যথেষ্ট। তাঁর মতে, এই বিভাজনের ভিত্তি হলো প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা। ধরনগুলো হলো: ১) বর্ণনামূলক লিড; ২) বুলেট লিড; ৩) উদ্ধৃতি লিড; ৪) স্ট্যাকাটো বা ছোট ছোট বাক্য দিয়ে তৈরি লিড; ৫) প্রশ্নবোধক লিড; ৬) কথোপকথন লিড; ৭) কালক্রমানুসারী লিড; ৮) বিলম্বিত লিড (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪)।

তবে সচরাচর আমরা বাংলাদেশের সংবাদপত্রে যে ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার লক্ষ করি সেগুলো হলো: ১) সারমর্ম সূচনা; ২) বর্ণনামূলক সূচনা; ৩) বুলেট বা কার্তুজ সূচনা; ৪) মন্তব্য সূচনা; ৫) স্ট্যাকাটো সূচনা; ৬) উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সূচনা; ৭) প্রশ্নবোধক সংবাদ সূচনা; ৮) বিস্ময়কর সূচনা; ৯) সংলাপ সংবাদ সূচনা; ১০) রূপকধর্মী সংবাদ-সূচনা; ও ১১) বিলম্বিত সংবাদ-সূচনা।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে সচরাচর ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সংবাদ-সূচনার সংজ্ঞা উদাহরণসহ আলোচনা করা যেতে পারে।

২.৭.১. সারমর্ম সংবাদ-সূচনা

সংবাদপত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনা হলো সারমর্ম সংবাদ-সূচনা। এ ধরনের সংবাদ-সূচনায় তাৎক্ষণিকভাবে খবরের মূল বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের সংবাদ-সূচনায় উল্টো-পিরামিড স্টাইলে তথ্য উপস্থাপিত হয় যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবাদের শুরুতেই সহজ, সরল ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে বলে দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হলো পাঠক সংবাদ-সূচনা

পড়ামাত্রই যেন সংবাদ-কাহিনির মূল বিষয় অর্থাৎ ঘটনার পুরো চিত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এ ধরনের সংবাদ-সূচনাকে ১, ২, ৩ লিডও বলা হয় (আমীন, ২০০৪)।

সারমর্ম সংবাদ-সূচনায় একটি বিষয় সম্পর্কে পাঠক যা যা জানতে চায় তার সবকটির উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয় 'ষড়-ক'-এর মাধ্যমে। যেমন–

'বিএনপির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলে বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার নিরাপত্তা বাড়াতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সভাপতির সূচনা বক্তৃতায় তিনি এই নির্দেশ দেন' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মার্চ ২০১০)।

কিন্তু অনেক সময় এ ধরনের সংবাদ-সূচনা তৈরি করতে গিয়ে সংবাদটি প্রথম দিকেই খুব ভারী হয়ে যায় যাতে করে পাঠক সংবাদটি পড়ে বিভ্রান্ত হতে পারে বা বিরক্তও হতে পারে। সে কারণে সারমর্ম সংবাদ-সূচনায় যে সব সময়ই 'ষড়-ক'-এর উত্তর দিতে হবে তা নয় বরং চারটি 'ক' অর্থাৎ 'কে', 'কি', 'কখন' ও 'কোথায়'-এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। আর সংবাদ-বিবরণীর পরের অংশে অর্থাৎ সংবাদ-সূচনার পরের অংশে 'কেন' ও 'কীভাবে'-এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। এর একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

'রাজধানীর কাঁঠালবাগানে গতকাল শুক্রবার সন্ত্রাসীরা গুলি করে রোকনউদ্দিন (৪৫) নামে এক ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছে। তিনি তৈরি পোশাক কারখানার ঝুট ব্যবসা ও ইট-বালুর ঠিকাদারি করতেন এবং আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন' (দৈনিক প্রথম আলো, ১ মে ২০১০)। সংবাদ সূচনাটিতে যেভাবে চারটি 'ক'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেটা হলো: 'কী'- ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়েছে, 'কখন'- শুক্রবারে, 'কোথায়' রাজধানীর কাঁঠালবাগানে, 'কে' সন্ত্রাসীরা, এই সূচনাটিতে 'কেন' ও 'কীভাবে'-এর জবাব দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে এভাবে, 'দুপুর দেড়টার দিকে কাঁঠালবাগানে গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালের কাছে মায়ের দোয়া নামের সিডির দোকানে বসে রোকন ওই দোকানের মালিক বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় আনুমানিক ২০-২৫ বছরের দুই যুবক ওই দোকানে ঢোকেন। ওই দুজনের সঙ্গে রোকনের কিছুক্ষণ কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা রোকনের দুই পায়ে গুলি করলে তিনি পড়ে যান। পরে বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে ওই দুই যুবক পালিয়ে যান। এই অনুচ্ছেদে 'কেন'-এর উত্তর হচ্ছে 'কথাকাটাকাটি হয়' এবং 'কীভাবে'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে 'দুই পায়ে এবং বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়'। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ ধরনের সংবাদ-সূচনা অধিকাংশ সংবাদ রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য)।

২.৭.২. বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা

বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা ঘটনাটি আসলে কী এ বিষয়ে বিস্তারিত না বলে বরং কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। এ ধরনের সংবাদ-সূচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিস্থিতির একটা জীবন্ত রূপের বর্ণনা দিয়ে পাঠককে হাজির করা। এ

ধরনের বিবরণধর্মী সংবাদ-সূচনা সাধারণত বড় কোনো ঘটনার খবরের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিপূরক খবরের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সংবাদে যখন বিশেষভাবে কোনো পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন থাকে কিংবা সংবাদের বিষয়বস্তুর কারণেই যেখানে বর্ণনার প্রয়োজন আছে সেখানেই এ ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করা যায় (রায়, ২০০৩)। বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনার একটি উদাহরণ হলো, 'আজ মহান মে দিবস। খেটে খাওয়া শ্রমিকদের উৎসবের দিন এটি। গায়ের ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন সচল রেখে যারা রাষ্ট্র এবং অর্থনীতি সচল রাখছেন তাদের জন্য নির্ধারিত এ দিনটি। ১৮৮৬ সাল থেকে সারা বিশ্বে দিবসটি পালন করা হলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক এ দিবসের সুফল থেকে বঞ্চিত' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ২০১০)।

এ ধরনের সংবাদ-সূচনা অনেকটাই ফিচারধর্মী, যদিও বর্ণনায় খুব একটা রূপক বা বিশেষণের প্রয়োজন পড়ে না। এখানে বর্ণনা চলে তার আপন গতিতে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে আজকাল এ ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার বেশ লক্ষ করা যায় (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য)।

২.৭.৩. বুলেট বা কার্তুজ সংবাদ-সূচনা

যে ধরনের সংবাদ-সূচনার প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে দ্রুত আলোড়ন সৃষ্টি করে তাকে বুলেট বা কার্তুজ সংবাদ-সূচনা বলা হয় (সংবাদবিদ্যা, ২০০১)। ছোট ছোট বাক্যে গঠিত এ ধরনের সংবাদ-সূচনা বুলেটের মতো বিদ্ধ করে পাঠকের হৃদয়। এখানে ছোট বাক্যের মধ্যেই প্রকাশ পায় ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। এমন কিছু ঘটনা কখনো কখনো ঘটে যার প্রতিক্রিয়া পাঠকের কাছে খুব তীব্র হয় এবং এর প্রতিক্রিয়াকে বুলেটের বা কার্তুজের সাথে তুলনা করা চলে। সংবাদপত্রে সচরাচর এ ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না।

তবে, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্রনায়ক বা খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু বা কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনা যা বিশ্ববাসীকে নাড়া দেয় এমন সব ক্ষেত্রে বুলেট সংবাদ-সূচনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন: ইন্দিরা গান্ধী নিহত।

২.৭.৪. মন্তব্য সংবাদ-সূচনা

একটি ঘটনা এবং ঘটনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যখন একজন রিপোর্টার তার মন্তব্য দিয়ে একটি সংবাদ-সূচনা লেখেন সেটিই মন্তব্য সংবাদ-সূচনা। নিচে মন্তব্য সূচনার একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

'১২৫ রানের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান ২৫, একটি দলের এগারো ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত সংগ্রহে যদি এরকম যোজন যোজন ফারাক থাকে, তাহলে সেই দলের মোট সংগ্রহ যেমন হৃদপুষ্ট হয় না, তেমনি ফলও অনুকূলে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ দলেরও হয়েছে তাই। ওপেনার তামিম ইকবালের ১২৫ রানের পর বাংলাদেশের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫ রান করেছেন আট নম্বরে নামা নাইম ইসলাম' (দৈনিক যুগান্তর, ১ মার্চ ২০১০)।

কোনো একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তথ্যের সাথে কখনো কখনো রিপোর্টার তার নিজের মন্তব্য হাজির করেন। একটি ঘটনাকে পাঠকের সামনে প্রাণবন্ত করে হাজির করতে এটি করা হয়। খুব বেশি না হলেও আমাদের দেশের সংবাদপত্রে আজকাল এ ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে।

২.৭.৫. স্ট্যাকাটো সংবাদ সূচনা

ইংরেজি 'Staccato' শব্দটির অর্থ হলো আলাদা কিন্তু স্পষ্ট ধ্বনি। অর্থাৎ ছোট ছোট বাক্যে কাটা কাটা করে বলার ধরনটিকেই স্ট্যাকাটো সংবাদ-সূচনা বলে। এতে এক ধরনের মেজাজ সৃষ্টিকারী ছন্দ থাকে। এই ধরনের সংবাদ-সূচনায় যে নাটকীয়তা থাকে তা মূলত বর্ণনাধর্মী (রায়, ১৯৯৪)।

যেমন : বিশ্বকাপ ছোট হয়ে আসছে। ৩২ দলকে নিয়ে ১১ জুন শুরু হওয়া এই গ্রহের সর্ববৃহৎ ফুটবল যজ্ঞ। ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে অন্তিম পরিণতির দিকে। একে একে বিদায় নিয়েছে ২৪ দল। বাকি রইল আট। ২০ দিনে ৫৬ ম্যাচ শেষে বিশ্বকাপ পেরিয়ে এলো প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ড (দৈনিক যুগান্তর, ১ জুলাই ২০১০)।

এ ধরনের সংবাদ-সূচনার একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থাকে, থাকে নাটকীয়তা। ফিচারধর্মী সংবাদকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য কখনো কখনো এ ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করা হয়। Santos (Undated: 1)- এর ভাষায়, 'This type uses a series of phrases or sentences that produce a rhythm. It is another dramatic way of introducing the topic of the feature article।'

২.৭.৬. উদ্ধৃতি বা বিবৃতি লিড : একটি সংবাদের বিষয় সম্পর্কে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এই ধরনের সংবাদ-সূচনা রচনা করা হয়। সংবাদের প্রথমেই থাকে একটি উদ্ধৃতি, যার সঙ্গে সংবাদের বিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। এক্ষেত্রে পাঠককে প্রথম উদ্ধৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কৌতূহলী করে তোলা হয়। এ ধরনের সংবাদ-সূচনা সংবাদ-কাহিনিতে মজার উপাদান যেমন, কৌতুক, নাটক, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি সন্নিবেশ করে যা সংবাদকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে (চট্টোপাধ্যায়, ২০০১)। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

'আমার শরীরে এত জ্বর। তোমাকে খবর দেওয়ার পরও আমাকে দেখতে এলে না। এ কেমন বাবা তুমি? কেন আমাকে জন্ম দিয়েছিলে? স্মৃতিই তোমার কাছে সবকিছু হয়ে গেল। তুমি না মাঝে মধ্যে বলতে, পাবন ও পায়েলই তোমার সবকিছু। আসলে এগুলো ছিল তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।' এ কথাগুলো স্কুল ডায়েরিতে লিখে গেছে পায়েল (দৈনিক যুগান্তর, ১৫ জুন ২০১০)।

এ ধরনের আকর্ষণীয় ও উদ্দীপ্ত সংবাদ-সূচনা পাঠককে সংবাদের বাকি অংশ পড়তে আগ্রহী করে তুলতে পারে। তবে এ ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না।

২.৭.৭. প্রশ্নবোধক সূচনা : কোনো বিতর্কিত বিষয়ে বা কোনো পত্রিকা কোনো বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করতে চাইলে অথবা কোনো বিষয়ে ঔৎসুক্য সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজনে কখনো কখনো একটি প্রশ্ন দিয়ে সংবাদ লেখা শুরু করা হয় (আমীন, ২০০৪)। যে প্রশ্ন দিয়ে সংবাদ-সূচনা শুরু হয়, সংবাদ-সূচনার পরের অংশে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়। যেমন,

'যমুনা টিভির সম্প্রচার শুরুর অনুমতি না দিলে আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো? প্রধানমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীর কাছে যমুনা টিভিতে কর্মরত সাড়ে পাঁচশ সাংবাদিক-কর্মচারীর আকুল ফরিয়াদ এটি। যমুনা টিভির সম্প্রচারের অনুমতির দাবিতে দেওয়া নানা কর্মসূচির মধ্যে প্রথমদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে দাঁড়িয়ে এ মানবিক আবেদন রেখেছেন তারা (দৈনিক যুগান্তর, ১৫ জুন ২০১০)।

রাজনৈতিক বিষয় বর্ণনার জন্য এ ধরনের সংবাদ-সূচনা বেশি উপযোগী। মন্তব্যধর্মী ভাব থাকে হেতু অধিকাংশ সংবাদপত্র এ ধরনের সংবাদ-সূচনা লেখে না।

২.৭.৮. বিস্ময়সূচক সংবাদ-সূচনা :

কোনো একটি বিষয়ের বর্ণনায় যখন বিস্ময় দিয়ে শুরু করে পরবর্তী সময়ে সে বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়, তখন তাকে বিস্ময়সূচক সংবাদ-সূচনা বলা যেতে পারে। এ ধরনের সংবাদ-সূচনায় হাল্কা বিষয় দিয়ে শুরু করে আস্তে আস্তে পাঠককে মূল বিষয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি উদাহরণ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে পারে।

'উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে কোনো স্বচ্ছ নীতি আছে কি! সংবিধানে বিচারক নিয়োগের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট না থাকার সুযোগে সব সরকারই তাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছামতো নিয়োগ সংখ্যা বাড়িয়েছে বা কমিয়েছে' (দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ আগস্ট, ২০১০)।

২.৭.৯. সংলাপ সংবাদ-সূচনা

এ ধরনের সংবাদ-সূচনায় চিত্তাকর্ষক এবং পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কথোপকথনের ভঙ্গিতে বা সংলাপের মাধ্যমে ঘটনার মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এ ধরনের সংবাদ-সূচনা একটু ব্যতিক্রমধর্মী এবং সংবাদপত্রে এর ব্যবহার খুব কম। তবে সংলাপের মাধ্যমে মূল তথ্যটি পাঠকের কাছে সহজেই পৌঁছাতে পারে এ ধরনের সংবাদ-সূচনা।

২.৭.১০. অলংকার বা রূপকধর্মী সূচনা

কবি-সাহিত্যিকরা যেমন করে তাদের লেখায় ভাব প্রকাশের জন্য যে অলংকার বা ভাষাগত রূপক ব্যবহার করে একটা বিশেষ ছবি তুলে ধরেন অলংকার বা রূপকধর্মী সংবাদ শীর্ষের মাধ্যমেও একজন সাংবাদিক তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

যেমন: 'এক অলঙ্ঘ্য দুর্গ দখলের জন্য লড়াই করেছেন সেনাপতি। সেই লড়াইয়ের কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে হতোদ্যম হয়ে পড়ল সেনাদল। এলোমেলো,

আত্মবিশ্বাসহীন, উদ্ভ্রান্ত সেই সেনাদলের মধ্যে আবার আশার সঞ্চার করলেন তিনি' (সমকাল, ১৫ অক্টোবর ২০১০)।

এ ধরনের সংবাদ-সূচনা একটু ব্যতিক্রমী হবার কারণে কোনো কোনো সময় খুব ভালো লাগে এবং পাঠককে নাড়া দেয়। তবে কোনো কোনো সময় এ ধরনের সংবাদ-সূচনায় উদ্ধৃতি সংবাদ-সূচনার ধাঁচও এসে যায়।

২.৭.১১. বিলম্বিত সংবাদ-সূচনা

এ ধরনের সংবাদ-সূচনা মানবিক আবেদনধর্মী সংবাদ-কাহিনির ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হয়। যে কারণে একে অনেক সময় ফিচার সংবাদ-সূচনাও বলে। এ ধরনের সংবাদ-সূচনা প্রথমেই একটি গল্প, ঘটনার বর্ণনা, বা উদাহরণ দিয়ে শুরু হয়। এক্ষেত্রে সংবাদ-লেখক কিছু অনুধাবনগত বিস্ময় দিয়ে সংবাদ-গল্পটি শুরু করতে পারেন। খুব প্রয়োজনীয় তথ্য সংবাদ-সূচনায় আপাতত উহ্য রেখে পরবর্তী সময়ে তা উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের সংবাদ-সূচনা কখনো সংক্ষিপ্ত হতেও পারে আবার কখনো কখনো এটি ২ বাক্য থেকে শুরু করে চার অনুচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে একজন পাঠক শেষ পর্যন্ত মূল ঘটনাটি সম্পর্কে জানার জন্য তথ্য খুঁজতে থাকেন অনুসন্ধিৎসার ছলে। অর্থাৎ এ ধরনের সংবাদ-সূচনা একদিকে যেমন পাঠকের আগ্রহকে মূল সংবাদ-কাহিনিতে ধরে রাখে, তেমনিভাবে পাঠককে মূল কাহিনি পড়তে উৎসাহিত করে। উদাহরণ হিসেবে নিচের সংবাদ-সূচনাটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যা মামলা পুলিশ স্বপ্রণোদিত হয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করছে। এর পেছনে কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা জড়িত। মামলার ব্যাপারে বিএনপির উচ্চমহলে যোগাযোগ করা হলে এ ব্যাপারে কিছু না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন করার কিছুই ছিল না। সিআইডির ৬ দিনের রিমান্ডের তৃতীয় দিনে বাবর এসব কথা বলেছেন' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০)।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবাদপত্রে স্থান, কাল, পাত্র ও বিষয়ভেদে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে বিষয় ও পরিস্থিতিনির্ভর স্টাইলভিত্তিক সংবাদ-সূচনার মধ্যে আলোচিত বিষয়গুলোই প্রধান এবং বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এগুলোর প্রাধান্যই দেখা যায়।

২.৮. গণমাধ্যম ও পাঠক প্রত্যাশা

'The mass media play a large and growing role in how we spend our time and live our lives' (Baran, Jerilyn, & Meyer, 1984: 1)। অর্থাৎ মানুষ কীভাবে তার সময় কাটাবে এবং জীবন নির্বাহ করবে– সেটা গণমাধ্যমই নির্ধারণ করে দেয়। মূলত এই উক্তিটি গণমাধ্যমের ওপর আধুনিক মানুষের গভীর নির্ভরশীলতাকে নির্দেশ করে। গণমাধ্যম মানুষের মনোরঞ্জন করে, বিনোদিত করে, তথ্য দেয় এবং বৃহত্তর সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে খাপ খাওয়ানোর জন্য জনগণকে মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও

আচরণবিধি শেখায়। সে কারণে গণমাধ্যম সামাজিকীকরণের শক্তিশালী এজেন্ট হিসেবেও স্বীকৃত। Watson এবং Hill (1996: 162) এর ভাষায়, 'The mass media are considered to be particularly influential in transmitting awareness and expectations concerning a wide range of societal behaviour।'

শুধু সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতেই নয়, শিক্ষাসহ বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে, জ্ঞানের আদান-প্রদানে, চরিত্র গঠনে এবং দক্ষতা ও সামর্থ্য অর্জনে গণমাধ্যম সহায়তামূলক কাজ করে থাকে। অতীত ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক এবং শৈল্পিক সৃষ্টির প্রচার, কল্পনার জাগরণ এবং নান্দনিক চাহিদা ও সৃষ্টিশীলতার উদ্দীপনা দ্বারা সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গণমাধ্যম কাজ করে। নাটক, নাচ-গান, কমেডি, খেলাধুলা ইত্যাদি প্রচার/প্রকাশ করে থাকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আমোদ-প্রমোদের জন্য। একে অন্যকে জানতে ও বুঝতে গণমাধ্যম সংহতির কাজ করে। সমাজ পরিবর্তন ও জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের সহায়ক ভূমিকার কথা তো সত্তর-এর দশকে শ্র্যাম স্বীকার করেছেন (Schramm, 1964)। গণমাধ্যমের এরূপ ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, 'গণমাধ্যম শিশুর পিতা, শিক্ষক বোকা জনগণের পথপ্রদর্শক, নেতা নাবিক, ধর্মগুরু, অভিভাবক, ফ্যাশন-ফেরেস্তা এবং তিনিই বিবেক; তিনিই আয়না এবং রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ' (রায়, ২০০৫: ১)। কিন্তু গণমাধ্যম যেসব সময় এ রকম আদর্শবাদী কাজ করে যাচ্ছে, আবার সমাজ ও মানুষের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব যে এতটা শক্তিশালী তা কিন্তু নয়। এ কারণে সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য বহু আগে থেকেই গবেষণা শুরু হয়েছে। ১৯২০-এর দশকে যখন গণমাধ্যম নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল তখন থেকে শুরু করে আজ অবধি যোগাযোগ গবেষণার মূল উপজীব্য গণমাধ্যম ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা তথা সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ (McQuail, 1977: p. 70-74; Rogers, cited in Defleur & Lowery, 1988)।

সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক– এ সংক্রান্ত গবেষণার মূল বিষয় ছিল শিশুদের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব (Dominick, 1987: 531) নিয়ে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মার্কিন মুলুকে চলচ্চিত্র শিল্প রীতিমতো প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ২০ বছরের মধ্যে যা প্রধান পারিবারিক বিনোদন মাধ্যমে পরিণত হয়। শিশুদের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব রয়েছে– এরূপ সমালোচনার পরই গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। যার সূত্র ধরে ১৯২৮ সালে 'চলচ্চিত্র গবেষণা পরিষদ' নামে মানবকল্যাণমূলক একটি সংগঠন 'পেইন ফান্ড' নামে একটি সংস্থার সহায়তায় শিশুদের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব নিয়ে ১৩টি (১২টি পরিমাণগত ও ১টি গুণগত) গবেষণা করে যা পরবর্তীকালে 'পেইন ফান্ড' গবেষণা নামে পরিচিতি পায় (আলী ও পারভীন, ১৯৯৫: ৪০)।

এ সময় সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কে যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তাকে বলা হতো, 'হাইপোডারমিক নিডল তত্ত্ব' বা 'বুলেট তত্ত্ব'। এ সময়কালে অর্থাৎ ১৯২৩ সালে গঠিত 'ফ্রাঙ্কফুট স্কুল' গণমাধ্যমের এরূপ প্রভাবের বিষয়টিকে সমর্থন করত। গণমাধ্যমের প্রভাব তত্ত্বের মূল বিষয় ছিল এরূপ যে, সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক, প্রত্যক্ষ, ঢালাও ও শক্তিময়। ধারণা করা হতো যে, কোনো বার্তা মানুষের মনে প্রবেশ করাতে পারলেই তার কাজ হবে বন্দুকের টোটার মতো অব্যর্থ। আরো মনে করা হতো গণমাধ্যমের দর্শক/শ্রোতা/পাঠক রোগীর মতো, যার মস্তিষ্কে গণমাধ্যমের বার্তা ইনজেকশনের সুচের মতো ফুঁড়ে যেতে পারলেই হলো, কাঙ্ক্ষিত ফল অনিবার্য। গণমাধ্যমের প্রভাব সংক্রান্ত এসব তত্ত্বে গণমাধ্যমের দর্শক/শ্রোতা/পাঠককে নিষ্ক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তবে 'পেইন ফান্ড' গবেষণাগুলোর ফল উদ্ধৃত করে গণমাধ্যমের অনেক সমালোচকই দাবি করলেন যে, খারাপ আদর্শ, খারাপ নীতিবোধ এবং খারাপ আচরণের জন্য দায়ী হলো চলচ্চিত্র।

'হাইপোডারমিক নিডল তত্ত্ব' বা 'বুলেট তত্ত্বে'র সাথে পরীক্ষণমূলক গবেষণার বৈপরীত্য যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদের নতুন করে গবেষণা করতে প্রলুব্ধ করে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৮ সালে জনসাধারণের ওপর রেডিও'র প্রভাব সংক্রান্ত 'the invasion from the Mars' নামক গবেষণাটি করা হলো। বিষয়টি ছিল এরূপ যে, ১৯৩৮ সালের ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় সিবিএসের নিয়মিত সান্ধ্য অনুষ্ঠান 'মার্কারি থিয়েটার অব দি এয়ার' শুনছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ লক্ষ মানুষ। অনুষ্ঠানটিতে সংবাদ পাঠের মতো করে এইচ জি ওয়েলসের বিজ্ঞানকল্প 'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'-এর নাট্যরূপ প্রচার করা হচ্ছিল এভাবে যে, মানুষকে সাংঘাতিক মরণরশ্মি দিয়ে হত্যা করে মঙ্গলগ্রহের ভয়ংকর প্রাণীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে নিচ্ছে। অনুষ্ঠান শুরুর ঘোষণা শোনেননি এরূপ শ্রোতারা বিষয়টিকে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন এবং বহু মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ঘটনাটি গণমাধ্যম গবেষকদের জন্য নিয়ে এলো বিশাল সুযোগ। এই আতঙ্ক ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে গবেষণা শুরু করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার গবেষণা বিভাগের হ্যাডলি ক্যান্ট্রিল ও তার সহযোগীরা (Cantril et al., 1940)। এতে দেখা গেল যে, যেসব শ্রোতার সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি কম বা কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত তারা কেবল বিষয়টিকে বিশ্বাস করেছে, অন্যরা নয়। 'হাইপোডারমিক নিডল তত্ত্ব' বা 'বুলেট তত্ত্বের ' প্রভাব থেকে গণযোগাযোগ গবেষণাকে অনেকাংশে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিল বর্তমান গবেষণাটি। অন্যদিকে, ১৯৪২ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গণমাধ্যমের প্রভাব নিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগ ও ফলিত সমাজ-গবেষণা ব্যুরোর পল ল্যাজারফিল্ড ও তার সহযোগীরা যে গবেষণা করেন তাতে দেখা যায় যে, গণমাধ্যমের প্রচার-যুদ্ধ

সাধারণ ভোটারদের মত পরিবর্তনে সামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। বরং মত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের চেয়ে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে গবেষণাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল (Lazarsfeld et al., 1948)।

পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশের দশকে এলিহু ক্যাজ ও পল ল্যাজারফিল্ড তাদের 'Personal Influence' শীর্ষক সামাজিক সম্পর্কের ভূমিকা নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণায় দেখান যে, গণমাধ্যম থেকে যারা বার্তা পায় তারা শুধু তা ছড়িয়ে দেয় না, উপরন্তু তারা অন্যদের প্রভাবিত করে। গণমাধ্যম গবেষণায় 'opinion leader'-এর ভূমিকাকে গবেষণাটিতে স্বীকার করা হয়। এভাবে 'বুলেট তত্ত্বের' অসারতা প্রমাণিত হতে থাকে এবং 'যোগাযোগের দ্বি-ধাপ তত্ত্বের' বিকাশ ঘটে (Katz & Lazarsfeld, 1955)। এ তত্ত্বের বিকাশের মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে দর্শক/শ্রোতা/পাঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি পরবর্তীকালে ডেভিসনের একটি সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, দর্শক/শ্রোতা/পাঠকের প্রয়োজন মোটানোর তথ্য দিতে পারলেই কেবল গণমাধ্যম বা যোগাযোগকারী দর্শক/শ্রোতা/পাঠককে প্রভাবিত করতে পারে (Davison, 1960, cited in Dexter & White, 1964: 83)। একটি বিষয় এক্ষেত্রে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, দর্শক/শ্রোতা/পাঠক কোনো নিষ্ক্রিয় বিষয় নয় যে তাদের কোনো বার্তা দিলেই তারা প্রভাবিত হবে। বরং বার্তার কার্যকারিতা নির্ভর করে দর্শক/শ্রোতা/পাঠকের আবেগ, অনুভূতি, বিশ্বাস ইত্যাদির ওপর। Abercrombie (1996: 140) বিষয়কে এভাবে ব্যাখ্যা করছেন, 'Audiences are not blank sheets of paper on which media messages can be written; members of an audience will have prior attitudes and beliefs which will determine how effective media messages are।'

আবার, ১৯৫০-এর দশকে উইলবার শ্রাম ও তার সহযোগীরা শিশুদের টেলিভিশন ব্যবহার এবং ব্যবহারজনিত সন্তুষ্টির বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। প্রভাবের দিকটি গুরুত্ব না পেলেও গবেষণাটিতে এলিহু ক্যাজের গণমাধ্যমের 'ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত' (Uses and Gratification Theory)[৩]- এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই গবেষণাটিতে শিশুদেরকে সক্রিয় বিবেচনা করে দেখানো হয় যে, তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠান বেছে নেয় এবং তৃপ্তি অনুভব করে (Schramm et al., 1961)। এ গবেষণা থেকে মিডিয়া ট্রাস্টফোর্স পরবর্তী সময়ে একটি অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, টেলিভিশন সমাজে সহিংস আচরণকে উৎসাহিত করছে যা সভ্যসমাজে গ্রহণযোগ্য নয় (Francois, 1977: 17)। ১৯৬০-এর দশকে আলবার্ট বান্দুরা পরিচালিত গবেষণাটিতেও প্রায় একই ধরনের

৩. এই তত্ত্ব অনুযায়ী গণমাধ্যম তার দর্শক/শ্রোতা/পাঠককে কীভাবে প্রভাবিত করে সেটি নয় বরং দর্শক/শ্রোতা/পাঠক কীভাবে গণমাধ্যম ব্যবহার করে বার্তার কার্যকারিতা তার ওপর নির্ভরশীল।

ফলাফল পাওয়া যায় (Bandura, 1985, cited in Defleur & Dennis, 1985, p. 318-320)। তবে আশির দশকে প্রকাশিত Television and Behaviour-এ মিডিয়া গবেষণার সাতটি ক্ষেত্র যথাক্রমে– ভায়োলেন্স, স্বাস্থ্য, সমাজমুখী আচরণ, টিভি দর্শনের আবেগগত প্রভাব, পরিবার ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ, সামাজিক বিশ্বাস ও আচরণ এবং মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব আলোকপাত করা হয় এবং গবেষণাটি থেকে গণমাধ্যমের স্বল্পমেয়াদি প্রভাবের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের বিষয়টি বের হয়ে আসে।

তবে গণমাধ্যমের প্রভাব সব সময় শুধু যে নেতিবাচক, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। অনেক সময় গণমাধ্যম জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিষয়টি শ্যাম তার গবেষণায় দেখিয়েছেন (Schramm, 1964: 91)। আবার, ভারতীয় গণমাধ্যম গবেষক লছমন রাও (১৯৯৬) দুটি গ্রামের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের প্রভাব অনস্বীকার্য। Frey (1966), এবং Lerner (1957) তাদের গবেষণায়ও একই ফলাফল পেয়েছেন (উদ্ধৃত, চট্টোপ্যাধ্যায়, ১৯৮২: ৩০১)।

'সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী'– গণমাধ্যমের প্রভাব সংক্রান্ত এরূপ ধারণা প্রায় ৬০ বছর অর্থাৎ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল যতক্ষণ না Andrew Hatt-এর মতো আরো অনেক যোগাযোগ গবেষক এবং বিশেষজ্ঞগণ তাদের গবেষণায় দেখান যে, গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে তার দর্শক/শ্রোতা/পাঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ (Hatt, 1991: 60)। Phillips J Hanes বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'The exact relationship between the media and their audiences has been the subject of debate since the media were first seriously studied and emphasises the importance of the audience and of their relationship with the media' (Hanes, undated: 1)। আসলে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত গবেষণাগুলোতে গণমাধ্যমের দর্শক/শ্রোতা/পাঠককে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসে তাদেরকে সক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা গবেষণাগুলোতে লক্ষ করা গেল।

গণমাধ্যমের 'ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্ব' (Uses and Gratofication Theory) অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয় যে, দর্শক/শ্রোতা/পাঠক গণমাধ্যম ব্যবহার করে গণমাধ্যমের কাছে তাদের যে প্রত্যাশা রয়েছে তা পূরণ করার জন্য। যে কারণে পরবর্তী সময়ে Katz, Blumler & Gurevitch (2003, p. 37-38) তাদের গবেষণায় প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, গণমাধ্যমের দর্শক/শ্রোতা/পাঠক গণমাধ্যম কতটুকু ব্যবহার করবে তা নির্ভর করবে ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হচ্ছে তার ওপর। তাদের ভাষায় (2003: 38), 'Patterns of media use are shaped by more or less definite expectations of what certain kinds of content have to offer the audience member' একবিংশ

শতাব্দীতে এসে গণমাধ্যমের প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণায় সে কারণেই দর্শক/শ্রোতা/পাঠক এবং তাদের চাহিদা ও প্রত্যাশা সবিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে যেমন নানাবিধ গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে, তেমনি গণমাধ্যমের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষঙ্গ সংবাদপত্র এবং তার আধেয় নিয়েও বিস্তর গবেষণা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। তবে একটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবন গণমাধ্যমকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। গণমাধ্যম পরিবারে রেডিও ও

টেলিভিশনের সাথে যোগ হয়েছে স্যাটেলাইট চ্যানেল, ইন্টারনেটসহ সামাজিক বিভিন্ন নেটওয়ার্ক (ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি)। এ কারণে সংবাদপত্রকে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে এসব নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে। এ কারণে সংবাদপত্রের আধেয়'তে আনতে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যুগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রের আধেয় নিয়ে কিছু গবেষণা হলেও সংবাদ-কাহিনির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ সংবাদ-সূচনা নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণা নেই। সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে কতটা বিদ্যায়তনিক বিষয়টা গুরুত্ব পাচ্ছে সে-বিষয়টা জানা জরুরি। আবার সংবাদপত্রের কাছে দর্শক/শ্রোতা/পাঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ দর্শক/শ্রোতা/পাঠক যে তার প্রাণ। তারা না থাকলে পত্রিকা চলবে কীভাবে? এ কারণে তারা কী চায়, অর্থাৎ পত্রিকায় আধেয় নির্মাণে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে সংবাদপত্র। কিন্তু সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকের প্রত্যাশা অর্থাৎ তারা কী চায়–এ নিয়ে বাংলাদেশে তেমন কোনো গবেষণা চোখে পড়ে না। বর্তমান গবেষণাটি গবেষণাক্ষেত্রের এ ফাঁকটি পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি।

২.৯. উপসংহার

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে সংবাদ-সূচনা কী, সংবাদ-সূচনা লেখার ইতিহাস, সংবাদ-সূচনার প্রয়োজনীয়তা, আদর্শ সংবাদ-সূচনার বৈশিষ্ট্য, ভালো সংবাদ-সূচনা কীভাবে লেখা যায়, সংবাদ-সূচনার ধরন এবং গণমাধ্যম ও পাঠক প্রত্যাশা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংবাদ-সূচনা কী এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অধ্যায় ২.২.-এ। সংবাদ-সূচনার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৮৯৬ সালে 'The New York Times' পত্রিকায় প্রথম আধুনিক সংবাদ-সূচনা লেখার সূত্রপাত হয় (অধ্যায় ২.৩. দ্রষ্টব্য)। মূলত পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা এবং পাঠক-পাঠিকার সময় বাঁচানোর ইচ্ছা– এ দুটি কারণে একটি ভালো সংবাদ-সূচনা লেখা হয় (বিস্তারিত অধ্যায় ২.৬. দ্রষ্টব্য)। আবার একটি আদর্শ সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে ৪টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে (অধ্যায় ২.৫ দ্রষ্টব্য)। সংবাদপত্রে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও, বহুল ব্যবহৃত ১১ ধরনের সংবাদ-সূচনা আলোচ্য অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (অধ্যায় ২.৭. দ্রষ্টব্য)। গণমাধ্যম ও পাঠক একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত। সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক ও বিস্তৃত। আবার গণমাধ্যমের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা তেমনিভাবে বিশাল। আলোচ্য অধ্যায়ে এ কারণে পাঠক-দর্শক-শ্রোতার ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ও গণমাধ্যমের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (অধ্যায় ২.৭ দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য অধ্যায়ের আলোচনা পাঠক যে ধরনের সংবাদ-সূচনা প্রত্যাশা করে, সে ধরনের সংবাদ-সূচনার তাত্ত্বিক কাঠামো নিরূপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি

৩.১ ভূমিকা

এই গবেষণাকর্মটি একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। তবে গুণগত তথ্যের সমর্থনে বা ব্যাখ্যাকরণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত আকারে টেবিল ও গ্রাফের সাহায্যে শতকরা হার, ঘটনসংখ্যা ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। Creswell's (1994) এর ভাষায় একে বলা হচ্ছে প্রাধান্যশীল ও কম-প্রাধান্যশীল ধারা। বর্তমান গবেষণায় প্রাধান্যশীল ধারা হলো তথ্যের গুণগত বিশ্লেষণ এবং যেটি করতে গিয়ে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক দুই ধরনের পরিমাপক ব্যবহার করা হয় (Wimmer & Dominick, 1987)। এই গবেষণার একটি উদ্দেশ্য যেহেতু বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনার কাঠামো ও ধরন নিরূপণ, সেহেতু এক্ষেত্রে আধেয়-বিশ্লেষণের উভয় ধরনের পরিমাপকের ব্যবহার করা হয়েছে যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনার কাঠামো নিরূপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রত্যাশার স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উন্মুক্ত ও আবদ্ধ উভয় প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.২ তথ্য-সংগ্রহের পদ্ধতি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গবেষণাকর্মটি দ্বি-মাত্রিক। দ্বি-মাত্রিক এই অর্থে যে, বর্তমান গবেষণায় একদিকে সংবাদ-সূচনার আধেয়র স্বরূপ ও কাঠামো নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে সংবাদপত্র পাঠক কী ধরনের সংবাদ-সূচনা প্রত্যাশা করেন সেটা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এ কারণে তথ্য সংগ্রহের জন্য বর্তমান গবেষণায় আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.২.১ আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি

পদ্ধতি হিসেবে আধেয়-বিশ্লেষণ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপায়। একে এক ধরনের দলিল-নির্ভর পদ্ধতি বলা চলে। কারণ এখানে মূলত যোগাযোগের যাবতীয় লিখিত বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয় (ইমাম, ১৯৯৮)। গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ১৯৩০-এর দশক থেকেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কম

সময়, কম খরচ এবং প্রচুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আধেয়-বিশ্লেষণ করা যায় হেতু বর্তমানে পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর এবং এ কারণে গণমাধ্যম গবেষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় (ইমাম, ১৯৯৬)। Wimmer and Dominick (1987: 165)-এর ভাষায়, 'The method is popular with mass media researchers because it provides an efficient way to investigate the content of the media।' আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে মূলত কোনো টেক্সট এবং টেক্সটগুচ্ছের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো শব্দাবলি বা ধারণাবলির উপস্থিতি নির্ধারণ করা হয়। Stone ও তার সহযোগীরা (1966: 5) আধেয়-বিশ্লেষণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, 'Content analysis is a research technique for making references by systematically and objectively identifying specified characteristics within texts।' টেক্সট বলতে মূলত বই, বইয়ের কোনো অধ্যায়, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, আলোচনা, সংবাদপত্রের কলাম, শিরোনাম বা যেকোনো আধেয়, ঐতিহাসিক নথিপত্র, বক্তৃতা, কথোপকথন, বিজ্ঞাপন, নাটক অথবা যোগাযোগীয় ভাষায় কোনো ঘটনাকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। (http://writing.colostate.edu/guides/research/contnet/pop2a.cfm)।

আবার Bernald Berelson (1952: 489) আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, 'Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication।' একইভাবে Neuendorf, (2002: 10) আধেয়-বিশ্লেষণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, 'Content analysis is a summarising quantitative analysis of messages that relies on the scientific method (including attention to objectivity-intersubjectivity, a priori design, subjectivity, validity, generalizability, replicability and hypothesis testing) and is not limited as to the types of variables that may be measured or the context in which the messages are created or presented।'

যদিও বেরেলসন ও নিউয়েনডরফ্ যোগাযোগ আধেয়র সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণকে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন কিন্তু আধেয়-বিশ্লেষণের মাধ্যমে টেক্সটের বিষয়বস্তুর গুণাত্মক বিশ্লেষণও করা হয়। উভয় ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যোগাযোগকারীর উদ্দেশ্য, প্ররোচিত করার প্রবণতা, প্রলুব্ধ করার অভীপ্সা, পাঠ্যের আঙ্গিকগত শৈলী ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চেষ্টা করা হয় (ইমাম, ১৯৯৮: ২৮৩)। মূলত সংরক্ষিত তথ্যের বা টেক্সটের বিষয়বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান করার কৌশলই হলো আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Walizer & Wienir, 1978)।

বর্তমান গবেষণার একটি উদ্দেশ্য যেহেতু বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনার স্বরূপ ও কাঠামো নির্ধারণ, সেহেতু আধেয়-বিশ্লেষণের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও গুণগত গবেষণা হচ্ছে এমন কোনো বিষয়ের

বর্ণনা বা বিশ্লেষণ যা চলকের পরিমাপের ওপর নির্ভর করে না (Wimmer & Dominick, 1987: 499), তবুও আলোচ্য গবেষণায় প্রথমেই পরিমাণগত আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংবাদ-সূচনার সংখ্যাত্মক স্বরূপ (যেমন, 'ষড় ক' জাতীয় সংবাদ-সূচনার সংখ্যা, জটিল শব্দ সংবলিত সংবাদ-সূচনার সংখ্যা, বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনার সংখ্যা ইত্যাদি) বের করা হয়েছে। যেহেতু পরিমাণগত আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি শুধু বার্তার, টেক্সটের বা তথ্যের স্পষ্টত প্রতীয়মান অংশ বা উপরিতলের দিকগুলোর ওপর জোর দেয় (Woollacott, 1982: 92), সেহেতু দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাষা ও শব্দগত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংবাদ-সূচনার স্বরূপ খুঁজে পেতে গুণগত আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

৩.২.১.১ গবেষণা-সমগ্রক সংজ্ঞায়ন

গবেষণা-সমগ্রক হলো বিষয়বস্তু, চলক, ধারণা অথবা ঘটনার বিন্যাস বা শ্রেণি (Walizer & Wienir, 1978)। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত সব দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সংবাদ-সূচনাকে গবেষণা-সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.২.১.২ নমুনায়ন

আধেয়-বিশ্লেষণের জন্য আধেয় যে নমুনাটি থেকে সংকলন করা হয়েছে সেই নমুনাটি বাছাই করার জন্য বহু স্তর নমুনায়ন পদ্ধতির[১] আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এর ৫টি স্তর রয়েছে। এগুলো হলো: ১) সময় নির্ধারণ, ২) নির্দিষ্ট সংবাদপত্রের নমুনা নির্ধারণ, ৩) নমুনাকৃত দৈনিকসমূহ থেকে যে-সংখ্যক সংবাদপত্র নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হবে তার সংখ্যা নির্ধারণ, ৪) ইস্যুসমূহের নমুনা নির্ধারণ, ৫) চূড়ান্ত আধেয় নমুনা নির্ধারণ।

৩.২.১.২.১ সময় নির্ধারণ

এই গবেষণায় ২০১০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস অর্থাৎ এক বছর (১২ মাস) সময়কালের সংবাদপত্রকে নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রসমূহের সমসাময়িক প্রবণতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে এ সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.২.১.২.২ নির্দিষ্ট সংবাদপত্রের নমুনা নির্ধারণ

তবে সময়ের সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত সব দৈনিককে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয় বলে আধেয়-বিশ্লেষণের সংবাদপত্র নমুনায়নের জন্য গুচ্ছ নমুনায়ন (cluster sampling)[২] পদ্ধতি ব্যবহার করা

১. বহু স্তরে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি হলো বহু স্তর পদ্ধতি (আহমেদ, ২০০৫: ৫১৪)। এক্ষেত্রে নমুনা একককে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নমুনা নির্বাচন করা হয়।

২. In cluster sampling, cluster, i.e., a group of population elements, constitutes the sampling unit, instead of a single element of the population (Ahmed, 2009: 1).

হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলোকে ভাষা অনুযায়ী দুটি গুচ্ছে অর্থাৎ বাংলা দৈনিক ও ইংরেজি দৈনিক এ-দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। প্রচার সংখ্যা অনুসারে উভয় গুচ্ছের দৈনিকসমূহের মধ্য থেকে ৫টি বাংলা দৈনিক এবং ১টি ইংরেজি দৈনিককে নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বশেষ সরকারি হিসাব অনুযায়ী জাতীয় দৈনিকসমূহের মধ্যে প্রচারসংখ্যার শীর্ষে অবস্থানকারী প্রথম পাঁচটি বাংলা জাতীয় দৈনিক যথাক্রমে প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকাল। যদিও 'The Daily Star' পত্রিকাটি প্রচার সংখ্যার দিক থেকে বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি সংবাদপত্রের পরের অবস্থানে নেই তবুও ইংরেজি গুচ্ছের মধ্যে এটি সর্বাধিক প্রচারিত এবং গবেষণায় একটি ইংরেজি দৈনিক অন্তর্ভুক্ত করার স্বার্থে ইংরেজি দৈনিক 'The Daily Star'-কে নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে[৩] (প্রথম আলো, ১১ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২৪)।

৩.২.১.২.৩ নমুনাকৃত দৈনিকসমূহ থেকে যে-সংখ্যক সংবাদপত্র নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা নির্ধারণ

নমুনাকৃত দৈনিক থেকে যে সংখ্যক সংবাদপত্র নমুনা হিসেবে নেওয়া হবে তার সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্টেম্পল-এর একটি গবেষণার ফলাফল অনুসরণ করা হয়েছে। একেকটি দৈনিকের কতটি ইস্যুর আধেয়-বিশ্লেষণ করা হলে তা প্রতিনিধিত্বমূলক হবে তা নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, এক বছরের দৈনিক সংবাদপত্র থেকে নমুনা হিসেবে ৬টি, ১২টি, ১৮টি, ২৪টি বা ৪৮টি ইস্যুর আধেয় বিশ্লেষণ করলে ভালোভাবে চলে (Stemple, 1952: 333)। এ-দিক বিবেচনায় রেখে এবং যেহেতু বর্তমান গবেষণাটি মাত্র ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে সেহেতু প্রতিটি দৈনিকের ১২টি করে ইস্যু (১২X৬ =৭২টি) নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে।

৩.২.১.২.৪ ইস্যুসমূহের নমুনা নির্ধারণ

ইস্যুসমূহের নমুনা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ একটি দৈনিকের নির্দিষ্ট ইস্যু বাছাই করার ক্ষেত্রে নিয়মানুগ নমুনায়ন (systematic sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ইস্যুসমূহের নমুনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গায়েন ও রেজার (১৯৯৬: ১৩৮) গবেষণাকে অনুসরণ করে বছরের সকল অংশ থেকে ইস্যুগুলো চয়ন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ইস্যুসমূহের নমুনা যাতে প্রতিনিধিত্বশীল হয় সেটা নিশ্চিত করা। ইস্যুসমূহের নমুনা চয়নের ক্ষেত্রে Jones & Carter (1959)-এর উদ্ভাবিত নির্মিত সময়কাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কাজটি করা হয়েছে মূলত কয়েকটি ধাপে। প্রথম ধাপে ২০১০ সালকে ১২টি স্তরে (১২ মাস) স্তরায়িত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি মাস (১ মাস) নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি স্তর। দ্বিতীয় ধাপে প্রতিটি স্তর থেকে একটি করে ইস্যু চয়ন করা হয়েছে।

৩. গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ জাতীয় সংসদে সাংসদ বজলুল হক হারুনের এক প্রশ্নের জবাবে লিখিত বক্তব্য আকারে এ-তথ্য জানান তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের অনুপস্থিতিতে আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম।

অর্থাৎ উল্লিখিত ১ বছরে প্রতিটি সংবাদপত্রের নমুনা সংখ্যা ১২। ১২ মাস সময়সীমা থেকে ১৫ দিন করে বিরতি দিয়ে সময়সীমা চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর প্রথম মাসের প্রথম তারিখ, দ্বিতীয় মাসের পনেরো তারিখ, তৃতীয় মাসের প্রথম তারিখ, চতুর্থ মাসের পনেরো তারিখ, পঞ্চম মাসের প্রথম তারিখ এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সংবাদপত্রের ১২ মাসের নমুনা বাছাই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম হলো, ১৪ এপ্রিল ২০১০ বাংলা নববর্ষের ছুটি থাকায় যেহেতু ১৫ এপ্রিল ২০১০ কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি, সে-কারণে শুধু এপ্রিল মাসের ক্ষেত্রে ১৫ তারিখের পরিবর্তে ১৪ তারিখের সংবাদপত্রকে নমুনা ইস্যু হিসেবে বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
উল্লিখিত ৬টি পত্রিকার প্রতিটির নমুনা কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

সাল	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
২০১০	প্রথম দিন	পনেরোতম দিন	প্রথম দিন	চৌদ্দতম দিন	প্রথম দিন	পনেরোতম দিন	প্রথম দিন	পনেরোতম দিন	প্রথম দিন	পনেররোতম দিন	প্রথম দিন	পনেরোতম দিন

৩.২.১.২.৫ চূড়ান্ত আধেয়-নমুনা নির্ধারণ

একেকটি দৈনিকের নমুনায়িত ১২টি ইস্যুর প্রথম পাতায় প্রকাশিত সকল সংবাদের সংবাদ-সূচনাকে বর্তমান গবেষণায় আধেয়র চূড়ান্ত নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২.১.৩ বিশ্লেষণের একক

চূড়ান্ত নমুনায় প্রাপ্ত সব সংবাদ-সূচনাকে এ গবেষণায় বিশ্লেষণের একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.২.১.৪ বর্গ গঠন

চূড়ান্ত নমুনায় প্রাপ্ত সংবাদ-সূচনাকে সম্ভাব্য কয়েকটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। নিচে বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে (কোডিং শিটের জন্য পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

- সংবাদ-সূচনার ধরন/কাঠামো। যেমন, সারমর্ম সংবাদ-সূচনা, বুলেট/কার্তুজ সংবাদ-সূচনা, স্ট্যাকাটো সংবাদ-সূচনা, বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা, উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদ-সূচনা, সংলাপ সংবাদ-সূচনা, অলংকার বা রূপকধর্মী সংবাদ-সূচনা ইত্যাদি।
- সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার
- সংবাদ-সূচনায় সংবাদের মূল বক্তব্যের উপস্থাপন/পরিপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপন
- আকর্ষণীয়, যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার, লিঙ্গবৈষম্য
- জটিল শব্দের/বাক্যের ব্যবহার
- বিশেষণের আধিক্য
- তথ্য-ঘাটতি
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি

- ভুল তথ্যের উপস্থিতি/তথ্যের ঘাটতি
- একই বিষয়ে একাধিক পত্রিকায় সংবাদ-সূচনায় তথ্যের বিভিন্নতা
- সংবাদ-সূচনার আকার
- আঞ্চলিকতার প্রভাব, জাতিবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার, আদিবাসীদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার।

৩.২.১.২ জরিপ পদ্ধতি

কোনো একটি ঘটনা বা বিষয়ের তথ্য যখন সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন গবেষক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না তখন তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ পদ্ধতি[৪] বেশ উপযোগী। বর্তমান গবেষণার একটি উদ্দেশ্য সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকদের প্রত্যাশা যাচাই করা যেখানে পর্যবেক্ষণ বা অন্যান্য পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আবার জরিপ পদ্ধতি সামাজিক বিজ্ঞানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকদের প্রত্যাশার স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের মতামত জানার জন্য এ কারণে বর্তমান গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল অংশের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৩.২.১.২.১ গবেষণার স্থান নির্বাচন

বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে বাস্তব কারণে ঢাকার অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতাটা হলো, দেশের শীর্ষ দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর সবকটিই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র প্রকাশ ও মুদ্রণের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও স্থাপনা ঢাকায়ই গড়ে উঠেছে। বলা যায় ঢাকা হয়ে উঠেছে গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনার চারণক্ষেত্র। এ কারণে দৈনিক সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমবিষয়ক প্রাজ্ঞতা ও উৎকর্ষ ঢাকায় বিকশিত হয়েছে। ঢাকায় আছেন পেশাদার এবং অপেশাদার গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যমকর্মী, গণমাধ্যম ব্যবস্থাপক, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান। বর্ণিত এসবই এ গবেষণাকর্মে তথ্য-উপাত্ত-মতামত-প্রতিক্রিয়া প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য উৎস বলে স্বীকৃত।

এছাড়া ছাত্রজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাকরিসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় অবস্থান করার কারণে একটি ঢাকাভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। তথ্য সংগ্রহের সময় এই নেটওয়ার্ক যথেষ্ট কাজেও দিয়েছে। যদি ঢাকা বাদে অন্য শহরে এ গবেষণাটি করা হতো তবে এত অল্পসময়ে এত বড় একটি কাজ করা প্রায় অসম্ভব হতো। কারণ সেসব

৪. 'Survey research is a method for collecting and analysing social data via highly structured and often very detailed interviews or questionnaires in order to obtain information from large members of respondents presumed to be representative of a specific population' (Berger, 2000: 188).

জায়গায় গবেষকের পরিচিতি ঢাকার মাত্রায় অনেক কম।

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর। বাংলাদেশের এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানকার লোকজন ঢাকা শহরে নেই। এ দিক থেকে বিচার করলে ঢাকা একটি কসমোপলিটন শহর। তাই এ শহরের পেশাজীবী যারা বর্তমান গবেষণায় নমুনা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন হেতু, গবেষণার ফলাফলকেও প্রতিনিধিত্বশীল বলার যথেষ্ট কারণ থাকবে।

আর এসব কারণেই গবেষক তার গবেষণা এলাকা ঢাকা মহানগরীর মধ্যে সীমিত রেখেছে।

৩.২.১.২.২ গবেষণা-সমগ্রক

কোনো গবেষণায় নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন সবাইকে সমগ্রক বলে। Basha and Harter (1980) এর মতে 'a *population* is any set of persons or objects that possesses at least one common characteristic।' বর্তমান গবেষণা জরিপের সমগ্রক হবে ঢাকা মহানগরীর সকল সংবাদপত্র পাঠক যাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যা হলো সবাই সংবাদপত্র পাঠক।

৩.২.১.২.২ নমুনা নির্বাচন ও নির্বাচনের কৌশল

যখন সমগ্রকের আকার খুব বড় হয়ে যায় তখন গবেষক তার গবেষণার সুবিধার্থে সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল একটি অংশকে নমুনা হিসেবে বেছে নেয়। ঢাকা মহানগরীর লোকসংখ্যা ১০ মিলিয়নের উপরে। এদের মধ্যে কতজন সংবাদপত্রের পাঠক সেটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না হলেও সেটা যে কয়েক মিলিয়নের কম নয়; সেটা নিশ্চিত। এত ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সময়ের এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে[৫] এ পাঠকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল অংশকে (অর্থাৎ সমগ্রকের ১ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে) নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। এ কারণে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (purposive sampling)[৬] মাধ্যমে ৭টি পেশার সংবাদপত্র পাঠককে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। পেশাসমূহ হলো, (১) শিক্ষক, (২) শিক্ষার্থী, (৩) সাংবাদিক, (৪) ব্যবসায়ী, (৫) আইনজীবী, (৬) চিকিৎসক এবং (৭) সরকারি কর্মকর্তা। প্রতিটি পেশা থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ১০ জন করে (৭ x ১০ = ৭০ জন) অর্থাৎ মোট ৭০ জনকে এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে

৫. গবেষণাকর্মটি মার্চ ২০১১ থেকে জুন ২০১১ অর্থাৎ মাত্র ৪ মাস সময়কালে শেষ করতে হয়েছে। আবার সমগ্রকের বৃহৎ প্রতিনিধিত্বশীল অংশকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করার জন্য যে খরচ প্রয়োজন গবেষণা খাতে সে পরিমাণ অর্থের সংস্থান নেই।

৬. Purposive sampling techniques are primarily used in qualitative studies and may be defined as selecting units (e.g., individuals, groups of individuals, institutions), based on specific purposes associated with answering a research study's questions. Maxwell (1997: 87) further defined purposive sampling as a type of sampling in which, 'particular settings, persons, or events are deliberately selected for the important information they can provide that cannot be gotten as well from other choices.'

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় নমুনা হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

১) এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে নির্বাচিত অন্তত একটি সংবাদপত্র পড়েন,

২) অন্তত ১০ বছর ঢাকা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন,

৩) তাদের বয়স হবে ন্যূনতম ১৮ বছর।

৪) লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য প্রতিটি পেশা থেকে অন্তত ৩ জনকে নারী হতে হবে।

প্রতিটি পেশা থেকে ১০ জন করে উত্তরদাতা উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হলেও একই পেশার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পেশার বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে তাদেরকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, শিক্ষকতা পেশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ জন, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে থেকে ৪ জন এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ২ জন শিক্ষককে বর্তমান গবেষণায় নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। একই বিভাগ থেকে না নিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নমুনায়নের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীকে (প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে) নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বিভাগগুলো হলো বাংলা, উন্নয়ন অধ্যয়ন, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল ও পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রিন্ট মিডিয়া থেকে ৮ জন অর্থাৎ ডেইলি স্টার থেকে ১ জন, যুগান্তর থেকে ২ জন, ডেইলি সান থেকে ২ জন, প্রথম আলো থেকে ১ জন, বাংলাদেশ প্রতিদিন থেকে ১ জন এবং দৈনিক সমকাল থেকে ১ জন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ একুশে টেলিভিশন থেকে ২ জনকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শেয়ার মার্কেট ব্যবসায়ী ২ জন, গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ৩ জন, বস্ত্র ব্যবসায়ী ৩ জন এবং পার্লার ব্যবসায়ী ২ জনকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে ৭ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ থেকে ২ জন এবং ঢাকা বারডেম হাসপাতাল থেকে ১ জন চিকিৎসক। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২ জন, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৫ জন, ব্যাংক কর্মকর্তা ২ জন, আইন মন্ত্রণালয় থেকে ১ জনকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। শুধু আইনজীবীদের মধ্যে ১০ জনকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট থেকে নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.২.২.৪ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

নমুনা হিসেবে নির্বাচিতদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারের[৭] আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য ছকবদ্ধ প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে যেখানে আবদ্ধ ও উন্মুক্ত উভয় ধরনের প্রশ্নের সন্নিবেশ ঘটেছে (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)। Berger (2000) জরিপ কার্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য আবদ্ধ ও উন্মুক্ত উভয় ধরনের প্রশ্নসংবলিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান গবেষণায় আবদ্ধ প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে হ্যাঁ, না, প্রত্যাশা করি, বা করি না, অথবা বিভিন্ন অপশনের বিপরীতে টিকচিহ্ন দেবার সুযোগ ছিল। এছাড়া উন্মুক্ত প্রশ্নের[৮] ক্ষেত্রে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে মতামত দেবার সুযোগ ছিল। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং আধেয়-বিশ্লেষণ অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের যাবতীয় কাজটি সূচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ৪ জন (২ জন নারী এবং ২ জন পুরুষ) যাদের ৩ জন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এমএসএসের শিক্ষার্থী এবং একজন ওই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে গবেষক এবং বিশেষজ্ঞ তথ্য সংগ্রহকারীদের দুই দিনে প্রায় চার ঘণ্টা ব্রিফিং করেছেন তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, প্রশ্নমালায় ব্যবহৃত প্রশ্ন, কীভাবে আধেয়-বিশ্লেষণ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে। তবে তথ্য সংগ্রহের কাজটি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন গবেষক নিজে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার বিশেষজ্ঞ। তবে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো যে, উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের আগে প্রতিটি পেশার একজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে প্রশ্নমালার কিছু প্রশ্ন সংযোজন এবং বিয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে প্রতিটি উত্তরদাতার কাছ থেকে তাদের সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদেরকে গবেষণার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.৩. তথ্য সংগ্রহের সমস্যা

সংবাদপত্র পাঠকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় ও আধেয়-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

(ক) অনেক ক্ষেত্রে সময়স্বল্পতার কারণে উত্তরদাতার সাথে যোগাযোগ না করে তাদের সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া হয়েছে যাতে করে কখনো কখনো তাদের পেতে একাধিক দিন একই জায়গায় যেতে হয়েছে। এতে যেমন সময় নষ্ট হয়েছে, তেমনি আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে।

(খ) অনেক পরিস্থিতিতে সময়স্বল্পতার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই কার্যক্রম শুরু করতে হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট

৭. In this kind of interview, the researcher uses an interview schedule – a specific set of instructions that guide those who ask respondents for answers (Berger, 2000).

৮. Open-ended questions allow the respondents to elaborate on their experience or attitudes and help to disclose in-depth information from their own frame of reference (Power, 2002).

এবং সুস্থির কর্মপরিকল্পনা তৈরির অবকাশ পাওয়া যায়নি।

(গ) সাক্ষাৎদাতাদের অনেকেই প্রশ্নের জবাবদানে অনীহা প্রকাশ করেছেন। কারণ হিসেবে তারা তাদের সময়ের অভাবকে উল্লেখ করেছেন। সাক্ষাৎদাতাদের মধ্যে চিকিৎসক এবং আইনজীবীদের অনেকের কাছ থেকেই পর্যাপ্ত সাড়া পাওয়া যায়নি। অনেকেই সাক্ষাৎকার প্রদানে অপারগতা/অনীহা প্রকাশ করেছেন। যেমন, আইনজীবীদের কাছে সময় চাওয়া হলে তাদের কেউ কেউ বলেছেন তাদের ক্লায়েন্টদের বসে থাকার কথা বা কোর্ট শুরু হয়ে যাবার কথা বা বিকেলে চেম্বার করার কথা। একইভাবে চিকিৎসকদের অনেকে বলেছেন, তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে অপারেশন থিয়েটারে যেতে হবে। এদের কেউ কেউ আবার বলেছেন যে তারা পত্রিকা পড়ার খুব কম সময় পান।

(ঘ) অনেক উত্তরদাতাই খুব তাড়াতাড়ি করে কোনোমতে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন। যে কারণে তাদের অনেকের কাছ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া কষ্টকর হয়েছে। তবে তথ্য সংগ্রহকারীদের বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

(ঙ) সংবাদ-সূচনা বিষয়টি তাত্ত্বিক ও পেশাগত বিষয়। যার ফলে কোনো কোনো সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

(চ) ঢাকা মহানগরীতে স্বল্প ও দূর পথের গন্তব্যে যাতায়াতে পরিবহণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নেই। এ গবেষণাকর্মে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে গবেষক ও তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে ঢাকা মহানগরীতে ব্যাপক ভ্রমণ করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চরম অসুবিধা ও সংকট মোকাবিলা করতে হয়েছে।

(ছ) সংবাদ-সূচনার আধেয়-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহকারীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। যেমন, সংবাদ-সূচনার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলতে হয়েছে বারবার যা তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট সময় ও শ্রমসাধ্য করেছে।

৩.৪. প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গবেষণাটি একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। এ কারণে উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলোকে তাদের শ্রেণি অনুসারে সাজানো হয়েছে। আবদ্ধ প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরগুলোকে ট্যালি মার্ক দিয়ে পরবর্তী সময়ে টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

গুণগত গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুব সতর্কভাবে 'গুড জাজমেন্ট' ও 'খোলা মন' ধারণার সাহায্য নেওয়া হয়েছে (Priest, 1996: 181)। 'গুড জাজমেন্ট' হলো বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অর্থাৎ তথ্য-উপাত্তগুলো আদৌ গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা। বর্তমান গবেষণায় আধেয়-বিশ্লেষণ অথবা সাক্ষাৎকার থেকে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে প্রাপ্ত কোনো তথ্য-উপাত্ত বিষয়বস্তুর সাথে

সংগতিপূর্ণ কিনা সেটা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে। আর খোলা মন হলো কোনো পর্ব-ধারণাকে প্রশ্রয় না দিয়ে খোলামনে সমস্ত তথ্য বিবেচনায় আনা এবং যতটা সম্ভব সুশৃঙ্খলভাবে ও সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করা। বর্তমান গবেষণায় এ বিষয়গুলোকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যদি আরো বেশি নমুনা গ্রহণ করা হতো বা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় শহর থেকে আরো নমুনাকে বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হতো এবং আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হতো তাহলে গবেষণাটির ফলাফল আরও প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারত। এছাড়াও আধেয়-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সময়স্বল্পতা এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এক বছরের একটি পত্রিকার ১২টি ইস্যু নেওয়া হয়েছে। যদি ২ বা ৩ বছরের পত্রিকা এবং প্রতিবছরের ২৪ বা ৪৮টি ইস্যু নেওয়া হতো তাহলে ফলাফল আরো বেশি প্রতিনিধিত্বশীল হতো।

৩.৬. উপসংহার

এই অধ্যায়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহ ব্যবহৃত পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পদ্ধতিগত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বর্তমান গবেষণাটি একটি দ্বি-মাত্রিক গবেষণা এবং এ কারণে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে (অধ্যায় ৩.২. ও ৩.২.২ দ্রষ্টব্য)। আধেয়-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস সময়কালের ৬টি জাতীয় দৈনিক যাদের মধ্যে ৫টি বাংলা এবং ১টি ইংরেজি সংবাদপত্রকে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সংবাদপত্রের নমুনা সংখ্যা ১২টি যা প্রতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে নেওয়া হয়েছে (অধ্যায় ৩.২.১.২.২ থেকে ৩.২.১.২.৪. দ্রষ্টব্য)। এই গবেষণার একটি উদ্দেশ্য যেহেতু সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকদের প্রত্যাশা যাচাই করা তাই এই প্রত্যাশার স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৭টি পেশার সংবাদপত্র পাঠককে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনা হিসেবে নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে যারা দিনে অন্তত একটি সংবাদপত্র পড়েন, যাদের বয়স হবে ন্যূনতম ১৮ বছর এবং অন্তত ১০ বছর ঢাকা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এমন পাঠককে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য প্রতিটি পেশা থেকে অন্তত ৩ জন নারীকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে (অধ্যায় ৩.২.২.১ থেকে ৩.২.২.৩ দ্রষ্টব্য)। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী সার্বক্ষণিক কাজ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়
আধেয়-বিশ্লেষণ

৪.১ ভূমিকা

এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনার বর্তমান বাস্তবতা নির্মাণ। সে কারণে গবেষণার শুরুতেই বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদ-সূচনার প্রকৃতি, ধরন ও প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য আধেয়-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মোট ৬টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের নমুনায়িত মোট ৭২টি (১২X৬=৭২) সংখ্যায় একবছরে প্রকাশিত (১ জানুয়ারি, ২০১০-৩১ ডিসেম্বর, ২০১০) সংবাদ-সূচনার আধেয়-বিশ্লেষণ করা হয়েছে (তৃতীয় অধ্যায়ে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত সংবাদপত্র ও নমুনা সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। বিশ্লেষণে মোট ৭২৫টি সংবাদ-সূচনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে (টেবিল-৪.১ দ্রষ্টব্য)। সংবাদ-সূচনার আধেয়-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো, প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা, সংবাদ-কাহিনির ধরন, সংবাদ-সূচনার ধরন, আকার অর্থাৎ সংবাদ-সূচনায় ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা, সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার, মূল বিষয়ের উপস্থিতি, ভুল তথ্যের উপস্থিতি, লিঙ্গবৈষম্য, জাতি-ধর্মবৈষম্য, তথ্যের অতিরঞ্জন, তথ্য ঘাটতি, যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার, বিশ্লেষণ ও জটিল শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

৪.২ সংবাদের মোট সংখ্যা

মানুষ জানতে চায়। জানার এ আগ্রহ তার চিরন্তন। সমাজের কোথায় কী ঘটছে, কেন ঘটছে– সে বিষয়গুলো তাৎক্ষণিকভাবে জানার জন্য সে গণমাধ্যমের তথা সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হয়। আমাদের দেশের সংবাদপত্র সমাজ-মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য নিরন্তর সংবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছে। বর্তমান গবেষণায় আধেয়-বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশের ছয়টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা যথাক্রমে *প্রথম আলো*, *যুগান্তর*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *কালের কণ্ঠ*, *সমকাল* ও *The Daily Star* পত্রিকাকে বেছে নেওয়া হয়। প্রতিটি পত্রিকার এক বছরের মোট ১২টি সংখ্যার (প্রতি মাসে একটি করে) প্রথম পাতার সংবাদের আধেয়-বিশ্লেষণ করা হয় (নমুনা নির্বাচন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্বাচিত ৬টি সংবাদপত্রের নমুনায়িত ৭২টি সংখ্যার প্রথম পাতায় এক বছরে মোট ৭২৫টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে (টেবিল ৪.১ দ্রষ্টব্য)।

টেবিল ৪.১
সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের মোট সংখ্যা

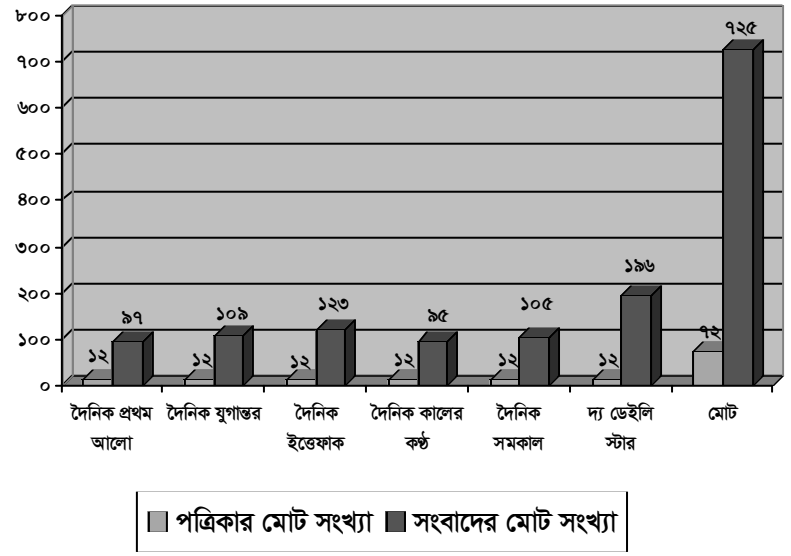

সূত্র: আধেয় বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১০।

টেবিল ৪.১ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নির্বাচিত প্রতিটি পত্রিকার ১ বছরের মোট ১২টি সংখ্যার প্রথম পাতায় প্রকাশিত মোট সংবাদের সংখ্যা ছিল *প্রথম আলোয়* ৯৭টি, *যুগান্তরে* ১০৯টি, *দৈনিক ইত্তেফাকে* ১২৩টি, *কালের* কণ্ঠে ৯৫টি, *সমকালে* ১০৫টি এবং *The Daily Star*-এ ১৯৬টি। বিশ্লেষণে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, এক বছরে সবচেয়ে বেশি সংবাদ ছাপিয়েছে *The Daily Star* (১৯৬টি) যা *প্রথম আলোর* ও *কালের কণ্ঠের* দ্বিগুণেরও বেশি। সংবাদ ছাপানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে *দৈনিক ইত্তেফাক* (১২৩টি)। এছাড়া *যুগান্তর* (১০৯টি) ও *সমকাল* (১০৫টি) প্রায় একই সংখ্যক সংবাদ ছাপিয়েছে। সবচেয়ে কম সংবাদ ছাপিয়েছে *কালের কণ্ঠ* (৯৫টি) যা *প্রথম আলোর* প্রায় সমান (৯৭টি)।

৪.৩ সংবাদ-কাহিনির ধরন

সংবাদ হচ্ছে মানুষ ও তার যাপিত জীবনের বৈচিত্র্যময় দিকের কোনো মাধ্যমে প্রকাশিত বিবরণ। আর জীবনের এসব দিকের সাথে জড়িত থাকে হাস্যরস, দুঃখ, বেদনা ও সম্ভাবনা। পত্রিকাগুলো এসব দিককে বিভিন্ন আঙ্গিকে পাঠকদের সামনে হাজির করে। আর এই আঙ্গিকের নিরিখেই সংবাদ-কাহিনির কাঠামো ও ধরন ভিন্ন হয়। সংবাদ-কাহিনি লেখার ক্ষেত্রে প্রচলিত ধরনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– সাদামাটা[১], মানবিক আবেদনধর্মী[২], হৃদয়বিদারক[৩], অনুসন্ধানমূলক[৪] ও ব্যাখ্যামূলক[৫]। একটি পত্রিকার অনন্যতার ছাপ পড়ে তার প্রকাশিত অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদের ভিত্তিতে।

টেবিল ৪.২
সংবাদ-কাহিনির ধরন

পত্রিকার নাম	সাদামাটা	মানবিক আবেদনধর্মী	হৃদয়বিদারক	অনুসন্ধানমূলক	ব্যাখ্যামূলক	অন্যান্য	মোট
প্রথম আলো	৮৪	-	১	৪	৪	৪	৯৭
যুগান্তর	৬৭	৭	৯	৬	৮	১২	১০৯
দৈনিক ইত্তেফাক	১০৪	১০	-	৩	৬	-	১২৩
কালের কণ্ঠ	৩২	৭	-	১০	১৩	৩৩	৯৫
সমকাল	৮২	১১	-	৩	৬	৩	১০৬
The Daily Star	৩০	৪	-	৯	২৪	১২৯	১৯৬
সর্বমোট	**৩৯৯**	**৩৯**	**১০**	**৩৫**	**৬১**	**১৮১**	**৭২৫**

সূত্র: আধেয়-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১০।

কিন্তু টেবিল ৪.২ অনুযায়ী গবেষণায় অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদের স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়। মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের বিপরীতে যার পরিমাণ মাত্র ৯৬টি

১. কোনো ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে বা খবরের পেছনের খবর না খুঁজে, শুধু ঘটনার একটি চালচিত্র উপস্থাপন করা হয় অর্থাৎ কোনো ঘটনার সাদামাটা উপস্থাপনাই সাদামাটা সংবাদ (রায়, ২০০৩; ফয়েজ, ২০০১)।

২. সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনা যা জানার জন্য মানুষের মনে দয়া, মায়া, বেদনা, শোক, ক্ষোভ, রোমাঞ্চ কিংবা সহানুভূতির উদ্রেক হয়, তার চিত্তাকর্ষক ফিচারধর্মী উপস্থাপনাই মানবিক আবেদনধর্মী প্রতিবেদন (রায়, ২০০৩; ফয়েজ, ২০০১)।

৩. মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায় এমন কোনো ঘটনার সংবাদকে বর্তমান গবেষণায় হৃদয়বিদারক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে গত জুলাই, ২০১১-এ চট্টগ্রামে সংঘটিত দুর্ঘটনা যাতে প্রায় ৪৫ জন শিক্ষার্থী মৃত্যুবরণ করেছে। ঘটনাটি এ ধরনের সংবাদ-কাহিনির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৪. কোনো ঘটনা বা বিষয় যা চাপা থাকে কিংবা রহস্যবৃত থাকে–সে সব ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিষয়টির রহস্য উদ্ঘাটনই অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংয়ের কাজ (রায়, ১৯৯৪)।

৫. ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট হলো কোনো ঘটনা বা বিষয়কে পটভূমির আলোকে ব্যাখ্যার সাহায্যে পরিষ্কারভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরা (রায়, ১৯৯৪)।

৬. সংবাদ-কাহিনি লেখার ধরনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত ধরনগুলো রয়েছে এর বাইরেও কিছু ধরন পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলোতে টেবিল ৪.২-এ 'অন্যান্য'-এর আওতায় আনা হয়েছে। যেমন, চরম সংবাদ, কৌতূহল উদ্দীপক সংবাদ, ফলোআপ সংবাদ।

যাদের মধ্যে আবার ৩৫টি অনুসন্ধানমূলক এবং ৬১টি ব্যাখ্যামূলক সংবাদ। এদিক থেকে *প্রথম আলো* পত্রিকাটি বেশ পিছিয়ে। কেননা পত্রিকাটি মোট প্রকাশিত ৯৭টি সংবাদের মধ্যে মাত্র ৪টি করে মোট ৮টি অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদ ছেপেছে। তবে এদিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে *The Daily Star*। পত্রিকাটিতে অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদের পরিমাণ যথাক্রমে ৯টি ও ২৪টি যদিও তাদের মোট প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ১৯৬টি। সংখ্যার বিচারে এরপরের অবস্থানে রয়েছে *কালের কণ্ঠ* যাদের মোট প্রকাশিত ৯৫টি সংবাদের মধ্যে অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদের পরিমাণ যথাক্রমে ১০টি এবং ১৩টি। যদিও শতকরা হিসাবে তারাই সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদ প্রকাশ করেছে। দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকাল একই সংখ্যক অর্থাৎ ৩টি করে অনুসন্ধানমূলক ও ৬টি করে ব্যাখ্যামূলক সংবাদ ছেপেছে যেখানে যুগান্তর ছেপেছে ৬টি অনুসন্ধানমূলক ও ৮টি ব্যাখ্যামূলক সংবাদ।

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংবাদপত্রগুলোতে সাদামাটা সংবাদের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায় (টেবিল ৪.২ দ্রষ্টব্য) যার পরিমাণ প্রকাশিত মোট সংবাদের অর্ধেকেরও বেশি। সবচেয়ে বেশি সাদামাটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে *দৈনিক ইত্তেফাকে* যেখানে মোট প্রকাশিত ১২৮টি সংবাদের মধ্যে ১০৪টিই সাদামাটা সংবাদ। এরপরে *প্রথম আলোর* স্থান (৮৪টি)। *সমকালে* ও *প্রথম আলোয়* প্রায় সমসংখ্যক (৮২) সাদামাটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে কম সাদামাটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে *The Daily Star*-এ (৩০টি)। আর *সমকালে* প্রকাশিত হয়েছে ৩২টি সাদামাটা সংবাদ। অন্যদিকে *যুগান্তরে* প্রকাশিত সাদামাটা সংবাদের সংখ্যা ৬৭টি।

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী হৃদয়বিদারক সংবাদের পরিমাণ এই গবেষণায় খুবই কম (১০টি)। এদের মধ্যে ৯টি প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তরে আর মাত্র ১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে প্রথম আলোয়। গবেষণাধীন আর কোনো পত্রিকায় হৃদয়বিদারক সংবাদ পাওয়া যায়নি। প্রথম আলো বাদে গবেষণাধীন আর সব পত্রিকায় মানবিক আবেদনধর্মী সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যদিও এর পরিমাণ প্রায় সবক্ষেত্রেই কম। যেমন, সমকাল ছেপেছে ১১টি, দৈনিক ইত্তেফাক ১০টি, যুগান্তর ও কালের কণ্ঠ ৭টি করে এবং The Daily Star ৪টি। শুধু তাই নয় সংবাদ-কাহিনি লেখার ক্ষেত্রে দৈনিক ইত্তেফাক বাদে গবেষণাধীন আর সব সংবাদপত্র বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে বলে ফলাফল দৃষ্টে মনে হয়। কেননা, প্রচলিত সংবাদ-কাহিনির ধরনের বাইরেও তারা বিভিন্ন ধরনের 'অন্যান্য'[৬] সংবাদ প্রকাশ করেছে। 'অন্যান্য' সংবাদ-এর আওতায় চরম সংবাদের একটি উদাহরণ শিরোনামসহ তুলে ধরা হলো। সংবাদটির শিরোনাম ছিল, 'এমপির পিস্তলের গুলিতে নিহত হয়েছেন যুবলীগ নেতা ইব্রাহীম'। সংবাদ-সূচনায় বলা হয়েছে, 'যুবলীগ নেতা ইব্রাহীম আহমদ (৪০) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শেরেবাংলা নগর থানায় দায়ের করা অপমৃত্যু মামলা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তার স্বজনরা। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকে

ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতেই এ মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তারা।'

আর অনুসন্ধানমূলক সংবাদ ছেপেছে ৯টি। সেক্ষেত্রে সংবাদ-কাহিনির ভিন্নতার দিক দিয়ে বেশ এগিয়ে রয়েছে The Daily Star। কারণ এ পত্রিকাটিতে মোট প্রকাশিত ১৯৬টি সংবাদের মধ্যে ১২৯টি 'অন্যান্য' ধরনের সংবাদ ছাপা হয়েছে। অন্যান্য সংবাদের পরিমাণ কালের কণ্ঠে ৩৩টি ও যুগান্তরে ১২টি। তবে এ ধরনের সংবাদের পরিমাণ খুবই কম সমকাল (৩টি) এবং প্রথম আলোয় (৪টি)।

টেবিল ৪.২ অনুযায়ী একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে, গবেষণাধীন সংবাদগুলো ঘটনার সাদামাটা বর্ণনা দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। সাংবাদিকতার মূল আকর্ষণ অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদের পরিমাণ সংবাদপত্রগুলোতে বেশ কম। তবে প্রচলিত সাদামাটা ধরনের বাইরে এসে সংবাদ-কাহিনি বর্ণনাই তারতম্য আনার জন্য বিশেষ করে The Daily Star পত্রিকাটি বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত এ ফলাফলটির সাথে জুন, ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'Readership Institute: Media Management Center at Northwestern University' পরিচালিত পাঠক প্রত্যাশা সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল সাযুজ্যপূর্ণ। এ গবেষণাটিতে দেখা গেছে, রবিবারে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতে ৫৪% ছিল সাদামাটা সংবাদ, সপ্তাহের অন্যান্য দিনে এর পরিমাণ ছিল ৭১% এবং ছোট সংবাদপত্রগুলোতে এর পরিমাণ ছিল ৬৫% (Untitled, 2001)।

৪.৪. সংবাদ-সূচনার ধরন

সংবাদ-সূচনা পাঠককে সংবাদের শুরুতেই একটি ঘটনা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয়। কিন্তু সব সংবাদের ক্ষেত্রেই যদি একই ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করা হয় তবে পাঠকের কাছে একঘেয়েমি মনে হতে পাবে, আবার পাঠক বিরক্ত হতে পারে। যে কারণে সব সংবাদের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ ধরে রাখতে সংবাদপত্রগুলো বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করে (বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। বর্তমান সময়ের সংবাদপত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনার সারমর্ম দিয়ে সংবাদের সূচনাটি লিখে থাকে। তবে ঘটনার বর্ণনা দিয়েও সংবাদ-সূচনা লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

টেবিল- ৪.৩

সংবাদ-সূচনার ধরন

পত্রিকার নাম	সারমর্ম সূচনা	বর্ণনামূলক সূচনা	বুলেট বা কার্তুজ সূচনা	মন্তব্য সংবাদ সূচনা	স্ট্যাকাটো সূচনা	উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সূচনা	প্রশ্নবোধক সংবাদ সূচনা	বিস্ময়সূচক সংবাদ সূচনা	সংলাপ সংবাদ সূচনা	রূপকধর্মী সংবাদ সূচনা	বিলম্বিত সংবাদ সূচনা	অন্যান্য	মোট
প্রথম আলো	৫১	৩৮	-	-	-	৫	-	-	-	-	-	৩	৯৭
যুগান্তর	৭৫	১৭	-	২	২	৮	২	-	-	-	১	-	১০৯
দৈনিক ইত্তেফাক	৮০	২৮	-	-	-	১১		১		-	৩	-	১২৩
কালের কণ্ঠ	৬৬	০৭	-	-	৩	২	১	১		-	-	১৫	৯৫
সমকাল	৫৮	৩৫	-	-	-	৭	২	-	-	১	৩	১	১০৫
The Daily Star	১৬৭	২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫	১৯৬
সর্বমোট	**৪৯৭**	**১৪৯**	**-**	**২**	**৫**	**৩৩**	**৫**	**২**		**১**	**৭**	**২৪**	**৭২৫**

সূত্রঃ আধেয় বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১০।

উপরের টেবিলে (টেবিল ৪.৩) দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণাধীন সংবাদপত্র সংবাদ-সূচনা লেখার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারমর্ম সংবাদ-সূচনাকে বেছে নিয়েছে। এই গবেষণায় মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৪৯৭টি সারমর্মভিত্তিক সংবাদ-সূচনা। কয়েকটি বাদে প্রকাশিত সংবাদের (১৯৬টি) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (১৬৭টি) The Daily Star পত্রিকাটি সারমর্ম সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে। দৈনিক ইত্তেফাক (৮০টি) ও যুগান্তর (৭৫টি) সারমর্ম সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করে যেখানে প্রকাশিত মোট সংবাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৩টি ও ১০৯টি। আর সমকালের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা মোট প্রকাশিত ১০৫টি সংবাদের মধ্যে ৫৮টি। এছাড়া কালের কণ্ঠের মোট প্রকাশিত ৯৫টি সংবাদের ৬৬টি শুরু হয়েছিল সারমর্ম সংবাদ-সূচনা দিয়ে যেখানে প্রথম আলোর মোট প্রকাশিত ৯৭টি সংবাদের মধ্যে ৫১টিরই শুরু সারমর্ম সংবাদ-সূচনা দিয়ে।

গবেষণাধীন পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি সারমর্ম সংবাদ-সূচনার উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো। 'রাজধানীর উপকণ্ঠ আশুলিয়ায় হামীম গ্রুপের একটি পোশাক কারখানায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২২ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। লাফিয়ে নামতে গিয়ে ও আগুনে পুড়ে এরা প্রাণ হারান' (প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১০)। কালের কণ্ঠের সারমর্ম সংবাদ-সূচনা এ-রকম, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করে চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং বলেছেন, এর সুবাদে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে

পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছে। গতকাল সোমবার ঢাকার একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শি চিনপিং-এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশকে ৪ কোটি ইউয়ান (৪০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা) অনুদান দেবে চীন।' (কালের কণ্ঠ, ১৫ জুন, ২০১০)। আবার The Daily Star থেকে প্রাপ্ত সারমর্ম সংবাদ সূচনাটি ছিল এরূপ, 'The Communications Ministry has taken up seven priority projects to upgrade the internal railway links, an signal system and connect Bangladesh with Trans-Asian Railway (TAR) network (The Daily Star, 15 August, 2010)। উপরের সংবাদ-সূচনার সবকটিতেই 'ষড়-ক'-এর অধিকাংশ 'ক'-এর উপস্থিতি রয়েছে।

অন্যদিকে, বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা হলো গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলোতে ব্যবহৃত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংবাদ-সূচনা। প্রথম আলোতে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ মোট প্রকাশিত ৯৭টি সংবাদের ৩৮টির শুরু বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা দিয়ে। উদাহরণ হিসেবে প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি সংবাদ-সূচনা হলো, 'আজ ১৫ আগস্ট। ৩৫ বছর আগে এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বর্বর ঘাতকের বুলেটে নিহত হন। একই সঙ্গে নিহত হন তার পত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তার তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল এবং তার দুই পুত্রবধূ যাদের একজন ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। সেদিন সেই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের শিকার হন বঙ্গবন্ধুর প্রিয়জন ও ঘনিষ্ঠদের আরও অনেকে। প্রাণী হিসেবে মানুষ মরণশীল বলে সবারই একটি মৃত্যুদিন থাকে। তবে কোনো কোনো মানুষের শুধু দেহাবসান ঘটে। মৃত্যু হয় না। মুজিব মৃত্যুহীন।' (প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০১০)। প্রায় সমসংখ্যক বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে সমকাল (৩৫টি)। অবশ্য এ পত্রিকায় মোট সংবাদের পরিমাণ ছিল ১০৫টি। দৈনিক ইত্তেফাকে ২৮টি (১২৩টি সংবাদের মধ্যে) সংবাদ-সূচনা ছিল বর্ণনামূলক, The Daily Star-এ ছিল ২৪টি (১৯৬টি সংবাদের মধ্যে), যুগান্তরে ১৭টি (১০৯টি সংবাদের মধ্যে) এবং কালের কণ্ঠে মাত্র ৭টি (৯৫টি সংবাদের মধ্যে)।

ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনার মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদ-সূচনা। এর পরিমাণ খুব একটা বেশি না হলেও (মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৩৩টি) The Daily Star বাদে গবেষণাধীন আর সব পত্রিকায়ই এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্থাৎ ১১টি উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে, যুগান্তর ৮টি, সমকাল ৭টি, প্রথম আলো ৫টি এবং কালের কণ্ঠ ব্যবহার করেছে মাত্র ২টি। উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদ-সূচনার একটি উদাহরণ হলো, 'নতুন বছরের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল বৃহস্পতিবার ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা বাণীতে তিনি বলেন, '২০১০ সালের সূচনালগ্নে জাতির জনকের সপরিবারে হত্যার ফাঁসির রায়

কার্যকর করতে আমরা বদ্ধপরিকর।' (সমকাল, ১ জানুয়ারি ২০১০)। সাকুল্যে ৭টি বিলম্বিত সংবাদ-সূচনার ব্যবহার গবেষণাধীন পত্রিকায় পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে সমকাল ও দৈনিক ইত্তেফাকে ৩টি করে এবং যুগান্তরে ১টি। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি বিলম্বিত সংবাদ-সূচনা এরূপ, 'মুন্সিগঞ্জ জেলা ছিল বিএনপির ঘাঁটি। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে জেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত সকল প্রশাসন বিএনপির এমপি, যুবদল ও ছাত্রদল ক্যাডারদের কাছে জিম্মি ছিল। তাদের কথার বাইরে কোনো কাজ হতো না। এমনকি তাদের সুপারিশ ব্যতীত থানায় মামলা কিংবা সাধারণ ডায়েরি পর্যন্ত পুলিশ গ্রহণ করত না। প্রতিপক্ষকে এলাকায় থাকতে দিত না। এ সময় প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চলেছে ব্যাপক হারে। এসব কারণে গত সংসদ নির্বাচনে মুন্সিগঞ্জ জেলার তিনটি আসনে বিএনপির ভরাডুবি হয়েছে' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১ নভেম্বর ২০১০)। গবেষণাধীন অন্য পত্রিকা এ ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেনি।

গবেষণাধীন সব পত্রিকা প্রশ্নবোধক, মন্তব্যধর্মী, রূপক, সংলাপধর্মী, স্ট্যাকাটো এবং বিস্ময়ধর্মী সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেনি। যেমন, গবেষণাধীন পত্রিকার মধ্যে সমকাল ও যুগান্তর ২টি করে এবং কালের কণ্ঠ ১টি প্রশ্নবোধক সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে। যেমন, যুগান্তর এরূপ একটি সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করা হয়েছিল। সূচনাটি ছিল এরূপ- 'টোয়েন্টি ২০ দিয়ে শুরু। টেস্ট ম্যাচ দিয়ে শেষ। হার দিয়ে শুরু। হার দিয়ে শেষ? শেষ ভালো যার সব ভালো তার। প্রচলিত এ প্রবাদ বাক্য বাংলাদেশ কি তাহলে সত্য প্রমাণ করতে পারবে? হ্যামিলটনে আজ শুরু হওয়া সিরিজের একমাত্র টেস্টেই এর জবাব পাওয়া যাবে' (যুগান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০)। অপরদিকে, কালের কণ্ঠ ৩টি এবং যুগান্তর ২টি স্ট্যাকাটো সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে। যেমন, 'স্বাগত নতুন বছর। অভিনন্দন সম্ভাবনা। ওয়েলকাম ২০১০। মহাকালের অমোঘ ধারায় আরও একটি নতুন বছরের সূচনা হল আজ। শীতের ঝিমধরা রাতে, কুয়াশার চাদর সরিয়ে যে সূর্য উদিত হয়েছে আজ সকালে, তা এক নতুন আলোর খবর নিয়ে এসেছে পৃথিবীর জন্য' (যুগান্তর, ১ জানুয়ারি ২০১০)। কালের কণ্ঠ ও দৈনিক ইত্তেফাক ১টি করে বিস্ময়সূচক সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে। যেমন, 'উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে কোনো স্বচ্ছ নীতি আছে কি! সংবিধানে বিচারক নিয়োগের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট না থাকার সুযোগে সব সরকারই তাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছামতো নিয়োগ সংখ্যা বাড়িয়েছে কমিয়েছে'। যুগান্তর (২টি) ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকা মন্তব্য সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেনি এবং সমকালে মাত্র ১টি রূপকধর্মী সংবাদ-সূচনার ব্যবহার দেখা গেছে। সমকালে প্রকাশিত রূপকধর্মী সংবাদ-সূচনাটি ছিল, 'এক অলঙ্ঘ্য দুর্গ দখলের জন্য লড়াই করেছেন সেনাপতি। সেই লড়াইয়ের কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে হতোদ্যম হয়ে পড়ল সেনাদল। এলোমেলো, আত্মবিশ্বাসহীন, উদ্ভ্রান্ত সেই সেনাদলের মধ্যে আবার আশার সঞ্চার করলেন তিনি।

আবার সেনাপতির নেতৃত্বে সংগঠিত হলো তারা' (সমকাল, ১৫ অক্টোবর, ২০১০)।

তবে আলোচিত ধরনগুলোর বাইরে যুগান্তর ও দৈনিক ইত্তেফাক বাদে আর সব পত্রিকা 'অন্যান্য'[৭] সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কালের কণ্ঠ যেখানে এ ধরনের ১৫টি সংবাদ-সূচনা পাওয়া গেছে। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত 'অন্যান্য' সংবাদ-সূচনার একটি উদাহরণ হলো, 'পদত্যাগী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তানজীম আহমেদ সোহেল তাজ আজ যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছেন। প্রায় আট মাস আমেরিকায় থেকে গত ২৭ জানুয়ারি তিনি দেশে ফেরেন। ১৯ দিন দেশে থাকলেও এখনো ঠিক হয়নি সোহেল তাজের পদমর্যাদা' (কালের কণ্ঠ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০)। এর পরে রয়েছে The Daily Star (৫টি), প্রথম আলো ৩টি এবং সমকাল ১টি। সংবাদ-সূচনার ধরনের দিকটা বিবেচনায় নিলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, গবেষণাধীন অধিকাংশ সংবাদপত্র সংবাদ-সূচনায় বৈচিত্র্যময়তা আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার করেনি। বরং তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারমর্ম সংবাদ-সূচনা, তারপরে বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা এবং উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে। এদিক থেকে এই পত্রিকাটি ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়েছে। কেননা বর্তমান গবেষণায় নমুনায়িত পত্রিকাগুলোর কোনোটিই সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে রূপকধর্মী সংবাদ-সূচনার এই ধরনটি অনুসরণ করেনি। এই গবেষণায় নমুনায়িত একমাত্র ইংরেজি দৈনিক The Daily Star সবচেয়ে বেশিসংখ্যক (১৯৬টি) সংবাদ প্রকাশ করেছে যাদের মধ্যে ৩৩টি অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন থাকলেও (টেবিল ৪.২ দ্রষ্টব্য), সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে তারা কোনো নিরীক্ষা বা বৈচিত্র্যময় পন্থা অবলম্বন না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারমর্ম সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে (টেবিল ৪.৩ দ্রষ্টব্য)।

৪.৫ সংবাদ-সূচনায় ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা

কতটি শব্দ ব্যবহার করে একটি সংবাদ-সূচনা লেখা হবে এটা নির্ভর করে যে ঘটনা নিয়ে সংবাদ লেখা হচ্ছে তার প্রকৃতির ওপর। তবে যত কম শব্দে ঘটনার মূল বিষয়টি বর্ণনা করা যায় ততই ভালো (একটি ভালো সংবাদ-সূচনা কীভাবে লিখতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ ২.৬-এ দেওয়া হয়েছে)। আলোচ্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রসমূহ সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে কখনো ৩০ শব্দ আবার তার বেশি আবার কখনো ৩০ শব্দের কম শব্দ ব্যবহার করেছে। যদিও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে বেশি শব্দে সংবাদ-সূচনা লেখা হয় এরূপ অভিযোগ অনেক আগে থেকেই আছে। American Society of Newspapers Editors-এর সাবেক সভাপতি Edward Merry ১৯৯০ সালে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোতে বিরাট বিরাট সংবাদ-সূচনা এবং বড় বড় অনুচ্ছেদে সংবাদ-কাহিনি তৈরি করা হয়' (উদ্ধৃত, রায়, ২০০৩: ৭৬)।

৭. অন্যান্য বলতে সংবাদ-সূচনার ধরন যেমন-সারমর্ম সূচনা, বর্ণনামূলক সূচনা, বুলেট সূচনা, মন্তব্য সংবাদ-সূচনা (টেবিল ৪.৩ দ্র:) ইত্যাদি ধরনগুলোর কোনোটিতেই পড়ে না সেগুলোকে এখানে 'অন্যান্য'-এর আওতায় আনা হয়েছে।

টেবিল ৪.৪

সংবাদ-সূচনায় ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা

পত্রিকার নাম	'ষড়-ক'-এর ব্যবহার					
	কী	কখন	কোথায়	কে	কেন	কেমন করে
প্রথম আলো	৯৬	৭৩	৮০	৮০	৮০	৮০
যুগান্তর	১০৮	৭১	৯২	৯২	৯২	৯২
দৈনিক ইত্তেফাক	১২৩	৮৬	৯২	৯২	৯২	৯২
কালের কণ্ঠ	৯৫	৪০	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫
সমকাল	১০৫	৭১	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯
The Daily Star	১৯৬	১৪৩	৯১	৯১	৯১	৯১
সর্বমোট	**৭২৩**	**৪৮৪**	**৪৭৯**	**৪৭৯**	**৪৭৯**	**৪৭৯**

সূত্র: আধেয়-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১০।

টেবিল ৪.৪ অনুযায়ী দেখা যায় যে, গবেষণাধীন ৬টি পত্রিকার মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে নির্বাচিত কোনো পত্রিকায় ১০ শব্দের নিচে কোনো সংবাদ-সূচনা নেই। অন্যদিকে প্রথম আলো এবং যুগান্তর বাদে অন্য সব পত্রিকায়ই সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে ১০-১৪ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ১০ থেকে ১৪ শব্দে ব্যবহৃত সর্বমোট ৮টি সংবাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে বেশি সংবাদ-সূচনা ছেপেছে। দৈনিক ইত্তেফাক ১০ থেকে ১৪ শব্দ ব্যবহার করে সংবাদ-সূচনা ছেপেছে ৪টি। সংখ্যার বিচারে এর পরের অবস্থান দ্য ডেইলি স্টারের। দ্য ডেইলি স্টার ছেপেছে ২টি, ১টি করে ছেপেছে যথাক্রমে কালের কণ্ঠ এবং সমকাল। ১৫ থেকে ১৯ শব্দের ব্যবহার নির্বাচিত সব পত্রিকায়ই দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ১৫-১৯ শব্দে ব্যবহৃত সর্বমোট ৪৪টি সংবাদের মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক ছেপেছে ১৭টি সংবাদ-সূচনা, দ্য ডেইলি স্টার ৯টি, যুগান্তর এবং সমকাল ছেপেছে ৬টি করে, প্রথম আলো এবং কালের কণ্ঠ ছেপেছে ৩টি করে। গবেষণাধীন পত্রিকায় প্রকাশিত মোট ৭২৫টি সংবাদ-সূচনার মধ্যে মোট ৯২টি সংবাদ-সূচনার ব্যবহার দেখতে পাওয়া গিয়েছে ২০ থেকে ২৪ শব্দে। এর মধ্যে দ্য ডেইলি স্টার ছেপেছে ৩৬টি, সমকাল ২১টি, দৈনিক ইত্তেফাক ১৮টি, কালের কণ্ঠ ৫টি এবং প্রথম আলো ৪টি। ২৫ থেকে ২৯ শব্দ ব্যবহার করে নির্বাচিত পত্রিকাগুলো সর্বমোট সংবাদ-সূচনা ছেপেছে ৯৬টি। এর মধ্যে দ্য ডেইলি স্টার ছেপেছে ৩১টি, যুগান্তর ২০টি, দৈনিক ইত্তেফাক ১৭টি, সমকাল ১৬টি এবং ৬টি করে ছেপেছে প্রথম আলো ও কালের কণ্ঠ। ৩০ শব্দ বা ৩০ শব্দের উপরে শব্দ সংখ্যা ব্যবহার করে

সবচেয়ে বেশি সংবাদ-সূচনা দেখতে পাওয়া গিয়েছে দ্য ডেইলি স্টারে। বর্তমান গবেষণায় ৩০ বা তদূর্ধ্ব শব্দে মোট ৪৮৫টি সংবাদ-সূচনা প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে দ্য ডেইলি স্টার ছেপেছে ১১৮টি, প্রথম আলো ছেপেছে ৮৪টি, এরপর কালের কণ্ঠ ৮০টি, যুগান্তর ৭৫টি, দৈনিক ইত্তেফাক ৬৭টি এবং সমকাল ছেপেছে ৬৭টি।

উপরোক্ত টেবিলের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সবচেয়ে কম শব্দ সংখ্যা ব্যবহার করে সংবাদ-সূচনা ছেপেছে দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক ইত্তেফাক পরিবেশিত সংবাদ-সূচনায় ব্যবহৃত শব্দের বহর ছিল ১১ শব্দ। এর পরের অবস্থানে কালের কণ্ঠ। কালের কণ্ঠ ব্যবহার করেছে ১২ শব্দের সংবাদ-সূচনা। এরপর দ্য ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছে ১৩ শব্দের সংবাদ-সূচনা। তবে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ৩০-এর বেশি শব্দ সংবাদ-সূচনায় ব্যবহার করা হয় বলে বর্তমান গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে।

৪.৬ সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার

সংবাদ-সূচনার উদ্দেশ্য পাঠককে সংবাদের শুরুতেই সংক্ষিপ্ত আকারে ঘটনার মূল বিষয়টি বলে। এটি করতে গিয়ে একজন সাংবাদিক একটি পন্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পাঠকের প্রশ্নের উত্তর জানানোর জন্য 'ষড়-ক' পন্থাকে বেছে নেন (বিস্তারিত ২.৬ দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ সংবাদের সংবাদ-সূচনা 'ষড়-ক' পন্থা অবলম্বন করেই লেখা হয়।

টেবিল ৪.৫
সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার

পত্রিকার নাম	শব্দসংখ্যা					
	১০ শব্দের নিচে	১০-১৪ শব্দ	১৫-১৯ শব্দ	২০-২৪ শব্দ	২৫-২৯ শব্দ	৩০ বা তদূর্ধ্ব
প্রথম আলো	---	---	০৩	০৪	০৬	৮৪
যুগান্তর	----	---	০৬	০৮	২০	৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক	---	০৪	১৭	১৮	১৭	৬৭
কালের কণ্ঠ	---	০১	০৩	০৫	০৬	৮০
সমকাল	---	০১	০৬	২১	১৬	৬১
The Daily Star	---	০২	০৯	৩৬	৩১	১১৮
সর্বমোট	---	০৮টি	৪৪টি	৯২টি	৯৬টি	৪৮৫টি

সূত্র: আধেয়-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১০।

টেবিল ৪.৫ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, প্রকাশিত মোট সংবাদের অর্থাৎ ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৭২৩টি সংবাদ-সূচনাই 'কী' প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। একটি বিষয় পরিষ্কার

যে, প্রায় সব সংবাদের ক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকাই 'কী' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সংবাদ-সূচনা পরিবেশন করেছে। যদিও সংখ্যার দিক থেকে অন্য পাঁচটি 'ক' অর্থাৎ 'কখন', 'কোথায়', 'কে', 'কেন' ও 'কেমন করে'-এর উত্তর দেবার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। কারণ প্রতিটি 'ক'-এর ক্ষেত্রে উত্তরের সংখ্যা প্রায় সমান অর্থাৎ ৪৭৯টি করে। শুধু 'কখন' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মোট সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ৪৮৪টি। এর মধ্যে The Daily Star-এ 'কখন' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ১৪৩টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে 'কোথায়' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সবচেয়ে বেশি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তর এবং দৈনিক ইত্তেফাকে। মোট ৪৭৯টি সংবাদ সূচনার মধ্যে যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে ৯২টি এবং ইত্তেফাকে ৯২টি। 'কে' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মোট সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ৪৭১টি। এর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকে 'কে' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ১০৮টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সূচনা লেখা হয়েছে মোট ৩৮২টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকে। 'কেমন করে' এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সংবাদ-সূচনা প্রকাশিত হয়েছে মোট ৩১৮টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তরে, মোট ৭৭টি।

আধেয় বিশ্লেষণের আওতাধীন ৬টি পত্রিকায় ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনার অনেক ক্ষেত্রেই 'ষড়-ক' ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের আলোকে নিচে ষড়-ক সংবলিত কয়েকটি সংবাদ সূচনা তুলে ধরা হলো। যুগান্তরে প্রকাশিত ১ জুলাই তারিখে 'ষড়-ক' ভিত্তিক সংবাদ-সূচনাটি ছিল এরূপ: 'দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ ছাত্রের বহিষ্কার ও জরিমানার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অর্ধশত ছাত্র ও ১০ পুলিশ আহত হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাপক লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। মঙ্গলবার রাতে ৩ ঘণ্টাব্যাপী এই সংঘর্ষে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়'। সংবাদ-সূচনাটিতে যেভাবে 'ষড়-ক'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেটা হলো: 'কী'- আহত, 'কখন'– মঙ্গলবার, 'কোথায়'– দিনাজপুরে, 'কে'– ছাত্র ও পুলিশ, 'কেন'–বহিষ্কার ও জরিমানার ঘটনাকে কেন্দ্র করে, 'কেমন করে' – পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষে (যুগান্তর, ১ জুলাই ২০১০)।

দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত 'ষড়-ক' ভিত্তিক সংবাদ-সূচনা, 'বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করতে গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ধানমন্ডির বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে চট্টগ্রামের রাউজানের গ্রামের বাড়িতেও পুলিশ অভিযান চালায়।' সংবাদ-সূচনাটিতে যেভাবে 'ষড়-ক'-এর উত্তর দেয়া হয়েছে, সেটা হলো, 'কী'–গ্রেপ্তার, 'কখন'– মঙ্গলবার রাতে, 'কোথায়'– ধানমন্ডির বাড়িতে ও চট্টগ্রামের রাউজানের বাড়িতে, 'কে' বিএনপির সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী, 'কেন'– যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে, 'কেমন করে'– অভিযান চালিয়ে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ডিসেম্বর ২০১০)। ব্যবহৃত সব সংবাদ-সূচনার ক্ষেত্রেই যে 'ষড়-ক'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে তা নয়। কখনো কখনো

সংবাদ-সূচনাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য 'কেন' এবং 'কীভাবে' প্রশ্নের উত্তর সংবাদ-সূচনার পরে অর্থাৎ সংবাদ-কাহিনিতে দেওয়া হয়েছে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে এরূপ সংবাদ-সূচনা ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে)। মূলত এসব ক্ষেত্রে চারটি 'ক'-এর উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, 'নানা নাটকের পর বংশাল থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই গৌতম হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়েছে। এবার ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের হাতে সহযোগী সোহেলসহ গ্রেপ্তার হয়েছে ধোলাই খালের জামান সুপার মার্কেটের মালিক কিলার মানিক। গতকাল শুক্রবার রাতে গোড়ান থেকে এদের আটক করা হয়।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ২০১০)। এই সংবাদ সূচনাটিতে চারটি 'ক'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এভাবে, 'কী' এর উত্তরে বলা হয়েছে– গৌতম হত্যাকাণ্ড-র মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত। গ্রেপ্তার হয়েছে খুনিরা। 'কখন', গতকাল শুক্রবার। 'কোথায়', গোড়ান থেকে। 'কে', ডিবি পুলিশ/খুনিরা।

আবার কোনো কোনো সংবাদ-সূচনায় তিনটি 'ক'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, "সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা শমসের মবিন চৌধুরীসহ হরতালে গ্রেপ্তার নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সংসদীয় দল (দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুলাই ২০১০)। উক্ত সংবাদ সূচনাটিতে তিনটি 'ক'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে, 'কী'-এর জবাবে বলা হয়েছে-মানববন্ধন কর্মসূচি, 'কে'- বিএনপির সংসদীয় দল, 'কেন'- মুক্তির দাবিতে। এই সংবাদ-সূচনাটিতে 'কোথায়, কখন এবং কীভাবে এর উত্তর দেওয়া হয়নি।

মাত্র দুটি 'ক'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এমন সংবাদ-সূচনাও পাওয়া গেছে গবেষণায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, 'উচ্চ আদালতের রায়ে সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল ছিল অবৈধ। এটাও মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু কখনোই সামরিক শাসন মেনে নেয়নি।' (সমকাল, ১ সেপ্টেম্বর ২০১০)। উক্ত সংবাদ সূচনাটিতে 'কী'-এর জবাবে বলা হয়েছে, পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। 'কে'-এর জবাবে বলা হয়েছে, উচ্চ আদালত। এই সংবাদ সূচনাটিতে 'কখন', 'কোথায়' 'কেন' এবং 'কীভাবে'-এর উত্তর দেওয়া হয়নি।

৪.৭ সংবাদ-সূচনায় মূল তথ্যের উপস্থিতি, যৌন উদ্দীপক শব্দ, লিঙ্গবৈষম্য, তথ্য ঘাটতি, বিশেষণের ব্যবহার ও জটিল শব্দ/বাক্যের উপস্থাপন

সংবাদ-সূচনা সংবাদ-কাহিনির এমন একটি অংশ যেখানে পুরো সংবাদ কাহিনিটি পড়তে পাঠককে উৎসাহিত করার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে সংবাদের মূল বক্তব্যটি গোড়াতেই বলে দেওয়া হয় (বিস্তারিত অধ্যায় ২.৬ দ্রষ্টব্য)। আর এটি করার জন্য শব্দের সহজ, সাবলীল ও চৌকস ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব দিক বিবেচনায় যৌন উদ্দীপক, লিঙ্গবৈষম্যমূলক, এমনকি জটিল শব্দ/বাক্য ব্যবহার কিংবা অপ্রয়োজনীয়

বিশেষণ ব্যবহার পাঠককে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিতে পারে, কারণ হতে পারে পাঠকের বিরক্তির। একইভাবে সময়ের অভাবে যেহেতু পাঠকের অনেকেই সংবাদ-সূচনা পড়ে সমগ্র সংবাদ বিবরণী সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে চান, সেজন্য সংবাদের শুরুতেই তথ্যের ঘাটতি কোনোমতেই কাম্য নয়। কাজেই সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে সংবাদ-বিবরণীর মূল বিষয়ের উপস্থাপনার বিষয়ে যেমনটি সচেতন থাকতে হয়, তেমনিভাবে শব্দের ব্যবহারেও থাকতে হয় সতর্ক। এদিকগুলো বিবেচনা করেই বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বাস্তবতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র যাচাই করে দেখার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণার অবতারণা।

টেবিল ৪. ৬

মূল তথ্যের উপস্থিতি, যৌন উদ্দীপক শব্দ, লিঙ্গবৈষম্য, তথ্য ঘাটতি, বিশেষণের ব্যবহার ও জটিল শব্দ/বাক্যের উপস্থাপন

বিষয় ⇨		সংবাদের মূল বক্তব্যের উপস্থাপন আছে কিনা	যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার আছে কিনা	লিঙ্গবৈষম্য আছে কিনা	জটিল শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার আছে কিনা	বিশেষণের ব্যবহার আছে কিনা	তথ্যের ঘাটতি আছে কিনা
পত্রিকার নাম ⇩							
প্রথম আলো	আছে	৯৭	-	-	১	৪	-
	নাই	-	৯৭	৯৭	৯৬	৯৩	৯৭
যুগান্তর	আছে	১০৯	-	৩	১৬	৫৪	-
	নাই	-	১০৯	১০৬	৯৩	৫৫	১০৯
দৈনিক ইত্তেফাক	আছে	১২৩	-	-	১১	৯	-
	নাই	-	১২৩	১২৩	১১২	১১৪	১২৩
কালের কণ্ঠ	আছে	৭৯	-	-	২	৭	২৯
	নাই	১৬	৯৫	৯৫	৯৩	৮৮	৬৬
সমকাল	আছে	১০৪	-	-	৩	৮	-
	নাই	১	১০৫	১০৫	১০২	৯৭	১০৫
The Daily Star	আছে	১৯৬	-	-	-	৪	১৫
	নাই	-	১৯৬	১৯৬	১৯৬	১৯২	১৮১
সর্বমোট	**আছে**	**৭০৮**	**-**	**৩**	**৩২**	**৮৬**	**৪৪**
	নাই	**১৭**	**৭২৫**	**৭২২**	**৬৯৩**	**৬৩৯**	**৬৮১**

সূত্র: আধেয়-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১০।

টেবিল ৪.৬-এ দেখা যায় যে,এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রের অধিকাংশ সংবাদ-সূচনায় অর্থাৎ গবেষণায় প্রাপ্ত মোট ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৭০৮টিতে সংবাদের মূল বক্তব্যের উপস্থাপন লক্ষণীয়। টেবিল ৪.৬ অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রথম আলো,

যুগান্তর, দৈনিক ইত্তেফাক এবং দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার সবকটি সংবাদ-সূচনায়ই সংবাদের মূল বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে সমকালের ১টি এবং কালের কণ্ঠে ১৬টি সংবাদের সংবাদ-সূচনায় এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। যেমন, কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এরূপ একটি সংবাদ-সূচনা হলো, 'পুরান ঢাকায় ৩০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী শাঁখারীবাজারের ১০ নম্বর বাড়িটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ভবন। পাতলা লাল ইট ও চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা জীর্ণ তিন তলা বাড়িটির পলেস্তারা খসে পড়েছে। ছাদে বসানো কাঠের করি-বর্গাও ঘুণে ধরে খয়ে গেছে। কোনোরকমে একজন চলাচল করতে পারে-এমন সরু এর সিঁড়ি পথ' (কালের কণ্ঠ, ১ মার্চ ২০১০)। উক্ত সংবাদ-সূচনাটি পড়ে মূল বক্তব্য কী সেটা বোঝা যাচ্ছে না, সূচনাটি পরিচ্ছন্ন হতো যদি ২য় অনুচ্ছেদের বিষয়টি প্রথম অনুচ্ছেদে দেওয়া হতো। অনুরূপ আরও একটি সংবাদ-সূচনা সমকাল থেকে তুলে ধরা হলো। 'সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নববর্ষের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৫৯মি: ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পেছানো হয়েছে। এর ফলে আবার বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো' (সমকাল, ১ জানুয়ারি, ২০১০)। অন্যদিকে The Daily Star পত্রিকায় কোনো জটিল শব্দ/বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা না গেলেও প্রথম আলোয় শুধু একটি সংবাদে, কালের কণ্ঠে ২টি সংবাদে এবং সমকালের ৩টি সংবাদে জটিল শব্দের/বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। যদিও মাত্রাগতভাবে যথেষ্ট কম, কিন্তু সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশি জটিল শব্দ/বাক্যের ব্যবহার করা হয়েছে যুগান্তরে ১৬টি এবং দৈনিক ইত্তেফাকে ১১টি। যেমন দৈনিক ইত্তেফাক পরিবেশিত একটি সংবাদে জটিল শব্দের ব্যবহার ছিল। যেমন, 'বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্য বসেছে কলকাতার বেকার হোস্টেলের বারান্দায়।' এই বাক্যটিতে 'আবক্ষ' শব্দটি জটিল শব্দ যা সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জানুয়ারি ২০১০)। আবার প্রথম আলোর একটি সংবাদ-সূচনা হলো, 'চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশের লাখ লাখ নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষের কষ্টে উপার্জিত রক্ত ঘাম করা টাকা আত্মসাৎ করার প্রবঞ্চনার ফাঁদ পেতেছে'। এখানে 'প্রবঞ্চনা' শব্দটি জটিল শব্দ (প্রথম আলো, ১৫ জুন ২০১০)। যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনার একটি জটিল বাক্য/শব্দ যেমন, 'এই গ্রহের সর্ববৃহৎ ফুটবলযজ্ঞ'। এখানে 'ফুটবলযজ্ঞ' শব্দটি একটি জটিল শব্দ যা সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন (যুগান্তর, ১ জুলাই ২০১০)। একইভাবে কালের কণ্ঠ পত্রিকার সংবাদ-সূচনায় একটি জটিল বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যা পাঠকের পক্ষে সহজভাবে উপলব্ধি করা কঠিন। উদাহরণটি হলো, 'মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ জানানোয় বখাটের হাতে প্রাণ হারানো ফরিদপুর চিনিকলের কর্মী চাঁপা রানী ভৌমিকের খুনি দেবাশীষ সাহা রনিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ' (কালের কণ্ঠ, ১ নভেম্বর, ২০১০)।

সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে কম অর্থাৎ মাত্র ৪টি করে বিশেষণ ব্যবহার করেছে প্রথম আলো এবং The Daily Star। একইভাবে কালের কণ্ঠ, সমকাল ও দৈনিক ইত্তেফাক

যথাক্রমে ৭টি এবং ৮টি ও ৯টি বিশেষণযুক্ত শব্দ ব্যবহার করলেও ৫৪টি সংবাদে বিশেষণযুক্ত শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে যুগান্তর পত্রিকায়। কালের কণ্ঠ থেকে প্রাপ্ত বিশেষণযুক্ত সংবাদ-সূচনাটি ছিল- 'এক-এগারোর প্রধান সংগঠক সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ আজ মঙ্গলবার থেকে পুরোপুরি বেসামরিক জীবনে পা রাখতে যাচ্ছেন। গতকাল সোমবার সেনাবাহিনী থেকে তার অবসরে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে এক বছরের ছুটি (এলপিআর) শেষ হয়ে গেছে' (কালের কণ্ঠ, ১৫ জুন ২০১০)। উক্ত সংবাদ-সূচনাটিতে 'এক-এগারোর প্রধান সংগঠক' শব্দটি একটি বিশেষণযুক্ত শব্দ। দৈনিক ইত্তেফাক থেকে প্রকাশিত একটি বিশেষণযুক্ত সংবাদ সূচনা তুলে ধরা হলো, 'বরিশাল জেলায় ছয় এমপি থাকলেও মূলত দুই প্রভাবশালী নেতা সমগ্র জেলার টেন্ডার, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্যসহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করছেন।'(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর, ২০১০)। এখানে 'প্রভাবশালী নেতা' শব্দটি বিশেষণযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

যুগান্তর পত্রিকায় মাত্র ৩টি ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার করা হলেও বিশ্লেষণাধীন কোনো সংবাদপত্রে যৌন উদ্দীপক বা লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার সংবাদ-সূচনায় লক্ষ করা যায়নি (টেবিল ৪.৭ দ্রষ্টব্য)। যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনায় লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'পাঁচ-ছ বছর আগে এক বিদেশী কবি আমার সঙ্গে দেখা করতে নুহাশ পল্লীতে এসেছিলেন। স্কটল্যান্ডের মহিলা কবি, নাম এলেন কিংবা ইলিন। ভদ্রমহিলা হাসি-খুশি স্বভাবের। বাংলাদেশ নিয়ে তার কৌতূহল অনেক। আমাকে বললেন, আজকে তোমাদের বিশেষ কোনো উৎসব? আমি বললাম, আজ আমাদের নববর্ষ উৎসব।' এই সংবাদ-সূচনাটিতে 'মহিলা কবি' ও 'ভদ্রমহিলা' শব্দটি লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দ (যুগান্তর, ১ জানুয়ারি ২০১০)। যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ-সূচনাটি ছিল, 'সাভারের একটি বাসা থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ছাত্রীর নাম ফারহা নাজ রুহী (২২)। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সে।' উক্ত সংবাদ-সূচনাটিতে তিনবার ছাত্রী শব্দটি ব্যবহার করার মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্য প্রকাশ করা হয়েছে (যুগান্তর, ১৪ এপ্রিল ২০১০)। যুগান্তরে প্রকাশিত আরও একটি লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যেমন, রাজধানীর পল্লবীতে আওয়ামী লীগের ইফতার মাহফিলে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে মহিলা আওয়ামী লীগের ১০ জন স্থানীয় নেত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে চারজনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখানে 'মহিলা আওয়ামী লীগ' ও 'স্থানীয় নেত্রী' শব্দ লিঙ্গবৈষম্যমূলক (যুগান্তর, ১ সেপ্টেম্বর ২০১০)। এই গবেষণায় বিশ্লেষণাধীন প্রথম আলো, যুগান্তর, দৈনিক ইত্তেফাক এবং সমকাল পত্রিকার সংবাদ-সূচনায় কোনো তথ্য ঘাটতি লক্ষ করা না গেলেও কালের কণ্ঠে ২৯টি ও The Daily Star-এ ১৫টি সংবাদ-সূচনায় তথ্য ঘাটতি পাওয়া গেছে। দ্য ডেইলি স্টারে প্রকাশিত

সংবাদ-সূচনাটি ছিল, 'The autopsy report confirmed that Mizanur Rashid, a Natore college teacher, was murdered' (দ্য ডেইলি স্টার, ১ নভেম্বর ২০১০)। উক্ত সংবাদ-সূচনায় 'কী' এবং 'কে'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি 'কোথায়' ঘটেছে, 'কখন' ঘটেছে, 'কেন' ঘটেছে, এবং 'কীভাবে' ঘটেছে এর উত্তর দেওয়া হয়নি।

৪.৮. সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি, ভুল তথ্যের উপস্থিতি, জাতিবৈষম্যমূলক, আদিবাসী সম্পর্কে বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার, আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দের/বাক্যের ব্যবহার।

নিচের টেবিলে এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল ৪.৭

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি, ভুল তথ্যের উপস্থিতি, জাতি ও আদিবাসী সম্পর্কে বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার ও আঞ্চলিকতাদুষ্ট শব্দের/বাক্যের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য

বিষয় ⇨ / পত্রিকার নাম ⇩		গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি আছে কিনা	ভুল তথ্যের উপস্থিতি আছে কিনা	জাতিগত বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার আছে কিনা	আদিবাসীদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার আছে কিনা	আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দের/ বাক্যের ব্যবহার
প্রথম আলো	আছে	৯৭	-	-	-	-
	নাই	-	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭
যুগান্তর	আছে	১০৯	-	-	-	-
	নাই	-	১০৯	১০৯	১০৯	১০৯
দৈনিক ইত্তেফাক	আছে	১২৩	-	-	-	১
	নাই	-	১২৩	১২৩	১২৩	১২২
কালের কণ্ঠ	আছে	৯৫	১	-	-	-
	নাই	-	৯৪	৯৫	৯৫	৯৫
সমকাল	আছে	১০৪	-	১	১	-
	নাই	১	১০৫	১০৪	১০৪	১০৫
The Daily Star	আছে	১৮৪	-	-	-	-
	নাই	১৩	১৯৬	১৯৬	১৯৬	১৯৬
সর্বমোট	আছে	৭১১	১	১	১	১
	নাই	১৪	৭২৪	৭২৪	৭২৪	৭২৪

সূত্র: আধেয়-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১০।

সংবাদ-সূচনা যেহেতু সমগ্র সংবাদ-বিবরণী সম্পর্কে পাঠককে ধারণা দেয়, সেহেতু সংবাদ-সূচনায় সংবাদ-কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব পত্রিকার সংবাদ-সূচনায়ই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম হলো The Daily Star যেখানে ১৩টি সংবাদ-সূচনায় এবং সমকালের ১টি সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অনুপস্থিতি রয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সংবাদ-সূচনায় একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তথ্যের উপস্থাপনা। কখনো কখনো সংবাদ-সূচনার একঘেয়েমি দূর করার জন্য সংবাদপত্রসমূহ ভিন্নভাবে অর্থাৎ সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না দিয়ে সংবাদ বিবরণীর অন্য অংশে তা উপস্থাপন করে যাতে পাঠক আগ্রহভরে সংবাদ-বিবরণীর শেষ অক্ষর পড়তে বাধ্য হয়। অন্যদিকে কালের কণ্ঠের ১টি সংবাদ-সূচনা বাদে অন্য কোনো পত্রিকার সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্যের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। কালের কণ্ঠ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ-সূচনাটি তুলে ধরা হলো- 'মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ জানানোয় বখাটের হাতে প্রাণ হারানো ফরিদপুর চিনিকলের কর্মী চাঁপা রানী ভৌমিকের খুনি দেবাশীষ সাহা রনিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের চারদিন পর গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফরিদপুর পুলিশের একটি বিশেষ দল ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। চাঁপা রানীকে মোটরসাইকেলে চাপা দেওয়া রনি গ্রেপ্তার হওয়ায় এলাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। তবে রনির ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিভিন্ন সংগঠন।' এই সংবাদ-সূচনাটিতে 'রনি গ্রেপ্তার হওয়ায় এলাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে' এই বাক্যটির সাথে সংবাদ-কাহিনির বর্ণনার কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। কিংবা সংবাদ-সূচনায় এলাকাবাসীর এ ধরনের কোনো বক্তব্য বা বিবৃতিও তুলে ধরা হয়নি। (কালের কণ্ঠ, ১ নভেম্বর ২০১০)। এ বিষয়টি সংবাদপত্রে কর্মরতদের নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার এবং সাথে সাথে পেশাদারিত্বের পরিচয় বহন করে। সমকালের ১টি করে সংবাদ-সূচনায় জাতিগত বৈষম্যমূলক ও আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। এটি বাদে গবেষণাধীন অন্য কোনো পত্রিকায় বিষয়টি পাওয়া যায়নি। যে সংবাদ-সূচনায় এটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো, 'হাইকোর্টের এক রায়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে অবৈধ ঘোষণা করায় পার্বত্য জেলাগুলোতে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কায় আছেন অনেক পাহাড়ি নেতা। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় অনেকেই এ রায় অপ্রত্যাশিত এবং রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার মতামত দিয়েছেন।' এই সূচনাটিতে 'পাহাড়ি নেতা' শব্দটি জাতিগত বৈষম্যমূলক ও আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে (সমকাল, ১৪ এপ্রিল ২০১০)। তবে বিষয়টি একবারেই ব্যতিক্রম এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল সংবাদপত্রকর্মীদের উদার মনোভাব এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে। এদিকে দৈনিক ইত্তেফাকের একটি ব্যতিক্রম বাদে অন্য কোনো সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট কোনো শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়নি। দৈনিক ইত্তেফাক যে সংবাদ-সূচনাটি ব্যবহার করেছে সেটি হলো, 'ইটালির প্রধানমন্ত্রী সিলভিও

বারলুস কোনি গতকাল মঙ্গলবার তার বিরুদ্ধে আনা আস্থা এবং অনাস্থা উভয় ভোটে উতরে গেছেন। আস্থা ভোটে বেশ বড় ব্যবধানে জিতলেও অনাস্থা ভোটে মাত্র তিন ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন তিনি।' এই সংবাদ সূচনাটিতে আঞ্চলিক শব্দটি হলো 'উতরে গেছেন' এখানে 'জিতেছেন' বললে ভালো হতো (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ডিসেম্বর ২০১০)।

৪.৯ সংবাদ-সূচনা আকর্ষণীয় কিনা বা সংবাদ-সূচনা সংবাদের গুরুত্ব প্রকাশ করে কিনা?

একটি সংবাদ-সূচনা যত বেশি আকর্ষণীয় হবে ততই পাঠক সংবাদ-কাহিনি পড়তে উদ্বুদ্ধ হবে। কারণ সংবাদ-সূচনা আকর্ষণীয় না হলে পাঠক সংবাদ-বিবরণী পড়তে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

টেবিল ৪.৮

সংবাদ-সূচনা আকর্ষণীয় কিনা বা সংবাদ-সূচনা সংবাদের গুরুত্ব প্রকাশ করে কিনা

বিষয় ⇨		আকর্ষণীয় কিনা যা পাঠককে সংবাদ-কাহিনি পড়তে উদ্বুদ্ধ করে	সংবাদ-সূচনাটি সংবাদের গুরুত্ব প্রকাশ করে কিনা
পত্রিকার নাম ⇓			
প্রথম আলো	হ্যাঁ	৯৭	৯৭
	না	-	-
যুগান্তর	হ্যাঁ	১০৯	১০৯
	না	-	-
দৈনিক ইত্তেফাক	হ্যাঁ	১২৩	১২৩
	না	-	-
কালের কণ্ঠ	হ্যাঁ	৬৪	৮৯
	না	৩১	০৬
সমকাল	হ্যাঁ	১০৫	১০৫
	না	-	-
The Daily Star	হ্যাঁ	১৯৪	১৯৬
	না	২	-
সর্বমোট	হ্যাঁ	৬৯২	৭১৯
	না	৩৩	৬

সূত্র: আধেয়-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১০।

এই গবেষণায় কালের কণ্ঠের প্রায় ৩১টি সংবাদ-সূচনাকে এবং The Daily Star-এর ২টি সংবাদ-সূচনাকে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়নি। এছাড়া গবেষণাধীন অন্য সব

পত্রিকার সংবাদ-সূচনা আকর্ষণীয় করে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে যা পাঠককে সংবাদ-বিবরণী পড়তে আগ্রহী করে তোলে। দৈনিক ইত্তেফাকে পরিবেশিত এ ধরনের একটি সংবাদ-সূচনা হলো, 'গ্রামাঞ্চলে নিরীহ মানুষ যখন প্রতিনিয়ত থানা পুলিশ আর ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতাকর্মীর হাতে নানা হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন তখন ঢাকার পার্শ্ববর্তী এক জেলায় এক পুলিশ সুপার সাধারণ মানুষকে অন্যায়, হয়রানি, মিথ্যা মামলা, নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়ে চলেছেন' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ২০১০)। অন্যদিকে কালের কণ্ঠের ৬টি বাদে অন্যসব সংবাদ-সূচনা সংবাদের গুরুত্ব তুলে ধরে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। যেমন, 'বেনাপোলের পটুখালী গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আ'লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে নাজমুল হাসান বাবু নামে এক যুবলীগ নেতা নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে। নিহত বাবু পটুখালী পশ্চিম পাড়া গ্রামের মতলব সর্দারের ছেলে। সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বেনাপোলের পটুখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে' (যুগান্তর, ১৫ জুন ২০১০)।

৪.১০. উপসংহার

এই অধ্যায়ে গবেষণাধীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা, সংবাদ-কাহিনির ধরন, সংবাদ-সূচনার ধরন, সংবাদ-সূচনায় ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যা, সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার, সংবাদ-সূচনায় মূল বিষয়ের উপস্থিতি, ভুল তথ্যের উপস্থিতি, লিঙ্গবৈষম্য, জাতি-ধর্মবৈষম্য, তথ্যের অতিরঞ্জন, তথ্য ঘাটতি, যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার, বিশেষণ ও জটিল শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্বাচিত ৬টি সংবাদপত্রের নমুনায়িত ৭২টি সংখ্যার প্রথম পাতায় ১ বছরে মোট ৭২৫টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে (টেবিল ৪.১ দ্রষ্টব্য)। সংবাদ-কাহিনির ধরন বিশ্লেষণে লক্ষ করা গিয়েছে যে, গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনার সাদামাটা বর্ণনা দিয়েছে যার পরিমাণ প্রকাশিত মোট সংবাদের অর্ধেকেরও বেশি (টেবিল ৪.২ দ্রষ্টব্য)। অপরদিকে অনুসন্ধানমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদের পরিমাণ ছিল বেশ কম (টেবিল ৪.২. দ্রষ্টব্য)। পাঠকের একঘেয়েমি দূর করার জন্য সংবাদপত্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে সারমর্ম সংবাদ-সূচনা প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ গবেষণায় মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৪৯৭টি সংবাদ সারমর্ম সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেছে (টেবিল ৪.৩. দ্রষ্টব্য)।

সংবাদপত্রে সংবাদ-সূচনায় ব্যবহৃত শব্দের বহর বা আকার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, নির্বাচিত ৬টি পত্রিকার কোনোটিতেই ১০ শব্দের নিচে কোনো সংবাদ-সূচনা নেই। তবে সবচেয়ে কম শব্দ ব্যবহার করে সংবাদ-সূচনা ছেপেছে দৈনিক ইত্তেফাক এবং এর পরের অবস্থান কালের কণ্ঠ। তবে ৩০-এর বেশি শব্দ ব্যবহার করে বেশ কিছু সংবাদ-সূচনা বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় পাওয়া গেছে (টেবিল ৪.৪. দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নির্বাচিত ৬টি পত্রিকায় ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনায় অনেক ক্ষেত্রেই 'ষড়-ক' ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে 'কী' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সবচেয়ে বেশি সংবাদ-সূচনা প্রকাশিত হয়েছে (টেবিল ৪.৫. দ্রষ্টব্য)।

অপরদিকে, গবেষণাধীন ৬টি পত্রিকায় মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৭০৮টিতে মূল বক্তব্যের উপস্থাপন লক্ষ করা গিয়েছে। দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় কোনো জটিল শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে সংবাদ-সূচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। দ্য ডেইলি স্টার বাদে অন্য সব পত্রিকাই জটিল শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার করেছে। বিশেষণযুক্ত শব্দ ব্যবহারে সংখ্যার বিচারে যুগান্তরে অবস্থান সবার আগে। অর্থাৎ মোট ৮৬টি বিশেষণযুক্ত সংবাদ-সূচনার মধ্যে ৫৪টি প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তরে। মোট প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে মাত্র ৩টি ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার করা হলেও বিশ্লেষণাধীন কোনো সংবাদপত্রে যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়নি (টেবিল ৪.৬. দ্রষ্টব্য)। গবেষণাধীন ৬টি পত্রিকার বেশিরভাগ সংবাদ সূচনায়ই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। অন্যদিকে সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্যের উপস্থিতির ক্ষেত্রে কালের কণ্ঠে ১টি মাত্র সংবাদ সূচনায় ভুল তথ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণাধীন পত্রিকাতে জাতিগত বৈষম্য ও আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার সচরাচর লক্ষ করা না গেলেও সমকাল পত্রিকার ১টি মাত্র সংবাদ-সূচনায় এর ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। আবার আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দ/বাক্য লক্ষ করা গেছে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মাত্র ১টি সংবাদ-সূচনায় (টেবিল ৪.৭. দ্রষ্টব্য)। এই গবেষণায় নির্বাচিত ৬টি পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত মোট ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৬৯২টি সংবাদ-সূচনাই আকর্ষণীয় করে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৭১৯টি সংবাদ সূচনায় সংবাদের মূল বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরতে দেখা গেছে (টেবিল ৪.৮. দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম অধ্যায়

সংবাদপত্র পাঠক : পাঠ অভ্যাস ও পাঠের কারণ

৫.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়ে সংবাদপত্র পাঠকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে চলক হিসেবে শিক্ষা, আয়, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, লিঙ্গ, শ্রেণি, পরিবারের সদস্য-সংখ্যা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়ে থাকে (Lawrence, 2011; Liu & Liu, 2010; Todd, Ballinger & Whitehead, 2008; Wojcicki, 2005)। এই গবেষণায় আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে সংবাদপত্র পাঠকদের লিঙ্গ-বিন্যাস, বয়স, শিক্ষা ও পেশাকে বোঝানো হয়েছে। এই গবেষণায় সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকদের প্রত্যাশা যাচাই করার জন্য ঢাকা মহানগরীর ৭টি পেশা থেকে ১০ জন করে মোট ৭০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও এই অধ্যায়ে পাঠকের সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস, পাঠের স্থান, সংবাদপত্র কেনার অভ্যাস, সংবাদপত্র পাঠের কারণ ইত্যাদি বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.২ সংবাদপত্র পাঠকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

এ অংশে উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক লিঙ্গ-বিন্যাস, বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.২.১ সংবাদপত্র পাঠকদের পেশাভিত্তিক লিঙ্গ-বিন্যাস

টেবিল ৫.১

উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক লিঙ্গ-বিন্যাস

পেশা ⇨ / লিঙ্গ ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
পুরুষ	৬ ৬০	৫ ৫০	৬ ৬০	৭ ৭০	৬ ৬০	৭ ৭০	৬ ৬০	৪৩ ৬১.৪২
নারী	৪ ৪০	৫ ৫০	৪ ৪০	৩ ৩০	৪ ৪০	৩ ৩০	৪ ৪০	২৭ ৩৮.৫৮
মোট	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**৭০ ১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে,এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতার মোট সংখ্যা ছিল ৭০ জন। ৭টি পেশা থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরী থেকে ১০ জন করে উত্তরদাতা নির্বাচিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই গবেষণায়

উত্তরদাতা নির্বাচন করা হলেও যারা প্রতিদিন বা অন্তত মাঝে মাঝে সংবাদপত্র পড়েন এমন উত্তরদাতাদের নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ, সংবাদপত্র পড়েন না এমন উত্তরদাতা নমুনা হিসেবে নির্বাচিত হলে তাদের পক্ষে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয় যা গবেষণার প্রকৃত ফলাফল প্রণয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। টেবিল ৫.১-এ দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬১.৪২% পুরুষ এবং ৩৮.৫৮% নারী। পেশাভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষক, সরকারি চাকরিজীবী, আইনজীবী এবং সাংবাদিক উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা ৬০% এবং নারী উত্তরদাতার সংখ্যা ৪০%। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণ রয়েছে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে ৫০%। এছাড়া ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকদের মধ্যে ৭০% উত্তরদাতা পুরুষ এবং ৩০% নারী। দেশের বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেক যেহেতু নারী[১] সেহেতু যেকোনো গবেষণায় প্রতিনিধিত্বশীল ফলাফল পাবার জন্য লিঙ্গ-বিন্যাস সুষম হলে ভালো হয়। এদিক বিবেচনায় বর্তমান গবেষণার পেশাভিত্তিক লিঙ্গ-বিন্যাস নারীদের অধিক অংশগ্রহণ এবং নারী-পুরুষ ভারসাম্যের ইঙ্গিত বহন করে।

৫.২.২ সংবাদপত্র পাঠকদের বয়স বিন্যাস

এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে নির্বাচিত সংবাদপত্র পাঠকদের বয়স নির্দেশ করে উত্তরদাতাদের বয়স কয়েকটি ভাগে ভাগ করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। যেমন, ১৫ বছরের নিচে, ১৫-২০ বছরের মধ্যে, ২১-২৫ বছরের মধ্যে, ২৬-৩০ বছরের মধ্যে, ৩১-৩৫ বছরের মধ্যে, ৩৬-৪০ বছরের মধ্যে, ৪১-৪৫ বছরের মধ্যে, ৪৬-৫০ বছরের মধ্যে, ৫১-৫৫ বছরের মধ্যে এবং ৫৫ বছরের উর্ধ্বে।

১. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার যাদের মধ্যে ৭ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাজার পুরুষ এবং ৭ কোটি ১০ লাখ ৬৪ হাজার নারী (BBS, 2011)।

টেবিল ৫.২
উত্তরদাতাদের বয়স বিন্যাস

পেশা ⇨ বয়স ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
১৫বছরের কম	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫-২০ বছর	-	৩ ৩০	-	-	-	-	-	৩ ৪.২৮
২১-২৫ বছর	-	৬ ৬০	-	-	১ ১০	-	৪ ৪০	১১ ১৫.৭১
২৬-৩০ বছর	২ ২০	১ ১০	১ ১০	২ ২০	-	১ ১ ০	৬ ৬০	১৩ ১৮.৫৭
৩১-৩৫ বছর	২ ২০	-	১ ১০	২ ২০	২ ২০	২ ২০	-	৯ ১২.৮৫
৩৬-৪০ বছর	৪ ৪০	-	২ ২০	৪ ৪০	-	২ ২০	-	১২ ১৭.১৫
৪১-৪৫ বছর	২ ২০	-	২ ২০	১ ১০	৪ ৪০	৩ ৩০	-	১২ ১৭.১৫
৪৬-৫০ বছর	-	-	২ ২০	-	১ ১০	১ ১০	-	৪ ৫.৭২
৫১-৫৫ বছর	-	-	২ ২০	১ ১০	২ ২০	১ ১০	-	৬ ৮.৫৭
৫৫ বছরের বেশি	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

টেবিলে ৫.২-এ দেখা যাচ্ছে যে, ১৫ বছরের নিচে যেমন কোনো উত্তরদাতার বয়স নেই, তেমনিভাবে ৫৫ বছরের উপরেও কোনো উত্তরদাতা এই গবেষণায় নেই। আবার অধিকাংশ উত্তরদাতার (৮১.২১%) বয়স ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৬-৩০ বছর বয়সের উত্তরদাতার সংখ্যা ১৮.৫৭%। যেসব উত্তরদাতার পেশা শিক্ষকতা তাদের মধ্যে সব বয়সের উত্তরদাতা রয়েছেন। যেমন, ২ জনের অর্থাৎ ২০%-এর গড় বয়স ২৬-৩০ বছরের মধ্যে; ২০%-এর ৩১-৩৫ বছরের মধ্যে; ৩৬-৪০ বছরের মধ্যে ৪০% এবং ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ২০%। শিক্ষার্থীদের বয়স ১৫-৩০ বছরের মধ্যে যাদের ৩০%-এর বয়স ১৫-২০ বছরের মধ্যে; ৬০%-এর ২১-২৫ বছরের মধ্যে এবং ১০%-এর ২৬-৩০ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত যেকোনো পেশার উত্তরদাতাদের চেয়ে কম বয়সি এবং যুবক/যুবতি।

এর মূল কারণ হলো বাংলাদেশে একজন শিক্ষার্থী গড়ে ১৬ বছর বয়সে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করে। এরপর যদি তার শিক্ষাজীবন যথাসময়ে শেষ হয় তবে ২৩ থেকে ২৪ বছরে সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভে সক্ষম হয়। যে কারণে বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে ৬০% শিক্ষার্থীর বয়স ২১-২৫ বছরের মধ্যে। তবে, শিক্ষাজীবনে 'break of study' বা উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য শিক্ষাজীবন শেষ হতে দেরি হলে তার বয়স একটু বেশি হতেও পারে। তাই বর্তমান গবেষণায় এরূপ ১০% শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে যাদের বয়স ২৬-৩০ বছরের মধ্যে যারা তাদের শিক্ষাজীবনের শুরু করেছে এরূপ ৩০% এর বয়স ১৫-২০ বছর। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মতো তরুণ সাংবাদিকদের আধিক্য গবেষণায় দেখা গেছে। এক্ষেত্রে এই গবেষণায় ২১-২৫ বছর বয়সি সাংবাদিক ছিলেন ৪০% এবং ৬০% ছিলেন ২৬-৩০ বছর বয়সি।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বাদে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্য সব পেশার উত্তরদাতাদের মধ্যে বয়সের সাযুজ্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ এসব পেশার বিভিন্ন বয়সি উত্তরদাতা বর্তমান গবেষণায় পাওয়া গেছে, যাদের বয়স ২৬-৫৫ বছরের মধ্যে। সরকারি চাকরিজীবীর ক্ষেত্রে ২৬-৩০ বছরের মধ্যে রয়েছে ১০%; ৩১-৩৫ বছরের মধ্যে রয়েছে ১০%; ৩৬-৪০ বছরের মধ্যে রয়েছে ২০%; ৪১-৪৫ বছরের মধ্যে রয়েছে ২০%; ৪৬-৫০ বছরের মধ্যে রয়েছে ২০% এবং ৫১-৫৫ বছরের মধ্যে রয়েছে ২০%। একইভাবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ২০%-এর বয়স ২৬-৩০ বছরের মধ্যে, ২০%-এর ৩১-৩৫ বছরের মধ্যে, ৪০%-এর ৩৬-৪০ বছরের মধ্যে, ১০%-এর ৪১-৪৫ বছরের মধ্যে এবং ১০%-এর ৫১-৫৫ বছরের মধ্যে। আইনজীবী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২১-২৫ বছর বয়সের ছিলেন ১০%; ৩১-৩৫ বছর বয়সের ছিলেন ২০%; ৪১-৪৫ বছর বয়সের ছিলেন ৪০; ৪৬-৫০ বয়স্ক ছিলেন ১০%; ৫১-৫৫ বছর বয়স্ক ছিলেন ২০%। চিকিৎসকদের মধ্যে ১০% ছিলেন ২৬-৩০ বছর বয়স্ক; ২০% ছিলেন ৩১-৩৫ বছর বয়স্ক; ২০% ছিলেন ৩৬-৪০ বছর বয়স্ক; ৩০% ছিলেন ৪১-৪৫ বছর বয়স্ক; ১০% ছিলেন ৪৬-৫০ বছর বয়স্ক এবং ১০% ছিলেন ৫১-৫৫ বছর বয়স্ক।

৫.২.৩ সংবাদপত্র পাঠকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

টেবিল ৫.৩-এ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য তাদেরকে এসএসসির নিচে, এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং অন্যান্য[২] এভাবে ভাগ করা হয়। ফলাফলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের বৃহৎ অংশই অর্থাৎ ৬১.৬৩% উচ্চশিক্ষিত।

২. অন্যান্য বলতে উচ্চতর ডিগ্রিধারী অর্থাৎ স্নাতকোত্তর বা সমমানের চেয়ে বেশি। একটু আলাদাভাবে বললে বলা যায় যারা পিএইচডি বা এফসিপিএস করেছেন এমন ডিগ্রিধারীদের 'অন্যান্য' হিসেবে দেখানো হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

টেবিল ৫.৩

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর বিন্যাস

পেশা ⇨ / শিক্ষাগত যোগ্যতা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
এইচএসসির কম	-	-	-	-	-	-	-	-
এসএসসি	-	-	-	-	-	-	-	-
এইচএসসি		৩ ৩০						৩ ৪.২৯
স্নাতক		৫ ৫০		৫ ৫০		১ ১০	২ ২০	১৩ ১৮.৫৭
স্নাতকোত্তর	৮ ৮০	২ ২০	১০ ১০০	৪ ৪০	১০ ১০০	১ ১০	৮ ৮০	৪৩ ৬১.৪৩
অন্যান্য	২ ২০			১ ১০		৮ ৮০		১১ ১৫.৭১
মোট	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**৭০ ১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিক্ষকদের মধ্যে ৮০% স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং অন্য ২০% শিক্ষকের অন্যান্য ডিগ্রি রয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০% এইচএসসি পাস, স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী ৫০% এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী ২০%। যেসব শিক্ষার্থী সম্মান কোর্সে অধ্যয়নরত এবং এখনো স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে পারেনি তাদেরকে এইচএসসি পাস হিসেবে বর্তমান গবেষণায় ধরা হয়েছে। সরকারি চাকরিজীবী ও আইনজীবীদের মধ্যে ১০০%-ই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। এদিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৫০% স্নাতক ডিগ্রিধারী, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী ৪০% এবং অন্যান্য ডিগ্রি অর্জনকারী ১০%। চিকিৎসকদের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রিধারী ১০%; স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ১০% এবং অন্যান্য ডিগ্রি অর্জনকারী ৮০%। একইভাবে, সাংবাদিকদের মধ্যে ২০% স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ৮০% (টেবিল ৫.৩ দ্রষ্টব্য)। বর্তমান গবেষণায় এসএসসির নিচে বা এসএসসি পাস কোনো উত্তরদাতা নেই। প্রত্যেকেই এসএসসির উপরে। এ কারণে বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাগণ যথেষ্ট শিক্ষিত–একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৫.৩ উত্তরদাতাদের সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস

এ অংশে সংবাদপত্র পাঠকদের সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস, প্রতিদিন কয়টি সংবাদপত্র পড়েন, কতক্ষণ পড়েন, সংবাদের কোন পাতাটি পড়েন এবং সংবাদের কোন অংশটি বেশি পড়েন– এ বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৫.৩.১ সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস

আগেই বলা হয়েছে যে, উত্তরদাতা হিসেবে তিনিই এই গবেষণায় নির্বাচিত হবেন যিনি সংবাদপত্র পড়েন।

টেবিল ৫.৪

উত্তরদাতা প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়েন কিনা

পেশা ⇨ / প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়েন কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
খবরের কাগজ পড়েন	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০
খবরের কাগজ পড়েন না	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**৭০ ১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

টেবিল ৫.৪ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক এবং সাংবাদিকদের মধ্যে ১০০% দৈনিক সংবাদপত্র পড়েন।

৫.৩.২ উত্তরদাতাগণ কতটি সংবাদপত্র পড়েন?

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতা প্রতিদিন কতটি সংবাদপত্র পড়েন– এ অংশে সে বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়েছে।

টেবিল ৫.৫

উত্তরদাতা দৈনিক কতটি সংবাদপত্র পড়েন

পেশা ⇨ / খবরের কাগজ সংখ্যা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
একটি	৫ ৫০	৩ ৩০	১ ১০	২ ২০	১ ১০	৬ ৬০	২ ২০	২০ ২৮.৫৭
দুটি	৩ ৩০	৬ ৬০	৫ ৫০	৪ ৪০	২ ২০	২ ২০	৩ ৩০	২৫ ৩৫.৭২
তিনটি	১ ১০	১ ১০	১ ১০	৪ ৪০	৪ ৪০	১ ১০	৩ ৩০	১৫ ২১.৪৩
চারটি	১ ১০	-	২ ২০	-	১ ১০	-	২ ২০	৬ ৮.৫৭
পাঁচটি বা তার অধিক	-	-	১ ১০	-	২ ২০	১ ১০	-	৪ ৫.৭১
মোট	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**১০ ১০০**	**৭০ ১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

টেবিল ৫.৫ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এক-তৃতীয়াংশের বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা (৩৫.৭২%) দৈনিক অন্তত দুটি সংবাদপত্র পড়েন। একটি সংবাদপত্র পড়েন ২৮.৫৭% উত্তরদাতা এবং তিনটি সংবাদপত্র পড়েন ২১.৪৩% উত্তরদাতা। চারটি সংবাদপত্র পড়েন মাত্র ৮.৫৭% উত্তরদাতা এবং সবচেয়ে কমসংখ্যক উত্তরদাতা (৫.৭১%) পাঁচটি বা তার অধিক সংবাদপত্র পড়েন। শিক্ষক উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫০% দৈনিক একটি সংবাদপত্র পড়েন, ৩০% পড়েন দুটি, ১০% তিনটি এবং ১০% চারটি। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০% দৈনিক একটি সংবাদপত্র পড়েন, ৬০% পড়েন দুটি এবং ৪০% শিক্ষার্থী পড়েন দৈনিক তিনটি সংবাদপত্র। ব্যবসায়ীদের মধ্যে ২০% পড়েন একটি করে সংবাদপত্র, ৪০% পড়েন দুটি এবং দৈনিক তিনটি করে সংবাদপত্র পড়েন এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৪০%। অন্যদিকে ১০% আইনজীবী দৈনিক একটি করে সংবাদপত্র পড়েন, ২০% দুটি, ৪০% তিনটি, ১০% চারটি এবং পাঁচটি বা তার অধিক সংবাদপত্র পড়েন এমন আইনজীবী হলেন ২০%। ৬০% চিকিৎসক দৈনিক একটি করে সংবাদপত্র পড়েন, ২০% দুটি, ১০% তিনটি এবং পাঁচটির অধিক পড়েন ১০%। সাংবাদিকদের মধ্যে ২০% দৈনিক একটি সংবাদপত্র পড়েন, ৩০% পড়েন দুটি করে; তিনটি করে সংবাদপত্র পড়েন ৩০% এবং ২০% পড়েন চারটি করে সংবাদপত্র। উত্তরদাতাদের সবাই বিভিন্ন পেশায় কর্মরত হলেও তাদের দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস যথেষ্ট ইতিবাচক–একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৫.৩.৩ উত্তরদাতাগণ দৈনিক গড়ে কতক্ষণ সংবাদপত্র পড়েন?

একজন উত্তরদাতা দৈনিক গড়ে কতক্ষণ সংবাদপত্র পড়েন– সেটা নির্ভর করে উত্তরদাতার সময়, প্রতিদিন চারিদিকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা জানার আগ্রহ এবং সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাসের ওপর। টেবিল ৫.৬ উত্তরদাতাগণ দৈনিক গড় সংবাদপত্র পাঠের সময়কাল নির্দেশ করে।

টেবিল ৫.৬

উত্তরদাতা দৈনিক গড়ে কতক্ষণ সংবাদপত্র পড়েন

পেশা ⇨ / কতক্ষণ পড়েন ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
১ ঘণ্টার কম	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	২ ২০	৩ ৩০	-	৯ ১২.৮৫
১ থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত	৫ ৫০	৭ ৭০	৭ ৭০	৪ ৪০	৫ ৫০	৬ ৬০	৭ ৭০	৪১ ৫৮.৫৮
দেড় ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা	২ ২০	২ ২০	১ ১০	৪ ৪০	২ ২০	১ ১০	২ ২০	১৪ ২০.০০
২ ঘণ্টা থেকে ৩ ঘণ্টা	২ ২০	-	১ ১০	১ ১০	১ ১০	-	১ ১০	৬ ৮.৫৭
৩ ঘণ্টার বেশি	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

উপরের টেবিলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি অংশ অর্থাৎ ৫৮.৫৮% দৈনিক গড়ে ১ থেকে দেড় ঘণ্টা সংবাদপত্র পড়েন। দেড় ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়েন ২০% উত্তরদাতা এবং ১২.৮৫% উত্তরদাতা ১ ঘণ্টার কম সংবাদপত্র পড়েন। মাত্র ৮.৫৭% উত্তরদাতা দুই ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়েন। কিন্তু তিন ঘণ্টার বেশি সংবাদপত্র পড়েন এমন উত্তরদাতা বর্তমান গবেষণায় পাওয়া যায়নি। শিক্ষকদের মধ্যে ১০% দৈনিক গড়ে ১ ঘণ্টার কম সময় সংবাদপত্র পড়েন, ৫০% পড়েন ১ থেকে দেড় ঘণ্টা, ২০% দেড় ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা এবং ২০% শিক্ষক দৈনিক গড়ে ২ ঘণ্টা থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়ার পেছনে ব্যয় করেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১০% ১ ঘণ্টার কম, ৭০% ১ থেকে দেড় ঘণ্টা এবং ২০% দেড় ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা দৈনিক গড়ে সংবাদপত্র পড়েন। অন্যদিকে ১০% সরকারি চাকরিজীবী দৈনিক গড়ে ১ ঘণ্টার কম সময় ধরে সংবাদপত্র পড়েন, ৭০% পড়েন ১ থেকে দেড় ঘণ্টা, ১০% পড়েন দেড় ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা এবং ১০% পড়েন গড়ে ২ ঘণ্টা থেকে ৩ ঘণ্টা। অন্যদিকে ২০% ব্যবসায়ী দৈনিক ১ ঘণ্টার কম সময় ধরে সংবাদপত্র পড়েন, ৫০% পড়েন ১ থেকে দেড় ঘণ্টা, ২০% পড়েন দেড় ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা এবং ১০% ব্যবসায়ী দৈনিক গড়ে ২ ঘণ্টা থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়েন।

এদিকে আইনজীবীদের মধ্যে ২০% ১ ঘণ্টার কম সংবাদপত্র পড়েন, ৫০% পড়েন ১ থেকে দেড় ঘণ্টা, ২০% দেড় ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা এবং ১০% পড়েন গড়ে ২ ঘণ্টা থেকে ৩ ঘণ্টা। চিকিৎসকদের মধ্যে ১ ঘণ্টার কম সময় ধরে খবরের কাগজ পড়েন ৩০%, ১ থেকে দেড় ঘণ্টা পড়েন ৬০% এবং ১০% পড়েন দেড় ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা। তাদের কেউ ২ ঘণ্টার অধিক সংবাদপত্র পড়েন না। সরকারি চাকরির বাইরে তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে এত ব্যস্ত থাকেন যে, অনেকে সংবাদপত্র পড়ার তেমন সময় পান না। উত্তর সংগ্রহকালে কয়েকজন চিকিৎসক বিষয়টি স্বীকার করেছেন যা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের মধ্যে সংবাদপত্র পড়ার পেছনে ১ থেকে দেড় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন ৭০%, দেড় ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা পড়েন ২০% এবং ১০% সাংবাদিক দৈনিক গড়ে ২ ঘণ্টা থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়েন।

সত্যিকার অর্থে প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ-বিশ্বে পাঠকের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে সংবাদপত্র পড়া সম্ভব নয়। কারণ, নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য হলেও তাকে অনেক কাজ করতে হয়। অপরদিকে বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের সবাই স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত। তাই তাদের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে সংবাদপত্র পড়া সম্ভব নয়। এরপরেও বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পাঠকদের সংবাদপত্র পাঠের সময়কাল একেবারে কম নয়– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৫.৩.৪ উত্তরদাতাগণ সংবাদপত্রের কোন পাতাটি বেশি পড়েন?

অধিকাংশ পাঠক যেহেতু কোথায় কী ঘটছে সেটা জানতে চায়, সে কারণে দিনের

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি জানার জন্য তাকে অবশ্যই সংবাদপত্রের প্রথম ও শেষ পাতা পড়তে হয়। তবে সব পাঠকই যে সংবাদপত্রের প্রথম ও শেষ পাতা পড়বে–এমন নয়। সংবাদপত্রের কোন পাতাটি পাঠক পড়বে, সেটি নির্ভর করে তার আগ্রহের ধরনের ওপর। টেবিল ৫.৬-এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র পাঠক কোন সংবাদপত্রের পাতাটি বেশি পড়েন– সেটি দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৫.৭

উত্তরদাতা সংবাদপত্রের যে পাতাটি বেশি পড়েন

পেশা ⇨ / সংবাদপত্রের পাতা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
প্রথম পাতা	৯ ৯০	৩ ৩০	৮ ৮০	৬ ৬০	৮ ৮০	১০ ১০০	৬ ৬০	৫০ ৭১.৪৩
শেষ পাতা	-	১ ১০	-	-	-	-	-	১ ১.৪২
অন্যান্য (প্রথম ও শেষ পাতা বাদে)	১ ১০	৬ ৬০	২ ২০	৪ ৪০	২ ২০	-	৪ ৪০	১৯ ২৭.১৫
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

টেবিল ৫.৭-এ দেখা যায় যে, অধিকাংশ পাঠকই (৭১.৪৩%) সংবাদপত্রের প্রথম পাতা পড়েন। চিকিৎসকদের সবাই (১০০%) প্রথম পাতা বেশি পড়েন। শিক্ষকদের মধ্যে প্রথম পাতা বেশি পড়ার হার ৯০%। এছাড়া, ৮০% সরকারি চাকরিজীবী ও আইনজীবী এবং ৬০% ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক প্রথম পাতা পড়েন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ হার সবচেয়ে কম অর্থাৎ মাত্র ৩০%। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, সংবাদপত্রের প্রথম পাতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ স্থান পায়। প্রথম পাতাকে আবার সংবাদপত্রের 'শো-পিস' বলা হয়ে থাকে। সে কারণে অর্থাৎ দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানার জন্যই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাগণ প্রথম পাতা পড়েন।

প্রথম পাতার পরে গুরুত্বপূর্ণ পাতা হিসেবে শেষ পাতা চিহ্নিত হলেও মাত্র ১.৪২% শিক্ষার্থী বাদে অন্য কোনো পেশার উত্তরদাতা এ-পাতাটি পড়েন না (টেবিল ৫.৭ দ্রষ্টব্য)। তবে গবেষণায় ২৭.১৫% উত্তরদাতা প্রথম ও শেষ পাতা বাদে অর্থাৎ অন্যান্য পাতা পড়েন বলে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়। শিক্ষার্থী (৬০%) এবং সাংবাদিক (৪০%) ও ব্যবসায়ীদের (৪০%) মধ্যে অন্যান্য পাতা পড়ার হার সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-বিষয়ক সংবাদ বেশি পড়ে বলে তাদের মধ্যে অন্যান্য পাতা পড়ার আগ্রহ বেশি থাকে। আবার ব্যবসা সংক্রান্ত খবরের প্রতি ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকে এবং ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ ভেতরের পাতায় থাকে বলে অনেক ব্যবসায়ী অন্যান্য

পাতা বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়েন বলে মনে হয়।

৫.৩.৫ উত্তরদাতাগণ সংবাদের কোন অংশটি বেশি পড়েন?

একটি সংবাদ-বিবরণীর তিনটি অংশ থাকে। ১) সংবাদ-শিরোনাম ২); সংবাদ-সূচনা; ৩) সংবাদ-কাহিনি (রায়, ২০০৩)। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ পাঠকই সংবাদের শিরোনাম এবং সংবাদ-সূচনা পড়ে অন্যান্য অংশ পড়েন না। অনেকেই শুধু সংবাদের শিরোনাম পড়েন। এই গবেষণায় অনুসন্ধানের একটি বিষয় ছিল যে সংবাদপত্র-পাঠক একটি সংবাদের কোন অংশটি সবচেয়ে বেশি পড়ে থাকেন। এটি অনুসন্ধানের জন্য গবেষণায় সংবাদপত্র পাঠককে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এগুলো হলো: পাঠক সংবাদ-শিরোনাম নাকি সংবাদ-সূচনা, নাকি সমগ্র-কাহিনি বেশি পড়েন। টেবিল ৫.৮-এ সংবাদপত্রের কোন অংশটি পাঠক বেশি পড়েন–সেটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

টেবিল ৫.৮

উত্তরদাতা সংবাদের যে অংশটি বেশি পড়েন

পেশা ⇨ / যে অংশ পড়েন ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
সংবাদ শিরোনাম	৪ ৪০	৫ ৫০	৫ ৫০	২ ২০	৫ ৫০	৫ ৫০	৬ ৬০	৩২ ৪৫.৭২
সংবাদ সূচনা	৩ ৩০	৪ ৪০	৩ ৩০	৪ ৪০	৫ ৫০	৪ ৪০	৪ ৪০	২৫ ৩৮.৫৭
সমগ্র রিপোর্ট	৩ ৩০	১ ১০	২ ২০	৪ ৪০	-	১ ১০	-	১১ ১৫.৭১
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

টেবিলে ৫.৮-এ দেখা যায় যে, সংবাদ-শিরোনাম ও সংবাদ-সূচনা বেশি পড়েন প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক উত্তরদাতা যাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫.৭২% এবং ৩৮.৫৭%। মাত্র ১৫.৭১% উত্তরদাতা সমগ্র সংবাদ-কাহিনি বেশি পড়েন। আগেই আলোচিত হয়েছে যে, পাঠক স্বল্পতম পরিসরে একটি বিষয় জানতে চায়। কারণ সমগ্র সংবাদ-কাহিনি পড়ার সময় তার নেই বলেই অধিকাংশ (প্রায় ৮৫%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা সংবাদ-শিরোনাম এবং সংবাদ-সূচনা বেশি পড়েন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ সাংবাদিক (৬০%) সংবাদ-শিরোনাম পড়েন এবং অবশিষ্ট অংশ (৪০%) সংবাদ-সূচনা পড়েন। সংবাদ-কাহিনি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তারা সমগ্র সংবাদ-কাহিনি পড়তে বেশি আগ্রহী নয়। যথাক্রমে শিক্ষার্থী, সরকারি চাকরিজীবী, আইনজীবী এবং চিকিৎসকদের অর্ধেক (৫০%) সংবাদ-শিরোনাম বেশি পড়েন। এ হার

শিক্ষকদের মধ্যে ৪০% এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে ২০%। অপরদিকে, আইনজীবীদের অর্ধেক (৫০%) সংবাদ-সূচনা বেশি পড়েন, কিন্তু এদের কেউ সমগ্র সংবাদ-কাহিনি পড়তে বেশি আগ্রহী নন। আলোচ্য ফলাফল থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, অধিকাংশ উত্তরদাতার ঝোঁক সংবাদ-শিরোনাম ও সংবাদ-সূচনা পড়ার দিকে, সমগ্র সংবাদ-কাহিনি পড়ার দিকে নয়।

৫.৩.৬ উত্তরদাতাগণ কেন সংবাদপত্র পড়েন?

সংবাদপত্র পাঠক কেন সংবাদপত্র পড়েন– পাঠকদের এরূপ একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল। সংবাদপত্র পাঠকদের সংবাদপত্র পড়ার কারণ বের করার উদ্দেশ্যেই প্রশ্নটি করা হয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও উত্তরদাতাদের অধিকাংশই সংবাদপত্র পাঠের কারণ হিসেবে প্রায় একই ধরনের উত্তর প্রদান করেছেন। পেশাভিত্তিক উত্তরদাতাদের উত্তরের সাযুজ্যগুলোকে এক জায়গায় করে যে কারণগুলো পাওয়া গেছে– তা নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল ৫.৯

সংবাদপত্র পাঠকদের সংবাদপত্র পাঠের কারণ

চিকিৎসক	সরকারি কমকর্তা	ব্যবসায়ী	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	আইনজীবী	সাংবাদিক
• সংবাদ জানার জন্য; • দেশ-বিদেশের সংবাদ জানার জন্য; • কী হচ্ছে, কী ঘটছে- এসব জানার জন্য; বিভিন্ন বিষয়ে নিজেকে আলোকিত করার জন্য।	• সমসাময়িক ও প্রাত্যহিক সংবাদ রাখার জন্য; • নিজেকে আপডেট রাখার জন্য; • তথ্য জানার জন্য; • জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ জানা, দেশে-বিদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য; • সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়সহ বিভিদ বিষয়ে প্রবন্ধ পড়ে সমৃদ্ধ হওয়া এবং নতুন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য; • ভালো লাগে তাই; • বিনোদনের জন্য।	• দেশ-বিদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংবাদ জানার জন্য; • তথ্য জানার জন্য; • পরিস্থিতি জানার জন্য; • ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট সংবাদ জানার জন্য।	• আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ জানার জন্য; • দেশ ও দেশের বাইরের পরিস্থিতি জানার জন্য; • জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সম্পর্কে দৈনন্দিন সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য; • সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও সামাজিক সংযুক্তি বজায় রাখার জন্য।	• দেশে-বিদেশের নানারকম সংবাদ জানার জন্য; • খেলার সংবাদ জানার জন্য; • আত্মার খোরাক জোগানোর জন্য; • দৈনিক ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো জানার জন্য; • জনগণের সংবাদ জানার জন্য; • আমাদের শাসক শ্রেণির কর্মকাণ্ড জানার জন্য ও তা মানুষকে বোঝানোর জন্য; • আপডেট থাকার জন্য।	• দেশ-বিদেশের খবর জানার জন্য, তথ্য সমৃদ্ধ হওয়া, জগতের ভঙ্গে তাল মেলানোর জন্য; • তথ্য জানা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য; • সাম্প্রতিক ঘটনাবলি জানার পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য; • অপসাংবাদিকতার নিন্দা করার মধ্য দিয়ে কলুষিত সাংবাদিকতা ও সংবাদের প্রতিবাদ করা।	• নিজেকে তথ্যসমৃদ্ধ করা ও সময়ের সাথে চলার জন্য; • সমসাময়িক বিষয়ের সাথে নিজেকে পরিচিত রাখার জন্য; • নিজ পেশায় ও বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য; • সংবাদ জানতে, মতামত পড়তে এবং সংবাদ প্রতিবেদন লেখা শেখার জন্য; • পরিপার্শ্বকে জানার জন্য।

সূত্র: আধেয়-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সংবাদপত্র পাঠককে সংবাদপত্র পড়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় সাধারণত প্রণোদিত করে থাকে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমসাময়িক বিষয়ের সংবাদ ও তার ব্যাখ্যা জানা, নিজেকে তথ্যসমৃদ্ধ করা, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা এবং দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া ঘটনাসহ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে জানা। চিকিৎসকদের কাছে সাধারণ তথ্যপ্রাপ্তি সংবাদ পাঠের মুখ্য কারণ বলে বিবেচিত হলেও সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকেই সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়সহ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানা এবং দৈনন্দিন যাপিত জীবনের গ্যাঁড়াকল থেকে নিষ্কৃতি লাভ অর্থাৎ বিনোদন প্রাপ্তির জন্য সংবাদপত্র পড়েন। শিক্ষকদের অনেকেই মনে করেন, সংবাদপত্র পাঠ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও সামাজিক সংযুক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং এ কারণেই তারা সংবাদপত্র পড়েন।

শিক্ষার্থীরা তরুণ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। খেলাধুলা তাদের অন্যতম আগ্রহের বিষয় যার প্রতিফলন ঘটেছে বর্তমান গবেষণায়। কারণ শিক্ষার্থীদের অনেকেই খেলার সংবাদ জানার জন্য সংবাদপত্র পড়েন বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা আরো গুরুত্ব দেন নিজেকে আপডেট রাখার ওপর। আর এই আপডেট রাখার বিষয়টি তাদের কাছে দ্বিমাত্রিক, নিজ আত্মার খোরাক জোগানো এবং শাসক শ্রেণির কর্মকাণ্ড নিজেরা জেনে সাধারণ মানুষকে তা বোঝানো। রাজনীতি অনেক শিক্ষার্থীর আগ্রহের বিষয়। কারণ শিক্ষার্থীদের অনেকেই বলেছেন যে, তারা শাসকশ্রেণির কর্মকাণ্ড জানতে এবং সে-বিষয়ে মানুষকে জানানোর তাগিদেই সংবাদপত্র পড়েন। ব্যবসায়ীদের অনেকেই সাধারণ সংবাদ জানার পাশাপাশি ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ জানাকে সংবাদপত্র পাঠের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আইনজীবীরা সংবাদ জানা, তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাংবাদিকদের ভুলত্রুটি ধরে এর প্রতিবাদ করার জন্য সংবাদপত্র পড়েন। আর সাংবাদিকরা সাধারণ কারণের পাশাপাশি তাদের লেখার মান বৃদ্ধি এবং পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য সংবাদপত্র পড়েন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৫.৪ উপসংহার

এই গবেষণায় সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকগোষ্ঠীর প্রত্যাশা যাচাই করার জন্য ৭টি পেশা থেকে ১০ জন করে মোট ৭০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় প্রতিনিধিত্বশীল ফলাফল পাবার জন্য লিঙ্গ-বিন্যাসের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের ভারসাম্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গবেষণায় উত্তরদাতাদের বয়স বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৮১.২১% উত্তরদাতার বয়স ছিল ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সের উত্তরদাতা ছিল ১৮.৫৭%। ১৫ বছরের নিচে এবং ৫৫ বছরের উপরে কোনো উত্তরদাতা বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। গবেষণায় লক্ষ করা গিয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বাদে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্য সব পেশার

উত্তরদাতাদের বয়স প্রায় একই রকম (টেবিল ৫.২ দ্রষ্টব্য)। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬১.৪২% ছিলেন পুরুষ এবং ৩৮.৫৮% নারী (টেবিল ৫.১ দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, এসএসসির নিচে বা এসএসসি পাস কোনো উত্তরদাতা নেই। প্রত্যেকেই এসএসসির উপরে (টেবিল ৫.৩ দ্রষ্টব্য)। যিনি সংবাদপত্র পড়েন তিনিই এই গবেষণায় উত্তরদাতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এক্ষেত্রে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি পেশার ১০ জন করে মোট ৭০ জন উত্তরদাতার মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ পাঠকই সংবাদপত্র পাঠ করেন (টেবিল ৫.৪ দ্রষ্টব্য)। উত্তরদাতাগণ দৈনিক কতটি সংবাদপত্র পাঠ করেন এই বিশ্লেষণে লক্ষ করা গিয়েছে যে, সবচেয়ে বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা অন্তত প্রতিদিন দুটি করে সংবাদপত্র পড়েন যার হার ৩৫.৭২% এবং সবচেয়ে কমসংখ্যক অর্থাৎ দৈনিক পাঁচটি বা পাঁচটির বেশি সংবাদপত্র পড়েন এমন উত্তরদাতা ৫.৭১% (টেবিল ৫.৫ দ্রষ্টব্য)।

দৈনিক ১ থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস ৫৮.৫৮% উত্তরদাতার। তবে তিন ঘণ্টার বেশি সংবাদপত্র পড়েন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা গবেষণায় পাওয়া যায়নি (টেবিল ৫.৬ দ্রষ্টব্য)। উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশিরভাগ উত্তরদাতাই সংবাদপত্রের প্রথম পাতা পড়েন, ৭১.৪৩%। চিকিৎসকদের মধ্যে ১০০% পাঠকই প্রথম পাতা পড়েন, শিক্ষকদের মধ্যে প্রথম পাতা পড়েন ৯০%, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে কম মাত্র ৩০% (টেবিল ৫.৭ দ্রষ্টব্য)।

সংবাদ বিবরণীর তিনটি অংশের মধ্যে একটি পাঠক কোন অংশটি বেশি পড়েন এর বিশ্লেষণে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, অধিকাংশ উত্তরদাতার ঝোঁক সংবাদ শিরোনাম এবং সংবাদ-সূচনা পড়ার দিকে। উত্তরদাতাদের মধ্যে সংবাদ শিরোনাম পড়েন ৪৫.৭২% এবং সংবাদ-সূচনা পড়েন ৩৮.৫৭% উত্তরদাতা (টেবিল ৫.৮ দ্রষ্টব্য)। গবেষণার এই অধ্যায়ে সংবাদপত্র পাঠক কেন সংবাদপত্র পড়েন এরূপ একটি উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে, উত্তরদাতাদের অধিকাংশই সংবাদপত্র পাঠের কারণ হিসেবে প্রায় একই ধরনের উত্তর প্রদান করেছেন (টেবিল ৫.৯ দ্রষ্টব্য)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ ও তার ব্যাখ্যা জানা, নিজেকে তথ্যসমৃদ্ধ করা, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানা, বিনোদনপ্রাপ্তি এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবাদপত্র পাঠকদের মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা

৬.১ ভূমিকা

এই গবেষণাটিতে যেহেতু সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকের প্রত্যাশা যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেহেতু সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকের মূল্যায়ন অনুসন্ধান জরুরি। এ কারণে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকের সার্বিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এছাড়াও সংবাদপত্র-পাঠকদের মূল্যায়নের আলোকে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬.২ সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে সংবাদপত্র-পাঠকদের মূল্যায়ন

আলোচনার এ অংশে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকদের কোনো ধারণা আছে কিনা, সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর উত্তর সম্পর্কে পাঠক কী ধারণা পোষণ করে, সংবাদ-সূচনা কঠিনভাবে লিখা হয় কিনা, কোনো তথ্য-ঘাটতি কিংবা তথ্য গোপনের প্রবণতা সংবাদ-সূচনায় লক্ষণীয় কিনা, আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দের/বাক্যের ব্যবহার, বিশেষণের ব্যবহার, যৌন উদ্দীপক, জাতিবৈষম্যমূলক, আদিবাসীদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার সংবাদ-সূচনায় হয় কিনা এবং সার্বিকভাবে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকদের মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

৬.২.১ সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধারণা

উত্তরদাতাদের সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা আছে কিনা এ বিষয়টি নিচের টেবিলে (টেবিল ৬.১) দেখানো হয়েছে। এছাড়াও সংবাদ-সূচনাকে একটি সংবাদের সংক্ষিপ্তরূপ বলে পাঠকদের মনে হয় কিনা তা টেবিল ৬.২-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

টেবিল ৬.১

সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে উত্তরদাতার ধারণা

পেশা ⇨ / উত্তরদাতার ধারণা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
আছে	৮ ৮০	৭ ৭০	৭ ৭০	৯ ৯০	৮ ৮০	৯ ৯০	১০ ১০০	৫৮ ৮২.৮৫
নাই	২ ২০	৩ ৩০	৩ ৩০	১ ১০	২ ২০	১ ১০	-	১২ ১৭.১৫
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে সংবাদপত্র-পাঠকদের ধারণা আছে কিনা উত্তরদাতাদের কাছে এ বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছিল। ফলাফলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতার (৮২.৮৫%) সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট ১৭.১৫ শতাংশ উত্তরদাতার এ সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। সাংবাদিকদের সবার (১০০%) সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। সাংবাদিকতার সঙ্গে সংবাদ-সূচনা বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে সাংবাদিকগণ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হয়। তবে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯০% চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী, ৮০% শিক্ষক ও আইনজীবী এবং ৭০% শিক্ষার্থী ও সরকারি চাকরিজীবীর এ সংক্রান্ত ধারণা আছে। খুব অল্পসংখ্যক উত্তরদাতা যাদের মধ্যে ৩০% শিক্ষার্থী ও সরকারি চাকরিজীবী, ২০% শিক্ষক ও আইনজীবী এবং ১০% ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকের এ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই, কারো ভুল কিংবা কারো অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। যেমন, একজন চিকিৎসক, একজন সরকারি চাকরিজীবী এবং একজন আইনজীবী সংবাদ-সূচনাকে 'সংবাদ-শিরোনাম' বলে অভিহিত করেছেন। সরকারী চাকরিজীবীদের আর একজন অবশ্য সংবাদ-সূচনাকে 'ক্যাপশন' বলে অভিহিত করেছেন। একজন সরকারি চাকরিজীবী সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, '*সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে অভিধানগত অর্থ আমার জানা নেই, তবে সংবাদের শুরুর বিষয়টি দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না ভেতরে কী আছে।*' একজন আইনজীবী বলেছেন, '*সংবাদের শুরুর যে বিষয়টি থাকে তাকেই সংবাদ-সূচনা বলে যা সংবাদটির সঠিক বিষয়বস্তুর একটি ধারণা তুলে ধরে।*' ব্যবসায়ীদের একজন অবশ্য সংবাদ-সূচনাকে 'ভূমিকা' হিসেবে দেখেন। অনেকটা একইরকমভাবে একজন শিক্ষক সংবাদ-সূচনাকে দেখেন 'Statement Sentence' হিসেবে। তবে বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মাত্র কয়েকজন উত্তরদাতার সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও অধিকাংশ উত্তরদাতার ধারণা স্পষ্ট বলেই প্রতীয়মান হয়।

টেবিল ৬.২

সংবাদ-সূচনা সমগ্র সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ

পেশা ⇨ / সংবাদ সূচনা সমগ্র সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
মনে করেন	১০ ১০০	৫ ৫০	৯ ৯০	৯ ৯০	৮ ৮০	৪ ৪০	১০ ১০০	৫৫ ৭৮.৫৭
মনে করেন না	-	৫ ৫০	১ ১০	১ ১০	২ ২০	৬ ৬০	-	১৫ ২১.৪৩
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

একাডেমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো সংবাদের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ যেখানে সংবাদের মূল কথাগুলো সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয় সেটি হলো সংবাদের সূচনা (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য সংজ্ঞায়ন পশ্চিমা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্র থেকে এসেছে। কাজেই বর্তমান গবেষণায় আগ্রহের বিষয় ছিল পাঠকদের কাছে এই সংজ্ঞায়নের রূপটি কেমন এবং তাদের প্রত্যাশা কিরূপ তা জানা। এ কারণে বর্তমান গবেষণায় এ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (৭৮.৫৭%) সংবাদ-সূচনাকে সমগ্র সংবাদের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে রায় দেন। এর মধ্যে শিক্ষক ও সাংবাদিক (১০০%), সরকারি চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী ৯০%, আইনজীবী ৮০%। তবে শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদের যথাক্রমে ৫০% এবং ৪০% এ-ধারণার পক্ষে তাদের মত দেন। সরকারি চাকরিজীবীদের একজন বলেন, '*সংবাদ-সূচনা মূলত একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যার মাধ্যমে একটি সংবাদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।*' আবার একজন ব্যবসায়ীর মতে, '*সংবাদ-সূচনা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত রূপ। কারণ একটি রিপোর্টের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরাই তো সংবাদ-সূচনা।*' তবে একজন চিকিৎসক যিনি সংবাদ-সূচনাকে সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ মনে করেন না, তিনি বলেন, '*সব সংবাদ তো আর সংবাদ-সূচনায় থাকে না। যে কারণে সংবাদ-সূচনাকে সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ বলা ঠিক নয়।*' একইভাবে একজন শিক্ষার্থী বলেন, '*সাধারণত সব সংবাদ তো আর সংবাদ-সূচনায় থাকে না, কিছু তথ্য সূচনায় থাকে, কিছু থাকে রির্পোটে।*' তবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই সংবাদ-সূচনা বলতে সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপটিকেই বোঝেন এবং অধিকাংশ পাঠকই সংক্ষিপ্ত সংবাদ-সূচনা প্রত্যাশা করেন। এ প্রসঙ্গে একজন সরকারি কর্মকর্তার মন্তব্য হলো, 'সংবাদ-সূচনা ছোট ছোট বাক্যে, সহজ ও সাবলীলভাবে লিখতে হবে। এটা ১৯-২৯ শব্দের মধ্যে হতে পারে।' এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পাঠকদের অধিকাংশের প্রত্যাশা যাতে সংবাদ-সূচনা ২০-২৫, বা ২৫-২৯ শব্দের মধ্যে লেখা হয়। যদিও চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৪-এ দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণাধীন সংবাদপত্রের অধিকাংশ সংবাদ-সূচনা ৩০ শব্দের ঊর্ধ্বে লেখা হয়েছে, কিন্তু আসলে গবেষণাধীন পাঠকদের অধিকাংশের প্রত্যাশা, সংবাদ-সূচনা যেন ৩০ শব্দের নিচে হয়। একাডেমিকভাবে এটিই ভালো সংবাদ-সূচনার আদর্শ যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ব্যস্ততম এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষকে প্রতিযোগিতা করে জগৎ সংসারে টিকে থাকতে হচ্ছে। সর্বত্রই চলছে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। টিকে থাকার এই সংগ্রামে সংক্ষিপ্ত সময়ে তাকে অনেক কাজ করতে হচ্ছে। সংবাদপত্র পাঠকদের হাতে তাই সংবাদপত্র পড়ার দীর্ঘসময় নেই। এ কারণে সংবাদের শুরুটা পড়েই সে সংবাদের মর্মার্থ বুঝতে চায়। পাঠক তাই প্রত্যাশা করে সংক্ষিপ্ত সংবাদ-সূচনার।

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের অধিকাংশের প্রত্যাশাও ঠিক তাই। একজন

ব্যবসায়ীর মতে, 'একটি রিপোর্টের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সংবাদ-সূচনায় সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা উচিত।' চিকিৎসকগণও সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করেছেন যে, সংবাদ সূচনা হচ্ছে সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ। অন্যদিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা প্রায় একইরকম। তাদের মতে, সংবাদ-সূচনায় সংক্ষিপ্ত আকারে সমগ্র সংবাদের মূল বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া উচিত। আবার সাংবাদিকদের প্রত্যাশা হলো, সংক্ষিপ্ত সংবাদ-সূচনা যা পুরো সংবাদ-কাহিনির মূল ভাব তুলে ধরে সেটাই প্রকৃত সংবাদ-সূচনা। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনার বাস্তবতা (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং উত্তরদাতাদের প্রত্যাশাকে বিশ্লেষণ করে একটি বিষয়ে অনুসিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পাঠকদের প্রত্যাশা হলো সংক্ষিপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ-সূচনার যা সমগ্র সংবাদ-কাহিনির মূলভাবটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

৬.২.২ সংবাদ-সূচনায় তথ্যঘাটতি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশেষ তথ্যের উপস্থিতি

সংবাদ-সূচনায় কোনো তথ্য ঘাটতি পাঠক লক্ষ করেন কিনা এবং সংবাদ-সূচনায় সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশিত হয় কিনা– এটা জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিষয় দুটি যথাক্রমে টেবিল ৬.৩ এবং ৬.৪-এ আলোচিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৩

সংবাদ-সূচনায় তথ্যঘাটতি আছে কিনা

পেশা ⇨ তথ্য ঘাটতি থাকে কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	৭ ৭০	৮ ৮০	৮ ৮০	৪ ৪০	৫ ৫০	৫ ৫০	৫ ৫০	৪২ ৬০.০০
না	৩ ৩০	২ ২০	২ ২০	৬ ৬০	৫ ৫০	৫ ৫০	৫ ৫০	২৮ ৪০.০০
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

একজন সাংবাদিক যখন কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ-কাহিনি রচনা করেন তখন তার ওপর বহুমাত্রিক দায়িত্ব বর্তায়। আর এসব দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে– সামাজিক দায়িত্ব, আইনগত দায়িত্ব ও পেশাগত দায়িত্ব। এসব দায়িত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মাত্রা ব্যক্তি হিসেবে তিনি যে সমাজের সদস্য সেই সমাজকে স্পর্শ করে। কাজেই একজন সাংবাদিক যখন সংবাদ-কাহিনি রচনা করবেন তা যেন কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ দিককেই স্পর্শ করে সেটাই কাম্য। কেননা সংবাদ-কাহিনিতে তথ্যের ঘাটতি কিংবা ভিন্ন তথ্য জন্ম দিতে পারে বিভ্রান্তির। বর্তমান গবেষণায় নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে মাত্র ৪৪টি সংবাদ-

সূচনায় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে (চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৬ দ্রষ্টব্য)। আর এই বিষয়টি বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাগণও খেয়াল করেছেন। টেবিল ৬.৩-এ দেখা যাচ্ছে যে, ৬০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, সংবাদ-সুচনায় তথ্যের ঘাটতি থাকে। শিক্ষার্থী ও সরকারি চাকরিজীবীদের অধিকাংশই (৮০%) সংবাদ-সূচনায় তথ্যঘাটতি লক্ষ করেন। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ হার ৭০%। আইনজীবী, সাংবাদিক এবং চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এ হার ৭০% হলেও ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ৪০%। মজার ব্যাপার হলো সাংবাদিকরা যারা নিজেরা সংবাদ-সূচনা রচনা করেন তাদের অর্ধেক (৫০%) সংবাদের সূচনায় তথ্যের ঘাটতি লক্ষ করেন। কাজেই বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নমুনায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত সংবাদ-কাহিনির সংবাদ-সূচনায় তথ্যের ঘাটতির বিষয়টি নির্দেশ করে।

যেসব উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় তথ্যের ঘাটতি লক্ষ করেন, তাদের অনেকের মতামত অনেকটা একইরকম। তাদের মতে, সংবাদ-সূচনায় অনেক সময় ঘটনার সাথে জড়িতদের কথা সেভাবে গুরুত্ব পায় না, সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো যথার্থভাবে উপস্থাপিত হয় না, ঘটনার নিরপেক্ষতা থাকে না, অন্যান্য গণমাধ্যমের সাথে তথ্যের ফারাক থাকে, কোনো ঘটনা একপাক্ষিকভাবে উপস্থাপিত হয়, তথ্যের অস্পষ্টতা থাকে, সব 'ক'-এর উত্তর থাকে না ইত্যাদি। সাংবাদিকদের একজন বলেন, 'সংবাদ-সূচনায় কেন এবং কীভাবে এর উত্তর প্রায়ই পাওয়া যায় না।' একজন শিক্ষকের মন্তব্য হলো, 'সংবাদ-সূচনায় স্থান, সময় এবং মূল প্রসঙ্গ অনুপস্থিত থাকে। ঘটনার সাথে যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই missing থাকে।' অর্থাৎ শিক্ষকের এ মন্তব্যটিও সংবাদ-সূচনায় বিভিন্ন 'ক'-এর উত্তর না পাওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। কারণ, স্থান অর্থাৎ ঘটনাটির উৎপত্তিস্থল বা 'কোথায়', সময় বলতে, 'কখন' ইত্যাদিকে নির্দেশ করে। 'কেন' এবং 'কীভাবে' এর উত্তর সংবাদ-কাহিনির নিচের দিকে দিলেও অন্তত 'কে', 'কী', 'কখন', ও 'কোথায়' এর উত্তর অবশ্যই সংবাদ-সূচনায় থাকা উচিত যা ভালো সংবাদ-সূচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বলেও বিবেচিত। যদিও গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে, সংবাদ-সূচনায় অধিকাংশতেই 'ষড়-ক'-এর অনেকগুলোর উপস্থিতি থাকে (চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৫ দ্রষ্টব্য), তবে উত্তরদাতাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী তারা সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর সঠিক উপস্থিতি আরো বেশিমাত্রায় প্রত্যাশা করেন বলেই এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে।

সংবাদ শিরোনাম ও সংবাদ-কাহিনির সাথে সংগতিপূর্ণ সংবাদ-সূচনা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের অধিকাংশের প্রত্যাশা। একজন সরকারি কর্মকর্তার মতে, 'সংবাদ-সূচনা শিরোনামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে যেখানে ঘটনার মূল বিষয়টি বর্ণিত হবে যথার্থভাবে।' একইভাবে একজন আইনজীবী অভিযোগ করে বলেন, 'সংবাদ-সূচনাটি পড়ার পর সংবাদ-কাহিনির পুরোটুকু পড়লে সংবাদ-সূচনার ওপর অনাস্থা চলে আসে'। মূলত, বক্তব্য দুটির মর্মার্থ হলো সংবাদ-সূচনা হবে সমস্ত সংবাদ-বিবরণীটির সংক্ষিপ্ত রূপ যা

একটি আদর্শ সংবাদ-সূচনার বৈশিষ্ট্যও বটে (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আবার সংবাদ-সূচনায় একটি ঘটনার পরিপূর্ণ উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের উপস্থাপন। অধিকাংশ পাঠকের প্রত্যাশাও অনেকটা এ রকমই। একজন ব্যবসায়ীর মতে, 'সংবাদ-সূচনায় অনেক সময় দু'পক্ষের মতামত দেখা যায় না যা একটি সংবাদকে পক্ষপাতদুষ্ট করে। সে কারণে সংবাদ-সূচনায় উভয় পক্ষের মতামতের যথার্থ উপস্থাপন হওয়া উচিত।' অর্থাৎ পাঠক সংবাদ-সূচনায় দু'পক্ষের মতামতের সঠিক উপস্থাপনা দেখতে চান। আবার অনেক সময় তথ্যের ঘাটতিতে বা উপস্থাপনার পার্থক্যের কারণে পাঠক বিভ্রান্ত হন। কারণ তারা একটি ঘটনার বিভিন্ন মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনা প্রত্যাশা করেন না যা পাঠককে বিভ্রান্ত করে। একজন চিকিৎসক মনে করেন, 'সংবাদপত্রের কোনো সংবাদের সংবাদ-সূচনা পড়ার পর টিভি সংবাদ দেখলে বেশ তারতম্য লক্ষ করা যায়।' প্রকৃতপক্ষে 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার করে সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থাপনা থাকলে একই ঘটনার সংবাদে পাঠক বিভ্রান্তির সুযোগ খুব কম থাকে। কারণ এতে করে একই ঘটনার মূল বিষয়ের তেমন তারতম্য থাকে না।

আবার পাঠক যেহেতু সংবাদের শুরুতেই ঘটনার মূল বিষয়টি জানতে চান সেজন্য সংবাদ-সূচনা সংবাদের এমন একটি অংশ যেখানে সংবাদ-কাহিনির সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি সন্নিবেশিত হয়। যদিও বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-কাহিনির সংবাদ-সূচনায় মাত্র ১৪টি বাদে সবক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে (চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৭ দ্রষ্টব্য)। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান গবেষণায় এ বিষয়ে সংবাদপত্র পাঠকদের উপলব্ধি ও প্রত্যাশার বিষয়টি যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেশ চমকপ্রদ উত্তর পাওয়া গেছে।

টেবিল ৬.৪

সংবাদ-সূচনায় নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থাপন বিষয়ে উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন

পেশা ⇨ সংবাদ-সূচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	১ ১০	৭ ৭০	৭ ৭০	১ ১০	৫ ৫০	১ ১০	৮ ৮০	৩০ ৪২.৮৬
না	৯ ৯০	৩ ৩০	৩ ৩০	৯ ৯০	৫ ৫০	৯ ৯০	২ ২০	৪০ ৫৭.১৪
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্রঃ সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশি অংশ অর্থাৎ ৫৭.১৪% মনে করেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদ-সূচনায় নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি তারা পান না। আর এক্ষেত্রে শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকরা সবেচেয়ে সমালোচনামুখর ছিলেন। কেননা তাদের ৯০% জানিয়েছেন যে তারা সংবাদ-সূচনায় সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পান না। আইনজীবীদের একটি বড় অংশ অর্থাৎ ৫০% এ-মতের সমর্থক হলেও, শিক্ষার্থী এবং সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা ৩০%। কারণ, শিক্ষার্থী এবং সরকারি চাকরিজীবীদের ৭০% মনে করেন যে, সংবাদ-সূচনায় নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি তারা পান। সাংবাদিকদের অধিকাংশই এ বিষয়টির সাথে একমত এবং তাদের ৮০% মনে করেন যে, সংবাদ-সূচনায় সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পরিবেশিত হয়। একজন চিকিৎসক বলেন, 'সংবাদ-সূচনায় অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি থাকে না। কারণ অনেক সময় সংবাদ-কাহিনিটি সম্পূর্ণ পড়ার পরে মনে হয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সংবাদ-সূচনায় নেই যেটা অবশ্যই সংবাদ-সূচনায় সংযোজন করা যেত।' একইভাবে একজন ব্যবসায়ী মনে করেন, 'আসলে সাংবাদিকরা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে আড়াল করার জন্য সংবাদ-সূচনায় তা চেপে যান। এটা অনেকটা হলুদ সাংবাদিকতার শামিল।' এ কথা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সময় স্বল্পতার কারণে সংবাদ-সূচনা পড়ে অনেক সময় পাঠক পুরো সংবাদটি বুঝতে চান। এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যদি সংবাদ-সূচনায় উপস্থাপন করা না হয়, তবে পাঠকদের অনেকেই সংবাদের মূল বিষয়টি জানতে পারবে না।

সে কারণেই অধিকাংশ পাঠকের প্রত্যাশা সংবাদ-সূচনায় সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থাপন। এজন্য একজন সাংবাদিককে হতে হয় সৎ, মানসিকতা থাকতে হয় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের। সর্বোপরি সাংবাদিকদের দক্ষতার ব্যাপারটিও জরুরি। আইনজীবীদের অনেকেই মনে করেন, সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা উচিত। তাদের উচিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ও অর্থলিপ্সা পরিহার করে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী সংবাদ পরিবেশনে প্রবৃত্ত থাকা। চিকিৎসক, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই আইনজীবীদের বক্তব্যের সাথে একমত হলেও তাদের প্রত্যাশা হলো যেন সাংবাদিকরা সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে আরো সচেতন হন। একজন ব্যবসায়ীর প্রত্যাশা হলো, 'সাংবাদিকদের সত্যকে সত্য বলে মানতে হবে এবং হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার করতে হবে।' আবার একজন সাংবাদিক বলেন, 'পুরো বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়টি পাঠক আগ্রহ বিবেচনা করে সংবাদ-সূচনায় নিয়ে আসতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সাংবাদিকের News Sence থাকা জরুরি।'

মূলত সংবাদ-সূচনাকে আরো আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করে তোলার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের প্রত্যাশাগুলোকে মোটাদাগে চিহ্নিত করলে যে বিষয়গুলো উঠে আসে

সেগুলো হলো:

১) সংবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেভাবে উপস্থাপন করতে হবে;
২) যোগ্য ও দক্ষ সাংবাদিক নিয়োগ করতে হবে;
৩) সংবাদপত্রের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা পরিহার করতে হবে;
৪) সহজ বাক্যে ছোট করে মূল ভাবটুকু প্রকাশ করতে হবে;
৫) তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তথ্য পরিবেশন করা যাবে না;
৬) সত্যকে সত্য বলে মানতে হবে এবং হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার করতে হবে;
৭) রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে, পাঠকের মানসিকতা বুঝে বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ লিখতে হবে;
৮) ঘটনাস্থলে সরেজমিন উপস্থিত থেকে প্রতিবেদন রচনা করতে হবে;
৯) 'ষড়-ক' অনুসরণ করে সংবাদ-সূচনা লিখতে হবে;
১০) পুরো বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়টি পাঠক আগ্রহ বিবেচনা করে সংবাদ-সূচনায় নিয়ে আসতে হবে।

৬.২.৩ উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনাটি পড়ে রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করেন কিনা এবং সমগ্র রিপোর্ট পড়তে আগ্রহী হন কিনা

মানবজীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হচ্ছে যোগাযোগ। প্রতিটি যোগাযোগেই কোনো না কোনো মাত্রায় বার্তার সঞ্চারণ ঘটে। এই বার্তার সঞ্চারণ যদি অর্থবহ কিংবা পারস্পরিক বোধ সৃষ্টিকারী না হয় তাহলে তা যোগাযোগকারীর কোনো উদ্দেশ্যই সাধন করতে পারে না। মানবীয় সত্তার বাইরে একজন সাংবাদিককে প্রতিনিয়ত তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের তাগিদে তথা কার্যকর যোগাযোগের মানসেই যোগাযোগ করতে হয় পাঠকদের সঙ্গে। সংবাদ-কাহিনিতে তাদের এই যোগাযোগ বার্তা যদি সহজবোধ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় না হয় তাহলে তা পাঠকের মনে কোনো বোধের সৃষ্টি করে না। ফলে, কার্যত ব্যর্থ হয় তার যোগাযোগ উদ্দেশ্য। যে কারণেই বর্তমান গবেষণায় উত্তরদাতাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সংবাদ-সূচনা পড়ে সমগ্র রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন কি-না। আবার, সংবাদ-সূচনা যেহেতু সমগ্র রিপোর্ট সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদানের মাধ্যমে পাঠককে সংবাদ-কাহিনির পরবর্তী অংশ পড়তে আগ্রহী করে তোলে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে), এ কারণেই পাঠকদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সংবাদ-সূচনা তাদেরকে সমগ্র রিপোর্টটি পড়তে আগ্রহী করে তোলে কিনা। এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া নিচের টেবিল ৬.৫ এবং ৬.৬-তে উপস্থাপিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৫

সংবাদ-সূচনাটি পড়ে রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কিনা

পেশা ⇨ / রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
পারেন	৭ ৭০	৪ ৪০	৯ ৯০	৮ ৮০	৮ ৮০	৩ ৩০	৯ ৯০	৪৮ ৬৮.৫৭
পারেন না	৩ ৩০	৬ ৬০	১ ১০	২ ২০	২ ২০	৭ ৭০	১ ১০	২২ ৩১.৪৩
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

সংবাদ-সূচনাকে বলা হয়ে থাকে রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা পড়ে একজন সংবাদপত্র পাঠক পুরো রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি পুরো সংবাদ-কাহিনিটি পড়বেন কিনা। এই গবেষণায় উত্তরদাতাদের মতামতেও এর যথার্থতা পাওয়া গেছে। কেননা ৬৮.৫৭% উত্তরদাতাই মনে করেন যে, সংবাদ-সূচনা পড়ে তারা সমগ্র রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। যেসব উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনা পড়েই সমগ্র সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন তাদের মধ্যে সাংবাদিক ও সরকারি চাকরিজীবী রয়েছেন ৯০%, ব্যবসায়ী ও আইনজীবী রয়েছেন ৮০% এবং শিক্ষক রয়েছেন ৭০%। কিন্তু শিক্ষার্থী (৪০%) এবং ডাক্তারদের (৩০%) উত্তর বেশ চমকপ্রদ। কেননা তাদের মধ্যে যথাক্রমে ৬০% ও ৭০% জানিয়েছেন যে, তারা সংবাদ-সূচনা পড়ে পুরো সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন না। অধিকাংশ উত্তরদাতার উপলব্ধি থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সংবাদ-সূচনা অধিকাংশ পাঠকের সংবাদ-কাহিনির গুরুত্ব অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই হ্যাঁ-সূচক জবাব দিয়ে বলেছেন যে, সংবাদের সূচনা পড়েই তারা প্রায় পুরো সংবাদ-কাহিনিটির মূল বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন। একজন ব্যবসায়ী জানিয়েছেন 'সংবাদ-সূচনা পড়ে ঘটনার মূল বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়।' একজন আইনজীবীও ব্যবসায়ীর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। একজন চিকিৎসকের বক্তব্য হলো, 'সব তথ্য তো আর সংবাদ-সূচনায় পাওয়া যাবে না, তবে সংবাদ-সূচনা পড়ে রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।' অবশ্য একজন সাংবাদিক বলেছেন, 'যেহেতু সংবাদ-সূচনা সংবাদের পরের অনুচ্ছেদের প্রতিনিধিত্ব করে, সে কারণে সংবাদ-সূচনা থেকে রিপোর্টের গুরুত্ব মোটামুটি অনুধাবন করা যায়।' অনেকে অবশ্য সংবাদের সূচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পাওয়ার ক্ষেত্রে 'মোটামুটি' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। যেমন, একজন শিক্ষক বলেছেন, 'যেসব সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের

উপস্থিতি থাকে না, সেই সংবাদ-সূচনাটি পড়ে সমগ্র সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় না।' বক্তব্যটি থেকে অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর সব রিপোর্টের সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে না। এজন্য পাঠক সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেন যা এই অধ্যায়ের ৬.২.২-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি সংবাদ-কাহিনির প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি অনুচ্ছেদ কোনো না কোনোভাবে একে অপরকে প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা বাক্যের এবং অনুচ্ছেদের এই পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বমূলক বিন্যাসই তথ্যের উপস্থাপনাকে পোক্ত করে; পাঠককে প্রণোদিত করে একেবারে শেষ বাক্যটি পড়ার জন্য। কাজেই তথ্যের এই বিন্যাস যদি মসৃণ না হয়; পাঠক যদি সংবাদ-কাহিনির গুরুত্ব অনুধাবন না করেন তাহলে তিনি কোনোভাবেই পুরো সংবাদ-কাহিনিটি পড়তে আগ্রহী হবেন না। আদৌ সংবাদ-সূচনা পাঠককে পুরো সংবাদটি পড়তে তাড়িত করে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

টেবিল ৬.৬

সংবাদ-সূচনা পড়ে সমগ্র রিপোর্টটি পড়তে আগ্রহ পান কিনা

পেশা ⇨ / সমগ্র রিপোর্টেটি পড়তে আগ্রহ পান কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
আগ্রহ পান	৮ ৮০	৭ ৭০	৭ ৭০	৮ ৮০	৯ ৯০	৬ ৬০	৮ ৮০	৫৩ ৭৫.৭১
আগ্রহ পান না	২ ২০	৩ ৩০	৩ ৩০	২ ২০	১ ১০	৪ ৪০	২ ২০	১৭ ২৪.২৯
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

টেবিল ৬.৬ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৭৫.৭১%) সংবাদ-সূচনা পড়ে পুরো সংবাদটি পড়তে আগ্রহ পান। আইনজীবীদের মধ্যে ৯০%, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের মধ্যে ৮০% এবং শিক্ষার্থী ও সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে ৭০% সংবাদ-সূচনা পড়েই সিদ্ধান্ত নেন পুরো সংবাদটি পড়বেন কিনা। চিকিৎসকদের মধ্যে এ হার একটু কম অর্থাৎ ৬০%। একজন চিকিৎসক যেমনটা উল্লেখ করেছেন, 'ভালো লাগলে, আগ্রহ জাগলে সমগ্র রিপোর্টটি পড়ি।' এখান থেকে অনুমান করা যায়, সব সংবাদ-সূচনা পাঠককে মূল কাহিনিতে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। ঠিক একই কথা বলেছেন একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'পুরো ঘটনা বোঝার জন্য আমাকে পুরো সংবাদই পড়তে হয়।' তবে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের বক্তব্য অনুযায়ী একজন পাঠক পুরো সংবাদ-কাহিনিটি পড়বেন কিনা কিংবা সংবাদ-সূচনাটি পাঠককে পুরো সংবাদ-কাহিনিটি পড়তে উৎসাহিত করবে কিনা তা মূলত কয়েকটি সূচকের ওপর

নির্ভর করে। আর সেই সূচকগুলো হলো– 'আকর্ষণীয়, বর্ণনা কৌশল, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থাপনা, সংক্ষিপ্ততা ও সর্বশেষ তথ্যসংবলিত বিবরণী। যেমন: শিক্ষকতা পেশার একজন উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, 'সংবাদ-সূচনা পড়ে সমগ্র রিপোর্টটি পড়তে আগ্রহ পান কিনা তা নির্ভর করে সূচনার বর্ণনার ওপর। মানসম্মত সূচনা না হলে পাঠক আগ্রহ হারাবে এটাই বাস্তব। আমাকে আকৃষ্ট করে সংবাদ নিজেই। তাই আমি সম্পূর্ণ সংবাদটি পড়ি কখনো কখনো।' অন্যদিকে একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, 'সূচনা যদি নাটকীয়ভাবে শুরু হয় তা পাঠককে রিপোর্টের গভীরে টেনে নিয়ে যায়।' আবার একজন ব্যবসায়ী বলেন, 'রিপোর্টের শুরুটা আকর্ষণীয় হলে সমগ্র রিপোর্ট পড়তে আগ্রহী হই।' কাজেই পাঠকের প্রত্যাশা হলো, সংবাদ-সূচনা হবে সর্বশেষ তথ্যসংবলিত, সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয়। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী একটি বিষয় পরিষ্কার যে, পুরো সংবাদ-কাহিনি পড়ার ক্ষেত্রে সংবাদ-সূচনা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

৬.২.৪ সংবাদ-সূচনা কঠিন করে লেখা এবং বিশেষণের ব্যবহার সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি ভালো সংবাদ-সূচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনায় বলা হয়েছে যে, সংবাদ-সূচনা হয় সহজ ও সাবলীল যাতে সংবাদপত্র পাঠক অতি সহজেই বুঝতে পারে। আবার পাঠককে পুরো সংবাদ-কাহিনি পাঠে প্রলুব্ধ করার প্রশ্নে মোক্ষম কৌশলটি হচ্ছে সূচনাটি আকর্ষণীয় হওয়া। আর এই আকর্ষণীয় সংবাদ সূচনা লেখার অন্যতম কৌশল হচ্ছে যতটা সম্ভব অল্প শব্দ ও সহজ ভাষা ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক তথ্য পরিবেশন করা (অধ্যায় ২.৬ দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে বাক্যে বিশেষণ ব্যবহারের বদলে আকর্ষণীয় ও জোরালো ক্রিয়া ব্যবহার করাটাই শ্রেয়। কেননা এসব বিশেষণ কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকের মনোজগতে দৃশ্যগত-ক্রিয়া সঞ্চারিত করে না বরং সাদামাটা ভালো-মন্দের বিবরণী হাজির করে। শুধু তাই নয়, এসব বিশেষণের মাধ্যমে সাংবাদিকের একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি ও পক্ষপাত সঞ্চারিত হতে পারে। অথচ বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোতে এর চর্চা বেশ জোরালোভাবে প্রতীয়মান (চতুর্থ অধ্যায়ে টেবিল ৪.৬ দ্রষ্টব্য)। এসব বিবেচনায় বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পাঠকদের কাছে জানতে পাওয়া হয়েছিল তারা বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনাকে কতটা কঠিন মনে করেন কিংবা সংবাদ-সূচনায় বিশেষণ ব্যবহার সম্পর্কে তাদের ধারণাই বা প্রত্যাশা কী। টেবিল ৬.৭ এবং ৬.৮-এ বিষয়টির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

টেবিল ৬.৭
সংবাদ-সূচনা কঠিন করে লেখা হয় কিনা

পেশা ⇨ / কঠিন করে লেখা হয় কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
আগ্রহ পান	৩ ৩০	-	৭ ৭০	১ ১০	১ ১০	-	-	১২ ১৭.১৫
আগ্রহ পান না	৭ ৭০	১০ ১০০	৩ ৩০	১০ ৯০	৯ ৯০	১০ ১০০	৯ ১০০	৫৮ ৮২.৮৫
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

টেবিল ৬.৭-এ দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৮৫.৮৫% মনে করেন যে, সংবাদ-সূচনা কঠিনভাবে লেখা হয় না। এদের মধ্যে সাংবাদিক, শিক্ষার্থী এবং চিকিৎসকদের কেউই মনে করেন না যে, সংবাদ-সূচনা কঠিন করে লেখা হয়। ব্যবসায়ী ও আইনজীবীদের ৯০% এ-মতের সমর্থক। কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও ৩০% শিক্ষক এবং ৭০% সরকারি চাকরিজীবী ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে সংবাদ-সূচনা কঠিন ভাষায় লেখা হয়। যেহেতু উত্তরদাতাদের অধিকাংশই একমত পোষণ করেন যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে সংবাদ-সূচনা কঠিন করে লেখা হয় না, সেহেতু ভালো সংবাদ-সূচনার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে সহজ ও সরল ভাষায় সংবাদ-সূচনা লেখা হবে– এ প্রত্যাশা উত্তরদাতাদের।

বক্তব্য বা ঘটনার যথাযথ প্রকাশে বিশেষণের ব্যবহার বেশ সহায়ক হলেও এই বিশেষণই কখনো কখনো বক্তব্যকে বিকৃত করতে পারে, ছড়াতে পারে বিভ্রান্তি। এ কারণে একটি ভালো সংবাদ-সূচনা কখনোই অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ ব্যবহার করে না (অধ্যায় ২.৬ দ্রষ্টব্য)। এরূপ তাগিদ থেকেই সংবাদ-সূচনায় বিশেষণের ব্যবহার সম্পর্কে পাঠকদের মতামত জানার চেষ্টা করা হয় বর্তমান গবেষণায়।

টেবিল ৬.৮

উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় কোনো বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করেন কিনা

পেশা ⇨ সংবাদ সূচনায় বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করেন কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	৭ ৭০	৬ ৬০	৪ ৪০	৫ ৫০	৪ ৪০	৪ ৪০	৬ ৬০	৩৬ ৫১.৪৩
না	৩ ৩০	৪ ৪০	৬ ৬০	৫ ৫০	৬ ৬০	৬ ৬০	৪ ৪০	৩৪ ৪৮.৫৭
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৬ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। বিশেষণের অধিক ব্যবহারের বিষয়টি সংবাদপত্র পাঠকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। সে কারণে টেবিল ৬.৮-এ দেখা যাচ্ছে যে, সংবাদপত্র পাঠকদের অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ৫১.৪৩% জানিয়েছেন যে, তারা সংবাদের সূচনায় বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করেন। যারা সংবাদ-সূচনায় বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করেন তাদের মধ্যে ৭০% পেশায় শিক্ষক, ৬০% শিক্ষার্থী, সরকারী চাকরিজীবী ৪০%, ব্যবসায়ী ৫০%, আইনজীবী ৪০%, ডাক্তার ৪০% এবং সাংবাদিক ৬০%। যদিও পাঠকদের একটি বড় অংশ অর্থাৎ ৪৮.৫৭% উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করেন না বলে জানিয়েছেন তবুও বিশেষণ ব্যবহার সম্পর্কে তাদের অধিকাংশের মতামত গবেষণাধীন আধেয়র বাস্তবতার (চতুর্থ অধ্যায়ে টেবিল ৪.৬ দ্রষ্টব্য) সাথে সংগতিপূর্ণ। আর এই বিষয়টি বর্তমান গবেষণার অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি।

উত্তরদাতাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সাধারণত নারী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গই বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত হয়ে থাকেন। যেমন, একজন শিক্ষক জানিয়েছেন, "দেশ নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে একাধিক বিশেষণে বিশেষায়িত করার প্রবণতা রয়েছে।" আবার একজন আইনজীবীর মতে, "রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের তোয়াজ করার জন্য অধিকাংশ সময় বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। যেমন, সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় 'পল্লীবন্ধু' বিশেষণটি। অন্যদিকে মতিয়া চৌধুরীর ক্ষেত্রে 'অগ্নিকন্যা', শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে 'জননেত্রী' এবং বেগম খালেদা জিয়া 'দেশনেত্রী' বিশেষণটি।" এছাড়াও নারীদের ক্ষেত্রে ষোড়শী, প্রমীলা, গৃহবধূ, সুন্দরী ও যুবতিসহ বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহার করা হয় বলে সাংবাদিকদের অনেকেই মন্তব্য কচ্ছেন।

শিক্ষার্থীদের অনেকেই এসব বিশেষণের সাথে আরো কিছু বিশেষণের ব্যবহার সংবাদপত্রে লক্ষ করেছেন। যেমন, গাছখেকো বন কর্মকর্তা। গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় যে বিশেষণের ব্যবহার হচ্ছে- সেটিও প্রমাণ করে। তবে এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের প্রত্যাশা হলো যত কম বিশেষণ বিশেষ করে যেগুলো নারীদেরকে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করে এবং বাজনীতিবিদদের জয়গান করে- তা যতটা বাদ দেয়া যায় ততই ভালো।

৬.২.৫ তথ্য গোপনের প্রবণতা ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে ব্যবহৃত তথ্যের বিভিন্নতায় বিভ্রান্তি

তথ্য গোপন অর্থ প্রয়োজনীয় তথ্য সংবাদ-সূচনায় না বলে তা এড়িয়ে যাওয়া। সংবাদ-সূচনা যেহেতু সংবাদ-কাহিনির মূল বিষয়টি পাঠককে জানিয়ে দেয়, সেহেতু সংবাদ-সূচনায় প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন বা এড়িয়ে যাওয়া হলে সংবাদ-সূচনাটি পাঠককে সংবাদ-কাহিনি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়। এতে করে সংবাদ-সূচনার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, একই ধরনের সংবাদ-কাহিনি বর্ণনায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে তথ্যের উপস্থাপন যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে পাঠক শুধু বিভ্রান্তই হন না, একইসাথে সংবাদের সংবাদ-মূল্যও কমে যায়। উপরের বিষয়গুলোতে সংবাদপত্র পাঠকের মতামত টেবিল ৬.৯ এবং ৬.১০-তে উপস্থাপিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৯

সংবাদ-সূচনায় তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা

পেশা ⇨ তথ্য গোপন করে কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	৯ ৯০	৮ ৮০	২ ২০	৫ ৫০	৩ ৩০	৫ ৫০	৩ ৩০	৩৫ ৫০.০০
না	১ ১০	২ ২০	৮ ৮০	৫ ৫০	৭ ৭০	৫ ৫০	৭ ৭০	৩৫ ৫০.০০
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

দেশের সংবাদপত্রগুলো সংবাদ-সূচনায় কোনো রকম তথ্য গোপন করে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরদাতাদের এক ধরনের সাম্য লক্ষ করা যায়। শতকরা ৫০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সংবাদের সূচনায় তথ্য গোপন করা হয়, অন্যদিকে ৫০ ভাগ মনে করেন কোনো রকম তথ্য গোপন করা হয় না। তবে ভিন্নতা লক্ষ করা যায় পেশাগত প্রশ্নে। যেমন ৯০%, ৮০%, ৫০%, ৫০% যথাক্রমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও চিকিৎসক হ্যাঁ জবাব দিয়েছেন। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবী, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের মধ্যে যথাক্রমে ৮০% ও ৭০% মনে করেন যে, সংবাদের সূচনায় তথ্য গোপন করার

প্রবণতাটি তারা লক্ষ করেন না (টেবিল ৫.১৭ দ্রষ্টব্য)। সরকারি চাকরিজীবী যিনি তথ্য গোপনের বিষয়টি খেয়াল করেন তিনি বলেছেন, "কখনো কখনো পুরো বিষয়টি বর্ণনা না করে আংশিক বর্ণনা করা হয় এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার মতামত ইচ্ছাকৃতভাবে সংবাদ-সূচনায় দেওয়া হয় না।" ঠিক একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় একজন ব্যবসায়ীর কণ্ঠে। যিনি বলেন, "ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষের মতামত বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ-সূচনায় উপস্থাপিত হয় না। অর্থাৎ সাংবাদিকগণ কোনো একটি বিশেষ মহল, গোষ্ঠী বা দলকে বা ব্যক্তিকে সুবিধা দিতে গিয়ে অনেক সময় এটা করে থাকেন।" তথ্য গোপনের এ সংস্কৃতি কোনো উত্তরদাতার প্রত্যাশা নয়। তারা চায় কোনো তথ্য গোপন নয় বরং তথ্যের সঠিক, সহজ, সাবলীল, আকর্ষণীয় কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনা।

টেবিল ৬.১০

একই বিষয়ে একাধিক সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় তথ্যের বিভিন্নতায় উত্তরদাতা বিভ্রান্ত হন কিনা এবং এতে সংবাদ-মূল্য কমে যায় কিনা

পেশা ⇨ সংবাদ মূল্য কমে যায় কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	৬ ৬০	৬ ৬০	৭ ৭০	৬ ৬০	৬ ৬০	৮ ৮০	৬ ৬০	৪৫ ৬৪.২৯
না	৪ ৪০	৪ ৪০	৩ ৩০	৪ ৪০	৪ ৪০	২ ২০	৪ ৪০	২৫ ৩৫.৭১
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

অন্যদিকে একই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে তথ্যের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ফলে সংবাদপত্র পাঠকের পক্ষে কোনটি আসল তথ্য তা বুঝে নেওয়া যেমন কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনি পাঠকের মধ্যে বিভ্রান্তির আশঙ্কাও থাকে। তথ্যের এই ভিন্নতা সংবাদের মূল্যকেও কমিয়ে দেয়। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পাঠকই (৬৪.২৯%) তথ্যের এই ভিন্নতা লক্ষ করেন। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, যেসব পাঠক মাত্র একটা সংবাদপত্র পড়েন তাদের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ-সূচনায় তথ্যের এই ভিন্নতা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে যারা একাধিক সংবাদপত্র পড়েন তাদের অনেকেই এই ভিন্নতা লক্ষ করেছেন। আলোচ্য পর্যবেক্ষণের সাথে পঞ্চম অধ্যায়ের টেবিল ৫.৫-এ প্রাপ্ত তথ্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই টেবিলটিতে দেখা যায় যে, ২৮.৫৭% উত্তরদাতা দৈনিক একটিমাত্র সংবাদপত্র পড়েন। এ কারণে এই গবেষণায় প্রায় ৩৫.৭১% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সংবাদ-সূচনায় তথ্যের ভিন্নতা লক্ষ করেননি

(টেবিল ৬.১০ দ্রষ্টব্য)। ৬০% শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী এবং সাংবাদিক তথ্যের ভিন্নতা লক্ষ করেন। সরকারি চাকরিজীবী ও চিকিৎসকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৬০% এবং ৮০%।

উত্তরদাতাদের অনেকেই জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সংবাদ-সূচনায় তথ্যের ভিন্নতা থাকলে পুরো সংবাদ-কাহিনিটির সংবাদ-মূল্য কমে যায়।' একজন ব্যবসায়ী বলেছেন, 'একই বিষয়ে একাধিক তথ্য বিশেষ করে বিপরীতমুখী হলে বিভ্রান্ত হই। আর এতে করে সংবাদের মানটাও কমে যায়।' অর্থাৎ উত্তরদাতার বক্তব্য অনুযায়ী তথ্যের ভিন্নতা শুধু সংবাদ-মূল্য কমিয়েই দেয় না, সাথে সাথে বিরক্তিরও উদ্রেগ করে, সৃষ্টি করে বিভ্রান্তির যা একজন চিকিৎসকের বক্তব্যেও ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'তথ্যের ভিন্নতায় বিভ্রান্ত হওয়ার চেয়ে বিরক্তি আসে বেশি। আর সেই সাথে নিউজ ভেল্যু তো কমেই যায়।' একজন শিক্ষার্থীও প্রায় একইরকমভাবে বলেছেন, 'বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় তথ্যের পার্থক্য যদি দেখা যায়, তাহলে সঠিক তথ্য জানা যায় না, এজন্য পাঠককে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।' আর এসব বিভ্রান্তি, বিরক্তি বা সংবাদ-মূল্য কমে যাবার কারণ হিসেবে উত্তরদাতারা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন– প্রকৃত তথ্য অপ্রকাশিত থাকে, সঠিক তথ্য পেতে সমস্যা হয়, ঘটনার বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একজন চিকিৎসকের বক্তব্য হলো– 'এগুলো ইয়োলো জার্নালিজম। এর মাধ্যমে মানুষকে জিম্মি করা হচ্ছে।' অনেক উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় তথ্যের এই ভিন্নতার জন্য সাংবাদিকদের রাজনৈতিক পক্ষপাত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাকেই দায়ী করেছেন। এ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষক বলেন, 'অধিকাংশ সংবাদপত্র রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। এ কারণে কখনো কখনো কিছু কিছু পত্রিকা ক্ষমতাসীন সরকারের বন্দনাগীতিতে মগ্ন হয়। বর্তমানে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি স্বার্থান্বেষীমহলের কাছে জিম্মি এবং মিডিয়ার মালিক/স্বত্বাধিকারীগণ তাদের মনমতো সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। আর এজন্যই নিউজ ভেল্যু কমে যায়।' যাহোক মূল কথা হচ্ছে সংবাদ মানেই সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ। কাজেই এই সত্য সবক্ষেত্রে একই হবে– সেটাই প্রত্যাশিত। অধিকাংশ উত্তরদাতা বিষয়টির সাথে একমত এবং এ প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক বলেছেন, 'সংবাদ মানেই সত্য, বস্তুনিষ্ঠ আর সত্য সবক্ষেত্রেই এক। আর এ কারণেই পাঠকদের প্রত্যাশা হলো সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের উপস্থাপনা।' এর জন্য দরকার সাংবাদিক তথা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানকে দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সংবাদ পরিবেশন করা। যদি সব পত্রিকা ও সাংবাদিক এর চর্চা করেন তবে অবশ্যই বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সূচনায় উপস্থাপনগত পার্থক্য থাকলেও তথ্যবিভ্রান্তির কোনো সুযোগ থাকবে না। আর অধিকাংশ পাঠকের প্রত্যাশাও যে তাই।

৬.২.৬ সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্য পরিবেশন সম্পর্কে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যাশা

সংবাদ-সূচনা হলো সংবাদের মূল কাহিনির সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয়, সহজ, সাবলীল ও বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন। সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্যের উপস্থাপন সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে নষ্ট করে এবং পাঠকদের মধ্যে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। নিচের টেবিলে (টেবিল ৬.১১) এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

টেবিল ৬.১১

সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্যের পরিবেশন

পেশা ⇨ ভুল তথ্যের পরিবেশন হয় কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	১০ ১০০	৫ ৫০	৮ ৮০	১০ ১০০	১০ ১০০	৮ ৮০	৭ ৭০	৫৮ ৮২.৮৫
না	-	৫ ৫০	২ ২০	-	-	২ ২০	৩ ৩০	১২ ১৭.১৫
মোট	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	১০ ১০০	৭০ ১০০

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ার বিষয়টি উত্তরদাতাগণ বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করেছেন। কারণ, টেবিল ৬.১১ অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৮২.৮৫% উত্তরদাতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল তথ্য পরিবেশনের বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। আলোচ্য ফলাফল এই অর্থ প্রকাশ করে না যে, সবসময়ই পাঠকগণ সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্যের পরিবেশন লক্ষ করেন, বরং কোনো না কোনো সময় এসব উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্যের উপস্থাপন লক্ষ করেছেন। শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং আইনজীবীদের মধ্যে এ সংখ্যা ১০০%, সরকারি চাকরিজীবী ও চিকিৎসকদের মধ্যে ৮০%, সাংবাদিকদের মধ্যে ৭০% এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০%। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী খুব অল্পসংখ্যক (১৭.১৫%) উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় কখনো ভুল তথ্যের উপস্থাপন লক্ষ করেননি। উত্তরদাতাগণ যেসব ক্ষেত্রে ভুল তথ্যের পরিবেশন লক্ষ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভুল নামের ব্যবহার, সংবাদ-সূত্রের নাম ভুলভাবে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যান ভুলভাবে উপস্থাপন। একজন ব্যবসায়ী বলেছেন, 'সংবাদ-সূচনায় কখনো কখনো নামের ভুল থাকে এবং সংবাদ-সূত্র ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়।' নামের ভুল মারাত্মক যা ব্যক্তির জন্য মানহানিকর। যদিও এসব ভুল অনেক ক্ষেত্রে অসাবধানতাবশত বা টাইপোগ্রাফিক, তবে এক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের বেশিমাত্রায় সচেতন হওয়া উচিত। তবে অনেক পাঠক

সংবাদকর্মীদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ভুলের অভিযোগ করেছেন। এসব ভুল অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির কারণে অথবা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য করা হয়। একজন শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, 'রাজনৈতিক সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়। আবার ভুল তথ্য পাওয়া যায় দ্রব্যমূল্য সম্পর্কিত রিপোর্টের ক্ষেত্রে।'

সংবাদ-সূচনায় এরূপ ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে তাতে পাঠকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে–এটাই স্বাভাবিক। ভুল তথ্য উপস্থাপনের ফলে অধিকাংশ পাঠকের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– পাঠকগণ সংবাদপত্রের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন, সাংবাদিকদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হন এবং সত্য উদ্ঘাটনে বিভ্রান্ত হন। একটি ভালো সংবাদ-সূচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যেহেতু সঠিক তথ্যের উপস্থাপন (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২.৬ দ্রষ্টব্য), সেহেতু ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যাই হোক না কেন, কখনোই পাঠকরা এরূপ ভুল তথ্যের উপস্থাপন প্রত্যাশা করেন না। তারা চান ঘটনার সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন যা তারা বিশ্বাস করতে পারেন।

৬.২.৭ সংবাদ-সূচনায় যৌন উদ্দীপক, আঞ্চলিক, জাতিবৈষম্যমূলক ও লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের/বাক্যের ব্যবহার এবং আদিবাসীদের উপস্থাপন বিষয়ে পাঠক-মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা

সংবাদ-সূচনায় এমন কোনো শব্দ/বাক্য ব্যবহার করা ঠিক নয় যাতে তা যৌন উন্মাদনা সৃষ্টি করে বা কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কষ্টের কারণ হয়। এই গবেষণায় আধেয়র জন্য নির্বাচিত সংবাদপত্রসমূহে যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার পাওয়া না গেলেও (চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৬ দ্রষ্টব্য) সার্বিক বিচারে কখনো কখনো সংবাদপত্রসমূহ সংবাদ-সূচনায় এরূপ শব্দ/বাক্য ব্যবহার করেন (টেবিল ৬.১২ দ্রষ্টব্য)। এই গবেষণায় মাত্র একটি করে লিঙ্গবৈষম্যমূলক, জাতিবৈষম্যমূলক, আঞ্চলিক শব্দ/বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও (চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৬ দ্রষ্টব্য), গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পাঠকগণ সংবাদ-সূচনায় এ বিষয়গুলো মাঝে মধ্যে লক্ষ করেন বলে মন্তব্য করেছেন (টেবিল ৬.১৩, ৬.১৪ ও ৬.১৫ দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও আদিবাসীরা এদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও তাদের উপস্থাপন সংবাদপত্রে অত্যন্ত ক্ষীণ যা চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৭-এ আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে পাঠকদের মতামত বর্তমান অধ্যায়ের টেবিল ৬.১৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল ৬.১২

সংবাদ-সূচনায় যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার

পেশা ⇨ / যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার হয় কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	১০ ১০০	৬ ৬০	৬ ৬০	৮ ৮০	৪ ৪০	৭ ৭০	৬ ৬০	৪৭ ৬৭.১৫
না	-	৪ ৪০	৪ ৪০	২ ২০	৬ ৬০	৩ ৩০	৪ ৪০	২৩ ৩২.৮৫
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবাদপত্রের পাঠক কিন্তু ১২ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত। এ কারণেই সংবাদপত্রে এমন কোনো ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয় যা আমাদের সমাজ-বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় এমন সব যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায় যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক (৬৭.১৫%) বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর সংবাদ-সূচনায় অনেক ক্ষেত্রেই যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করেন। এদের মধ্যে শিক্ষক রয়েছেন ১০০%, শিক্ষার্থী ৬০%, সরকারি চাকরিজীবী ৬০%, ব্যবসায়ী ৮০%, আইনজীবী ৪০%, চিকিৎসক ৭০% এবং সাংবাদিক রয়েছেন ৬০%। যেমন, একজন শিক্ষার্থী দাবি করেছেন যে, 'সংবাদ-সূচনায় অনেক সময় চলচ্চিত্রের সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে 'সেক্স' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।' অন্যান্য পেশার উত্তরদাতাগণ তাৎক্ষণিকভাবে উদাহরণ দিতে না পারলেও সংবাদ-সূচনায় যে যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করেন সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

একটি বিষয় এখানে অবশ্য বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রের নির্বাচিত সংবাদ-সূচনায় কোনো যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়নি (চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৬ দ্রষ্টব্য)। এ ফলাফলের সমর্থনে ৩২.৮৫% উত্তরদাতা রয়েছেন যারা কখনো সংবাদ-সূচনায় যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করেননি বলে মন্তব্য করেছেন। এদের মধ্যে আইনজীবী রয়েছেন ৬০%, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং সরকারি চাকরিজীবী রয়েছেন ৪০%, চিকিৎসক রয়েছেন ৩০% এবং ব্যবসায়ী রয়েছেন ২০% (টেবিল ৬.১২ দ্রষ্টব্য)। পাঠকদের মতামত থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, এই গবেষণায় নির্বাচিত সংবাদ-সূচনায় যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার না পাওয়া গেলেও

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার রয়েছে এ কথা বলা যায়। তবে উত্তরদাতাদের সবার প্রত্যাশা যেন যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার না করা হয়।

টেবিল ৬.১৩

সংবাদ-সূচনায় আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দ/বাক্য

পেশা ⇨ / আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দ/বাক্য ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	৪ ৪০	৩ ৩০	১ ১০	১ ১০	৩ ৩০	১ ১০	৪ ৪০	১৭ ২৪.২৯
না	৬ ৬০	৭ ৭০	৯ ৯০	৯ ৯০	৭ ৭০	৯ ৯০	৬ ৬০	৫৩ ৭৫.৭১
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

সংবাদপত্রে সংবাদে বৈচিত্র্য আনার জন্য কখনো কখনো আঞ্চলিক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা হলেও হরহামেশা সেটা করা হয়- এমনটি নয়। কারণ সংবাদপত্র সব অঞ্চলের মানুষের জন্য। তাই আঞ্চলিক শব্দের/বাক্যের ব্যবহার অন্য অঞ্চলের মানুষের বোধগম্যে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এ কারণে প্রমিত ভাষারীতি অনুসরণ করে সংবাদপত্রে সংবাদ লেখা হয় যাতে করে সব অঞ্চলের মানুষের বোধগম্যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করে। টেবিল ৬.১৩ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, সংবাদ-সূচনায় আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দের তেমন ব্যবহার হয় বলে উত্তরদাতাদের অধিকাংশই মনে করেন না। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৭৫.৭১% মনে করেন যে তারা সংবাদ-সূচনায় কোনো রকম আঞ্চলিকতার প্রভাব লক্ষ করেননি। তবে এক্ষেত্রে সাংবাদিক ও শিক্ষকদের খানিকটা সংশয়বাদী বলে মনে হয়েছে। কেননা তাদের মধ্যে মাত্র ৪০% সংবাদ-সূচনায় আঞ্চলিকতার প্রভাব লক্ষ করেন বলে জানিয়েছেন। স্পষ্ট উদাহরণ দিতে না পারলেও তারা সংবাদ-সূচনায় কখনো কখনো এরূপ শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করেছেন। এ সংখ্যা শিক্ষার্থী এবং আইনজীবীদের ক্ষেত্রে ৩০%, সরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে মাত্র ১০%। এই গবেষণার ফলাফল গবেষণায় নির্বাচিত সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে অনেকটা সাযুজ্যপূর্ণ। কারণ এক্ষেত্রে নির্বাচিত মোট সংবাদ-সূচনায় মাত্র ১টি আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছে (চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৭ দ্রষ্টব্য)। সংবাদ-সূচনায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং উত্তরদাতাদের মতামত থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দ বা বাক্য ব্যবহারে যথেষ্ট সচেতন যা পাঠকদের প্রত্যাশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

টেবিল ৬.১৪

সংবাদ-সূচনায় লিঙ্গবৈষম্য

পেশা ⇨ সংবাদ সূচনায় লিঙ্গবৈষম্য আছে কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	৭ ৭০	৫ ৫০	৪ ৪০	৬ ৬০	১ ১০	৫ ৫০	২ ২০	৩০ ৪২.৮৫
না	৩ ৩০	৫ ৫০	৬ ৬০	৪ ৪০	৯ ৯০	৫ ৫০	৮ ৮০	৪০ ৫৭.১৫
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

যেসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সূচকের ভিত্তিতে আমরা একজন ব্যক্তিকে নারী কিংবা পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করি সেসব সূচককেই লৈঙ্গিক সত্তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই লৈঙ্গিক সত্তা আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সত্তার নিরিখেই আমরা একে অন্যকে দেখি এবং উপলব্ধি করি। তবে অনেক সময় এই সত্তাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে লৈঙ্গিক বিষয়টি কেবল নারীকেন্দ্রিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ এই বিষয়সমূহ আমাদের যাপিত জীবন ও সমাজকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করে। যাহোক, এই সমাজেরই একজন সদস্য হিসেবে সাংবাদিকদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা যে বার্তা সঞ্চারিত করেন তা যেন সমাজের কোনো সদস্যকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে। যদিও বাংলাদেশের সংবাদপত্রে লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে (ফেরদৌস, রোবায়েত ও শারমিন, আরিফা, ২০০১, বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা)। সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় এই লৈঙ্গিক বিষয়টির উপস্থাপনা কীভাবে সংবাদপত্র পাঠকগণ উপলব্ধি করেন এবং এ-বিষয়ে তাদের প্রত্যাশাও বা কি, সেটা জানতে চাওয়া হয়েছিল এই গবেষণায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদ-সূচনায় লৈঙ্গিক বৈষম্যের প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাগণের মধ্যে 'না' এর মাত্রাই বেশি। যার হার হচ্ছে ৫৭.১৫%। এ সংখ্যা আইনজীবীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৯০%। সাংবাদিককের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ৮০%, সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে ৬০%, শিক্ষার্থী এবং চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে ৫০%, ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ৪০% এবং শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ৩০%। অন্যদিকে ৪২.৮৫% উত্তরদাতা মনে করেন যে, সংবাদের সূচনায় লিঙ্গবৈষম্য থাকে। গবেষণার ফলাফল নির্বাচিত সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এক্ষেত্রে নির্বাচিত মোট সংবাদ-

সূচনায় মাত্র ১টি লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল ৪.৭ দ্রষ্টব্য)।

উপরের টেবিল ৬.১৪ অনুযায়ী, সংবাদপত্রে লৈঙ্গিক ইস্যুটির উপস্থাপনা উত্তরদাতাগণ বেশ ভালোভাবেই খেয়াল করেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উত্তরদাতাদের উপলব্ধিকে মোটাদাগে বলা যায়-এদেশের সংবাদপত্রে নারীরা ইতিবাচকভাবে কিংবা ইতিবাচক কারণে উপস্থাপিত হন না বরং যৌনতা ও নির্যাতনের শিকার হিসেবেই উপস্থাপিত হন। সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন বিশেষণ। যেমন, ললনা, প্রমীলা, মহিলা, গৃহবধূ, রমণী, যুবতি, নারী, সুন্দরী, সুন্দরী যুবতি। যেমন, একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেন, 'নারী প্রতারক অস্ত্রসহ গ্রেফতার, আবার সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ ৫ জন নিহত-এরূপভাবে নারীকে হাইলাইটস করে সংবাদ-সূচনায় উপস্থাপন করা হয়।' আবার একজন শিক্ষক বলেন, 'পুলিশের সংবাদে অনেক সময় অতিরঞ্জিতভাবে মহিলা পুলিশ বলে নারীকে উপস্থাপন করা হয় সংবাদ-সূচনায়।' যাহোক, সংবাদপত্রে লৈঙ্গিক বিষয়টির সামগ্রিক উপস্থাপনাকে একজন চিকিৎসক উত্তরদাতা যথার্থভাবেই বলেছেন, 'পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব মুখে সমতার কথা বললেও পত্রিকায় সংবাদের উপস্থাপন দেখে মনে হয় না।' একজন আইনজীবী উত্তরদাতা বলেন, 'সংবাদপত্রে নারীদের উপস্থাপনের সময় আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনা না করে, নারী-পুরুষকে একইভাবে বিবেচনা করা উচিত।' আইনজীবীর মতো এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ উত্তরদাতার প্রত্যাশা নারীকে নারী হিসেবে আলাদাভাবে উপস্থাপন না করে মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা।

টেবিল ৬.১৫

আদিবাসীদের বিষয়টি সংবাদ-সূচনায় পর্যাপ্তভাবে উপস্থাপিত হয় কিনা

পেশা ⇨ আদিবাসীদের বিষয়বস্তু পর্যাপ্তভাবে উপস্থাপিত হয় কিনা ⇩	শিক্ষক (সংখ্যা) (%)	শিক্ষার্থী (সংখ্যা) (%)	সরকারি চাকরিজীবী (সংখ্যা) (%)	ব্যবসায়ী (সংখ্যা) (%)	আইনজীবী (সংখ্যা) (%)	চিকিৎসক (সংখ্যা) (%)	সাংবাদিক (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
হ্যাঁ	-	৪ ৪০	২ ২০	-	৬ ৬০	৪ ৪০	৪ ৪০	২০ ২৮.৫৭
না	১০ ১০০	৬ ৬০	৮ ৮০	১০ ১০০	৪ ৪০	৬ ৬০	৬ ৬০	৫০ ৭১.৪৩
মোট	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**১০** **১০০**	**৭০** **১০০**

সূত্র: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১১।

বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু। দেশের জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে তাদের জীবনচিত্রের যথাযথ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই লঘুত্বের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে ফুটে ওঠে।

টেবিল ৬.১৫-এ দেখা যাচ্ছে যে, ৭১.৪৩% উত্তরদাতাই মনে করেন সংবাদ-সূচনায় আদিবাসীদের বিষয়সমূহ পর্যাপ্তভাবে উপস্থাপিত হয় না। তবে আদিবাসী প্রশ্নে শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল বলে মনে হয়েছে। কেননা তাদের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগই মনে করেন যে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর সংবাদ-সূচনায় আদিবাসীদের বিষয়সমূহ পর্যাপ্তভাবে উপস্থাপিত হয় না। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ৮০%। শিক্ষার্থী, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের মধ্যে ৬০% এবং আইনজীবীদের মধ্যে ৪০% মনে করেন আদিবাসীদের বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় না। ২৮.৫৭% উত্তরদাতা এ বিষয়ে একমত না হলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আদিবাসীরা বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় যথার্থভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না। একজন সাংবাদিক বলেন, 'আদিবাসীরা এদেশের আদি বাসিন্দা হলেও সংবাদপত্রে এদের উপস্থাপনা যথেষ্ট কম। যে কারণে সংবাদ-সূচনায় এদের উপস্থাপনা কম হওয়াই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় বিশেষ বিশেষ দিনে বা সংবাদের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রাধান্য দিয়ে সংবাদ-পরিবেশন করা উচিত।' অর্থাৎ সংবাদ-সূচনায় আদিবাসীদের সংবাদ ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন প্রত্যাশা করেন বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাগণ।

৬.৩ সংবাদ-সূচনা কেমন হবে– এ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রত্যাশা

সংবাদ-সূচনা কোনো সংবাদ-কাহিনির এমন একটি অংশ যেখানে সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়। আর এই উপস্থাপনাটি এমন হতে হয় যেন তা পাঠকের মনে সরাসরি, সহজ, আকর্ষণীয় ও পক্ষপাতহীনভাবে পুরো কাহিনিটি সম্পর্কে ধারণা দেয়। কাজেই বলা যায় যে, সংবাদ-সূচনা হচ্ছে কোনো সংবাদ-কাহিনির সংক্ষিপ্ততম রূপ। কারো প্রতি বৈষম্য নয়; রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে নয়; বরং সত্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক বর্ণনাই আদর্শ সংবাদ-সূচনার বৈশিষ্ট্য। পাঠকরা কী ধরনের সংবাদ-সূচনা প্রত্যাশা করেন- বর্তমান গবেষণায় এ বিষয়ে পাঠকদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরদাতাদের প্রত্যাশাগুলোকে মোটাদাগে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

১) এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাগণ সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করেছেন যে, সংবাদ-সূচনা হবে সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ যেখানে একটি রিপোর্টের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হবে। সংবাদ-সূচনায় সংক্ষিপ্ত আকারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন পাঠক সূচনাটি পড়েই সমগ্র সংবাদের মূল ভাবটি বুঝতে পারে। একটি আদর্শ সংবাদ-সূচনা ১৯-২৯ শব্দের মধ্যে হবে এবং তা সর্বাধিক ৩টি বাক্যের মধ্যে হবে বলে পাঠকদের অধিকাংশই প্রত্যাশা করেন। সংবাদ-সূচনার বাক্যগুলোও সংক্ষিপ্ত হবে। বর্তমান প্রত্যাশার সমর্থনে একজন সাংবাদিকের বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পাবে। তিনি বলেন, '১৯-২৯

শব্দের মধ্যে খুব সংক্ষেপে সর্বোচ্চ ৩ লাইনের ভেতর নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করা উচিত একটি আদর্শ সংবাদ-সূচনায়।'

২) সংবাদ-সূচনার মূল কাজই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশেষ তথ্যটি সংক্ষিপ্তাকারে পাঠককে আগে জানিয়ে দেওয়া। যাহোক, এই গুরুত্বপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার সহজ কৌশল হচ্ছে সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক' (কী, কখন, কোথায়, কে, কেন এবং কেমন করে)–এর উত্তর দেওয়া। সাংবাদিকতায় এটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি (এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। কিছু কিছু সংবাদ-সূচনা 'ষড়-ক'-এর উত্তর প্রদানের মাধ্যমে লেখা না হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতাই প্রত্যাশা করেন যে, সংবাদ-সূচনা এমনভাবে লেখা উচিত যাতে সংবাদ-কাহিনির শুরুতেই 'ষড়-ক'-এর উত্তর পাওয়া যায়।

৩) সংবাদ-সূচনা হবে তথ্যবহুল, সত্য ও নির্ভুল। আর তথ্যবহুল, সত্য ও নির্ভুল সংবাদ-সূচনা রচনার ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাশা ও পরামর্শগুলো ছিল ঠিক এরকম: সাংবাদিকগণ সংবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা উপস্থাপন করবেন; সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলো যোগ্য ও দক্ষ সাংবাদিক নিয়োগ করবে; সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা পরিহার করবে; সহজ বাক্যে ছোট করে মূল ভাবটুকু প্রকাশ করবে; তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তথ্য পরিবেশন করবে না; সত্যকে সত্য বলে মানবে এবং হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার করবে; রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে পাঠকের মানসিকতা বুঝে বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ লিখতে হবে; ঘটনাস্থলে সরেজমিন উপস্থিত থেকে প্রতিবেদন রচনা করবে। তবে শিক্ষার্থীদের পরামর্শের জায়গাটি একটু অন্যরকম। তারা প্রত্যাশা করেন যে, যিনি সংবাদ সংগ্রহ করেন তাকে সে সংবাদ ছাপানোর বৈধতা দিতে হবে। অন্যদিকে আইনজীবীদের পরামর্শ হলো সাংবাদিকদের ঘুষ খাওয়ার প্রবণতা কমাতে হবে। কারণ ঘুষ না নিলে সততার জায়গাটি পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং ঘটনার সত্য বিবরণী প্রকাশে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। আর সাংবাদিকদের পরামর্শগুলো একেবারেই অভিজ্ঞতাপ্রসূত। যেমন, তারা প্রত্যাশা করেন সংবাদক্ষেত্রে পেশাদার সাংবাদিক নিয়োগ ও সাংবাদিকের পেশার স্বাধীনতা। তারা চান, পুরো বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়টি পাঠক আগ্রহ বিবেচনা করে সংবাদ সূচনায় আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৪) কোনো জটিল শব্দ, বাক্য বা ভাষা নয়, সংবাদ-সূচনা লিখতে হবে অত্যন্ত সহজ ভাষায়। কোনো অতিরঞ্জিত তথ্য সংবাদ-সূচনায় ব্যবহার করা যাবে না। তবে সহজ-সরল ভাষায় সংবাদ-সূচনা লিখলেও এর উপস্থাপনশৈলী হবে চমৎকার যাতে করে সব ধরনের পাঠকের জন্য তা বোধগম্য হয়।

৫) সমগ্র রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করে সংবাদ-সূচনা লিখতে হবে যাতে পাঠক সংবাদের সূচনা পড়েই পুরো সংবাদ-কাহিনিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং সম্পূর্ণ সংবাদ-বিবরণীটি পড়তে উদ্বুদ্ধ হন।

৬) পাঠককে পুরো সংবাদ-কাহিনি পাঠে প্রলুব্ধ করার প্রশ্নে মোক্ষম কৌশলটি হচ্ছে সংবাদ-সূচনাটি আকর্ষণীয় হওয়া। আর এই আকর্ষণীয় সংবাদ-সূচনা লেখার অন্যতম কৌশল হচ্ছে যতটা সম্ভব অল্প শব্দ ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক তথ্য পরিবেশন করা। এক্ষেত্রে বাক্যে বিশেষণ ব্যবহারের বদলে আকর্ষণীয় ও জোরালো ক্রিয়া ব্যবহার করাটাই পাঠকদের প্রত্যাশা। কেননা এসব বিশেষণ কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকের মনোজগতে দৃশ্যগত-ক্রিয়া সঞ্চারিত করে না বরং সাদামাটা ভালো-মন্দের বিবরণী হাজির করে। শুধু তাই নয়, এসব বিশেষণের মধ্যে সাংবাদিকের একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি ও পক্ষপাত সঞ্চারিত হতে পারে। সংবাদ-সূচনায় তাই যতটা সম্ভব বিশেষণ কম ব্যবহার করাই অধিকাংশ পাঠকদের প্রত্যাশা।

৭) সংবাদ-সূচনায় যৌন উদ্দীপক, জাতিবৈষম্যমূলক, আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক, লিঙ্গবৈষম্যমূলক ও আঞ্চলিকতার প্রভাবদুষ্ট শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু পাঠক সব সময়ই সংবাদ-সূচনায় বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপস্থাপন প্রত্যাশা করে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাই সংবাদ-সূচনায় যৌন উদ্দীপক, জাতিবৈষম্যমূলক, আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার না করার পরামর্শ উত্তরদাতাদের।

৮) একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব শুধু সংবাদ রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তার সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে। সে কারণে তিনি যখন সংবাদ-কাহিনি রচনা করবেন তা যেন কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ দিককেই স্পর্শ করে– এটাই উত্তরদাতাদের প্রত্যাশা। কেননা সংবাদ-সূচনায় তথ্যের ঘাটতি কিংবা ভিন্ন তথ্য জন্ম দিতে পারে বিভ্রান্তির যা সৃষ্টি করতে পারে সামাজিক অস্থিরতার।

৯) একটি সংবাদ-সূচনার প্রতিটি বাক্য কোনো না কোনোভাবে একে অপরকে প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা বাক্যের এই পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বমূলক বিন্যাসই তথ্যের উপস্থাপনাকে পোক্ত করে; পাঠককে প্রণোদিত করে একেবারে শেষ বাক্যটি পড়ার জন্য। সংবাদ-সূচনায় এমনভাবে বাক্যগুলো সাজাতে হবে যাতে তথ্যের সুবিন্যস্ত বিন্যাস সম্ভব হয় এবং তাহলেই পাঠক পুরো সংবাদ-কাহিনিটি পড়বে। সংবাদ-সূচনাটি পাঠককে পুরো সংবাদ-কাহিনিটি পড়তে উৎসাহিত করবে কিনা তা মূলত কয়েকটি সূচকের ওপর নির্ভর করে। আর সেই সূচকগুলো হলো, সংবাদ-সূচনা হবে আকর্ষণীয়, বর্ণনা কৌশল, মজাদার হওয়া ও সর্বশেষ তথ্যসংবলিত বিবরণী। যেমন, একজন শিক্ষক উল্লেখ করেছেন যে, 'সমগ্র রিপোর্টটি পড়ার

আগ্রহ পান কিনা তা নির্ভর করে সূচনার ওপর। মানসম্মত সূচনা না হলে আগ্রহ হারাবে এটাই বাস্তব। আমাকে আকৃষ্ট করে সংবাদ নিজেই। তাই আমি সম্পূর্ণ সংবাদটি পড়ি কখনো কখনো।' অন্যদিকে সাংবাদিকতা পেশার একজন উত্তরদাতা জানিয়েছেন, 'সংবাদ-সূচনা যদি নাটকীয়ভাবে শুরু হয় তা পাঠককে রিপোর্টের গভীরে টেনে নিয়ে যায়।' কাজেই এটা জোর দিয়েই বলা যায় যে, সংবাদ সূচনা হবে সর্বশেষ তথ্যসংবলিত, আকর্ষণীয় ও কখনো কখনো নাটকীয়ও বটে।

মোটাদাগে উত্তরদাতাগণ যে ধরনের সংবাদ সূচনা প্রত্যাশা করেন তা হলো- বিশুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ, সঠিক ও নিরপেক্ষ, বিশেষণহীন, পক্ষপাতিত্বহীন, সাবলীল, ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থবর্জিত, সংক্ষিপ্ত ও সরল বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিসংগত এবং চমকপ্রদ, সহজ ও আকর্ষণীয়। যেমন: একজন শিক্ষার্থী তার প্রত্যাশিত সংবাদ-সূচনার কথা জানিয়ে বলেছেন– 'যে সূচনা প্রকৃত তথ্যের ইঙ্গিত বহন করে।' অন্য একজন শিক্ষক বলেন, 'এমন একটি সংবাদ-সূচনা যেখানে আমার মনের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকবে।' তবে সংবাদের সূচনায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর থাকলেই চলবে না সত্যও উদ্ভাসিত হতে হবে। যেমনটা বলেছেন একজন আইনজীবী। তিনি বলেছেন, 'সত্য কথাটি সরাসরি লেখা প্রত্যাশা করি।' তবে একজন ব্যবসায়ীর প্রত্যাশা শুধু সত্য তথ্যই নয় বরং সাংবাদিকের সততা থাকাও জরুরি। অতিরঞ্জিত তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা যাবে না। আর বিভ্রান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন তথ্যের সুনিবিড় সমন্বয়। তবে প্রত্যাশিত সংবাদ-সূচনার কথা প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনজীবী পেশার উত্তরদাতাদের দাবি বেশ জোরালো ও পূর্ণাঙ্গ মনে হয়েছে। তারা বলেন, 'সংবাদ-সূচনা হতে হবে একনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন, পক্ষপাতহীন, সাহসী এবং আকর্ষণীয়। সাবলীল ভাষায় লিখতে হবে সত্য, নিরপেক্ষ, সংক্ষিপ্ত।' অন্যদিকে সাংবাদিকদের চাওয়া একাডেমিক মানদণ্ডের কাছাকাছিই মনে হয়েছে। আর এরকম হওয়াই যৌক্তিক। কেননা তাঁদের এই প্রত্যাশার প্রকাশ পেশাগত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। যাহোক, সাংবাদিকদের প্রত্যাশিত সংবাদ-সূচনা হবে এমন–খুব সংক্ষেপে ৩ লাইনের ভেতর নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন; নাটকীয় ও আকর্ষণীয়।

৬.৪ উপসংহার

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ পাঠকের সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে ধারণা আছে। সংবাদ-সূচনা কী বা এর অবস্থান কোথায়–এ বিষয়টি তাদের অধিকাংশই বোঝেন (টেবিল ৬.১ দ্রষ্টব্য)। ৮০%-এর বেশি উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনাকে সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে মনে করেন (টেবিল ৬.২ দ্রষ্টব্য)। তবে প্রায় ৪০% উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় তথ্য ঘাটতি ও সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি লক্ষ করেন না (টেবিল ৬.৩ ও ৬.৪ দ্রষ্টব্য)। উত্তরদাতাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মনে করেন যে, সংবাদ-সূচনা পড়ে তারা সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন

করেন (টেবিল ৬.৫ দ্রষ্টব্য) এবং ৭৫%-এর অধিক উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনা পড়ে সংবাদটি পড়ার আগ্রহ পান (টেবিল ৬.৬ দ্রষ্টব্য)। খুব কমসংখ্যক উত্তরদাতা (১৭.১৫%) (টেবিল ৬.৭ দ্রষ্টব্য) মনে করেন যে, সংবাদ-সূচনা কঠিন করে লেখা হয় এবং প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় বিশেষণের ব্যবহার ও তথ্য গোপণের প্রবণতা লক্ষ করেন (টেবিল ৬.৮ ও ৬.৯ দ্রষ্টব্য)। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই সংবাদ-সূচনায় বিশেষণের ব্যবহার ও তথ্য গোপনের সংস্কৃতি পছন্দ করেন না। প্রায় ৬৫% উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় তথ্যের বিভিন্নতা লক্ষ করেন না (টেবিল ৬.১০ দ্রষ্টব্য) এবং সংবাদ-সূচনায় তথ্যের বিভিন্নতা তাদের পছন্দও নয়। মাত্র ১৭.১৫% উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্যের উপস্থিতি লক্ষ করেন (টেবিল ৬.১১ দ্রষ্টব্য)। সংখ্যায় খুব কম হলেও কিছু উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনায় আদিবাসীদের বৈষম্যমূলক, লিঙ্গবৈষম্যমূলক, যৌন উদ্দীপক ও জাতিবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করেন (টেবিল ৬.১১, ৬.১৩, ৬.১৪ ও ৬.১৫ দ্রষ্টব্য) কিন্তু এগুলো তাদের প্রত্যাশা নয়। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাগণ বিশুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ, সঠিক ও নিরপেক্ষ, বিশেষণহীন, পক্ষপাতিত্বহীন সাবলীল, ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থবর্জিত, সংক্ষিপ্ত ও সরল বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিসংগত এবং চমকপ্রদ, সহজ ও আকর্ষণীয় সংবাদ-সূচনা প্রত্যাশা করেন। তারা চান সংবাদ-সূচনা হবে সর্বোচ্চ তিনটি বাক্যে এবং ১৯-২৯ শব্দের মধ্যে। উত্তরদাতাদের প্রত্যাশা হলো সংবাদ-সূচনায় সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি থাকবে।

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

৭.১ উপসংহার

'খবরের কাগজের সংবাদ-সূচনা : একটি মূল্যায়ন' শীর্ষক গবেষণাটি পদ্ধতিগত দিক থেকে গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। তবে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং জরিপ পদ্ধতি উভয়েরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে এই গবেষণায় সংবাদ-সূচনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের পরিমাপক হিসেবে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে পাঠক জরিপের ক্ষেত্রে সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে বিভিন্ন পেশার পাঠকদের প্রত্যাশার স্বরূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পেশার ৭০ জন সংবাদপত্র পাঠকের কাছ থেকে উন্মুক্ত ও আবদ্ধ উভয় ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই গবেষণায় ৬টি পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পত্রিকাগুলো হলো: প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ,দৈনিক ইত্তেফাক, সমকাল ও দ্য ডেইলি স্টার। আধেয়-বিশ্লেষণে গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদের মোট সংখ্যা, সংবাদ-কাহিনির ধরন, সংবাদ-সূচনার ধরন, সংবাদ-সূচনায় 'ষড়-ক'-এর ব্যবহার, সংবাদ-সূচনায় মূল বিষয়ের উপস্থিতি, সূচনায় ভুল তথ্যের উপস্থিতি আছে কিনা, লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার, জাতি-ধর্মবৈষম্য, তথ্যের অতিরঞ্জন, তথ্য ঘাটতি, সংবাদ-সূচনায় যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার, বিশেষণ ও জটিল শব্দের ব্যবহার আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণের শুরুতেই সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত খবরের মোট সংখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, নির্বাচিত প্রতিটি পত্রিকার ১ বছরের মোট ১২টি সংখ্যার প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা প্রথম আলো ছাপিয়েছে ৯৭টি সংবাদ, যুগান্তরে ১০৯টি, দৈনিক ইত্তেফাকে ১২৩টি, কালের কণ্ঠে ৯৫টি, সমকালে ১০৫টি এবং দ্য ডেইলি স্টার ছাপিয়েছে ১৯৬টি। বিশ্লেষণে লক্ষ করা গিয়েছে যে, এক বছরে সবচেয়ে বেশি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দ্য ডেইলি স্টারে। এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে দৈনিক ইত্তেফাক এবং সবচেয়ে কম সংবাদ ছাপিয়েছে কালের কণ্ঠ (বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রকাশিত সংবাদ-কাহিনির ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংবাদ-কাহিনি লেখার ক্ষেত্রে

বৈচিত্র্যময়তা এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পত্রিকাগুলো সংবাদ-কাহিনির বিভিন্ন ধরনের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। একটি পত্রিকার সত্যের ছাপ পড়ে তার প্রকাশিত অনুসন্ধানমূলক এবং ব্যাখ্যামূলক সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোতে তুলনামূলকভাবে খুবই কমসংখ্যক পরিমাণে অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যামূলক সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে। মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৩৫টি ছিল অনুসন্ধানমূলক এবং ৬১টি ছিল ব্যাখ্যামূলক। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংবাদ-কাহিনির ধরনগুলোর মধ্যে সংবাদপত্রগুলোতে সাদামাটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাদামাটা সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষ অবস্থান দৈনিক ইত্তেফাকের। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ১২৩টি সংবাদের মধ্যে ১০৪টি সাদামাটা সংবাদ। দ্বিতীয় অবস্থানে প্রথম আলো। তৃতীয় অবস্থানে সমকাল। সাদামাটা সংবাদ সবচেয়ে কম ছাপিয়েছে দ্য ডেইলি স্টার। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী হৃদয়বিদারক সংবাদের পরিমাণ খুবই কম। মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে হৃদয়বিদারক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১০টি। যুগান্তর এবং প্রথম আলো বাদে গবেষণাধীন আর কোনো পত্রিকায় হৃদয়বিদারক সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। মানবিক আবেদনধর্মী সংবাদ প্রথম আলো বাদে অন্যসব পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছে তবে পরিমাণে প্রায় সবক্ষেত্রেই কম। নির্বাচিত সংবাদপত্রগুলো প্রচলিত সংবাদ-কাহিনির ধরনের বাইরে ও 'অন্যান্য'-এর আওতায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যার পরিমাণ ১৮১টি (বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এখানে লক্ষণীয় যে, গবেষণাধীন পত্রিকাগুলো ঘটনার কাহিনি বর্ণনায় সাদামাটা বর্ণনা দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। পাঠকের একঘেয়েমি দূর করার জন্য সংবাদপত্রগুলো বিভিন্ন ধরনের সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমান সময়ের বেশিরভাগ পত্রিকায়ই ঘটনার সারমর্ম দিয়ে সংবাদের সূচনা লিখেছে। তবে ঘটনার বর্ণনা দিয়েও সংবাদ-সূচনা লেখার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৪৯৭টি প্রকাশিত হয়েছে সারমর্মভিত্তিক সংবাদ-সূচনা। অন্যদিকে বর্ণনামূলক সংবাদ-সূচনা হলো গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলোতে ব্যবহৃত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংবাদ-সূচনা। মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ১৪৯টি বর্ণনামূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনার মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদ-সূচনা। দ্য ডেইলি স্টার ছাড়া গবেষণাধীন অন্য সব পত্রিকায়ই উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সংবাদের ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। যদিও এর পরিমাণ খুব একটা বেশি না। উদ্ধৃতি সংবাদ-সূচনা সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকে যার পরিমাণ ১১টি। দ্বিতীয় অবস্থানে যুগান্তর ৮টি, সমকাল ৭টি, প্রথম আলো ৫টি এবং কালের কণ্ঠ ২টি (বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

বিশ্লেষণে লক্ষ করা গিয়েছে যে, গবেষণাধীন সব পত্রিকা প্রশ্নবোধক সংবাদ-সূচনা,

মন্তব্যধর্মী সূচনা, রূপক, সংলাপধর্মী, স্ট্যাকাটো এবং বিস্ময়ধর্মী সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেনি। বিষয়টি পরিষ্কার যে, সংবাদ-সূচনা যত কম শব্দে ঘটনার মূল বিষয়টিকে বর্ণনা করবে ততই ভালো। গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলো সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে কখনো ৩০ শব্দ, আবার তার বেশি আবার কখনো ৩০ শব্দের কম শব্দ ব্যবহার করেছে। লক্ষণীয় যে, গবেষণাধীন ৬টি পত্রিকার মধ্যে কোনো পত্রিকায় ১০ শব্দের নিচে কোনো সংবাদ-সূচনা নেই। প্রথম আলো এবং যুগান্তর বাদে অন্যসব পত্রিকায়ই সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে ১০-১৫ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া গিয়েছে (বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিক পাঠককে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জানানোর জন্য 'ষড়-ক' পন্থাকে বেছে নেন। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬টি পত্রিকায় ব্যবহৃত সংবাদ-সূচনায় অনেক ক্ষেত্রেই 'ষড়-ক' ব্যবহার করা হয়েছে। তবে একটি বিষয় যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব পত্রিকাই সংবাদ-সূচনায় 'কী' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সংবাদ-সূচনা পরিবেশন করেছে। আবার সংবাদ-সূচনায় মূল তথ্যের উপস্থিতি, যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার, লিঙ্গবৈষম্য, তথ্যঘাটতি, বিশেষণের ব্যবহার এবং জটিল শব্দ/বাক্যের ব্যবহার সমকাল এবং কালের কণ্ঠে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রের অধিকাংশ সংবাদ-সূচনায় সংবাদের মূল বক্তব্যের উপস্থাপন ছিল অর্থাৎ মোট প্রকাশিত ৭২৫টি সংবাদের মধ্যে ৭০৮টিতে সংবাদের মূল বক্তব্যের উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। সংবাদ-সূচনায় জটিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যের ব্যবহার যথেষ্ট কম লক্ষ করা গিয়েছে। তারপরেও এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে যুগান্তরে। দ্বিতীয় অবস্থান দৈনিক ইত্তেফাকের। যুগান্তর জটিল শব্দ/বাক্যের সংখ্যার ব্যবহার করেছে ১৬টি সংবাদ-সূচনায়। দৈনিক ইত্তেফাক করেছে ১১টিতে। কালের কণ্ঠে এর পরিমাণ ছিল সবচেয়ে কম। অন্যদিকে দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় কোনো জটিল শব্দ/বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়নি। অন্যদিকে লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার যুগান্তরে লক্ষ করা গেলেও বিশ্লেষণাধীন কোনো সংবাদপত্রে যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার সংবাদ-সূচনায় লক্ষ করা যায়নি। সংবাদ-কাহিনির যথাযথ প্রকাশে বিশেষণের ব্যবহার যথেষ্ট সহায়ক হলেও সংবাদ-সূচনায় যত কম বিশেষণ ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশেষণযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি সংবাদ-সূচনা উপস্থাপন করেছে যুগান্তর (৫৪টি) (বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সংবাদ-সূচনা সমগ্র রিপোর্ট সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে তাই সংবাদ-সূচনায় ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এই গবেষণায় সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব

পত্রিকায়ই সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি রয়েছে। তবে কখনো কখনো সংবাদ সূচনায় বৈচিত্র্য আনার জন্য সংবাদপত্রসমূহ সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না দিয়ে সংবাদ-কাহিনির অন্য অংশে তা উপস্থাপন করে যাতে পাঠক সংবাদ-কাহিনির পুরো বর্ণনা পড়তে আগ্রহী হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দ্য ডেইলি স্টার এবং সমকাল সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অনুপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। সংখ্যার বিচারে যদিও খুবই নগণ্য যার পরিমাণ যথাক্রমে ১৩টি এবং ১টি। সমকালে ১টি করে সংবাদ-সূচনায় জাতিগত বৈষম্যমূলক ও আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। গবেষণাধীন অন্য কোনো পত্রিকায় এটি লক্ষ করা যায়নি। গবেষণার পর্যালোচনায় একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, গবেষণাধীন প্রায় সব পত্রিকার সংবাদ-সূচনা আকর্ষণীয় করে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে যা পাঠককে সংবাদ-বিবরণী পড়তে আগ্রহী করে তোলে (বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই গবেষণাটিতে যেহেতু সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠক প্রত্যাশার স্বরূপ যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে তাই সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে পাঠকের মূল্যায়ন অনুসন্ধান জরুরি। সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকদের প্রত্যাশা যাচাই করার জন্য ঢাকা মহানগরীর ৭টি পেশা থেকে ১০ জন করে মোট ৭০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক লিঙ্গ বিন্যাস, বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মাঝে শতকরা ৬১.৪২ ভাগ ছিলেন পুরুষ এবং শতকরা ৩৮.৫৮ ভাগ নারী। পেশাভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষক, সরকারি চাকরিজীবী, আইনজীবী এবং সাংবাদিক উত্তরদাতাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ রয়েছে। আবার ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসকদের মধ্যে পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি লক্ষ করা গিয়েছে। এই গবেষণায় পেশাভিত্তিক লিঙ্গ বিন্যাস নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারী-পুরুষের ভারসাম্যের ইঙ্গিত বহন করে (বিস্তারিত পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গবেষণার ফলাফল প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, ১৫ বছরের নিচে বা ৫৫ বছরের উপরে কোনো উত্তরদাতার বয়স নেই। আবার উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, উত্তরদাতাদের বড় অংশই উচ্চশিক্ষিত যার হার ৬১.৬৩%। সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যিনি সংবাদপত্র পড়েন তিনিই বর্তমান গবেষণায় উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। পাঠকগোষ্ঠী উত্তরদাতা কতটি সংবাদপত্র পড়েন এ বিষয়ে তাদের মতামত যাচাইয়ে দেখা যায়– এক-তৃতীয়াংশের বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা দৈনিক অন্তত দুটি পত্রিকা পাঠ করেন অর্থাৎ ৩৫.৭২%। একটি সংবাদপত্র পড়েন ২৮.৫৭% এবং দৈনিক তিনটি পত্রিকা পড়েন ২১.৪৩% উত্তরদাতা। পাঁচটি বা তারও বেশি সংবাদপত্র পাঠ করেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা সবচেয়ে কম (৫.৭১%) (বিস্তারিত পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

একজন উত্তরদাতা দৈনিক গড়ে কতক্ষণ সংবাদপত্র পাঠ করেন সেটা নির্ভর করে পাঠকের সময়ের ওপর। একজন পাঠককে তার কর্মস্থলে অনেক সময় কাজ করতে হয়। তাই কর্মব্যস্ততার মাঝে একজন পাঠক দীর্ঘ সময় ধরে সংবাদপত্র পড়া সম্ভব হয় না। তারপরও গবেষণার নির্বাচিত উত্তরদাতাদের অনেকেই সংবাদপত্র পড়ার পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেন। লক্ষণীয় যে, কোনো কোনো পাঠক (সাংবাদিক, ব্যবসায়ী) দৈনিক গড়ে ২ ঘণ্টা থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সংবাদপত্র পাঠ করেন (বিস্তারিত পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

জানার আগ্রহ পাঠকের প্রবল। কৌতূহলী পাঠক তাই প্রতিদিন কী ঘটবে সেটা জানতে চায়, ব্যস্ত সময়ের ভিড়ে পাঠক তাই দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানার জন্য সংবাদপত্রের ওপর চোখ বোলান আর তাই সময়স্বল্পতার কারণে পাঠক সংবাদপত্রের প্রথম এবং শেষ পাতায় চোখ রাখেন। পাঠকের অভ্যাস, আগ্রহ, পছন্দের ওপর নির্ভর করে সংবাদপত্রের কোন পাতাটি তিনি পড়বেন। বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র পাঠক জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ পাঠকই (৭১.৪৩%) সংবাদপত্রের প্রথম পাতা পড়েন। প্রথম পাতা পড়ার হার চিকিৎসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (১০০%)। চিকিৎসকদের সবাই সংবাদপত্রের প্রথম পাতা পড়েন। এর পরের অবস্থানে রয়েছেন শিক্ষক। শিক্ষকদের মধ্যে প্রথম পাতা পড়ার হার ৯০% (বিস্তারিত পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই গবেষণায় সংবাদপত্র পাঠক একটি সংবাদের কোন অংশটি সবচেয়ে বেশি পড়েন– এই বিষয়ে অভিমতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংবাদ-শিরোনাম ও সংবাদ-সূচনা বেশি পড়েন প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক উত্তরদাতা যাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫.৭২% এবং ৩৮.৫৭%। সমগ্র সংবাদ-কাহিনি পড়েন মাত্র ১৫.৭১% উত্তরদাতা। তারা মনে করেন, সংবাদ-কাহিনির বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সময়স্বল্পতার কারণে পুরো সংবাদ-কাহিনির বর্ণনা পড়তে তারা আগ্রহী নন। পর্যালোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বেশিরভাগ উত্তরদাতার ঝোঁক সংবাদ-শিরোনাম ও সংবাদ-সূচনা পড়ার দিকে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকদের কোনো ধারণা আছে কিনা এ ব্যাপারে পাঠকের অভিমত বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৮২.৮৫% উত্তরদাতার সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে ধারণা আছে এবং বাকি ১৭.১৫% উত্তরদাতার এ বিষয়ে তেমন কোনো ধারণা নেই (বিস্তারিত পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সংবাদ-সূচনায় যেহেতু সংক্ষিপ্তাকারে সমগ্র সংবাদ-কাহিনির রূপটি ফুটে ওঠে তাই এ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (৭৮.৫৭%) সংবাদ-সূচনাকে সমগ্র সংবাদের সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবে মনে করেন। সংবাদ-সূচনা সংবাদের উপযোগী তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হবে। সংবাদ-সূচনায় কোনো তথ্য ঘাটতি পাঠক লক্ষ করেন কিনা এবং সংবাদ-সূচনায় সংবাদের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশিত হয় কিনা এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৬০% উত্তরদাতা মনে করেন সংবাদ-সূচনায় তথ্যের ঘাটতি আছে। সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয় কিনা এটি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৫৭.১৫% অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতা মনে করেন তারা সংবাদ-সূচনায় নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান না। একটি সংবাদ-সূচনায় রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে তারা মনে করেন। ৬৮.৫৭ ভাগ উত্তরদাতা সংবাদ-সূচনা পড়ে সমগ্র রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন (বিস্তারিত পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সংবাদ-সূচনা হচ্ছে মূলত একটি সংবাদের বিজ্ঞাপনস্বরূপ। একটি চটকদার বিজ্ঞাপন যেমন মানুষকে আকৃষ্ট করে তেমনি একটি ভালো সংবাদ-সূচনাও মানুষকে আকর্ষণ করে, তাই বর্তমান গবেষণায় সংবাদ-সূচনা পড়ে সমগ্র রিপোর্টটি আগ্রহ পান কিনা এ বিষয়ে পাঠকদের অভিমত যাচাইয়ে দেখা যায়, বেশিরভাগ উত্তরদাতাই (৭৫.৭১%) সংবাদ-সূচনা পড়ে পুরো সংবাদটি পড়তে আগ্রহ পান। আসলে সংবাদ-সূচনা হবে সবধরনের বাহুল্য বর্জিত, সহজ, সাবলীল এবং স্পষ্ট যাতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারে। তাই সংবাদ-সূচনা কঠিন করে লেখা উচিত না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ৮৫.৮৫% উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই একমত পোষণ করেন যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে সংবাদ-সূচনা কঠিন করে লেখা হয় না। বিশেষণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠকদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ৫১.৪৩% জানিয়েছেন যে, তারা সংবাদ-সূচনায় বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করেন। আবার সংবাদ-সূচনায় তথ্য গোপন রাখার প্রবণতার বিষয়েও লক্ষ করা যায়, ৫০ ভাগ উত্তরদাতা তথ্য গোপন করা হয় বলে জানিয়েছেন। একই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে তথ্যের ভিন্নতা লক্ষ করা যায় (বিস্তারিত পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সংবাদপত্রে একই বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রিকায় তথ্যের ভিন্নতার ফলে তারা বিভ্রান্ত হন, দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান কোনটি সঠিক বা কোনটি ভুল তথ্য। তথ্যের এই ভিন্নতা সংবাদের মূল্যকে যেমন কমিয়ে দেয় তেমনি তারাও আস্থা হারিয়ে ফেলেন বলে মতপ্রকাশ করেন। বর্তমান গবেষণায় তাই লক্ষ করা গিয়েছে, যারা একাধিক সংবাদপত্র পড়েন তাদের ক্ষেত্রে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পাঠকই অর্থাৎ শতকরা ৬৪.২৯% পাঠক তথ্যের এই ভিন্নতা লক্ষ করেন। অনুরূপভাবে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ রচনা যেমন সংবাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয় তেমনি ভুল তথ্যের উপস্থাপন সংবাদ রচনার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই কাম্য নয়। পাঠকমাত্রই সঠিক ও নির্ভুল সংবাদ প্রত্যাশা করেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ-সূচনায় কখনো কখনো ভুল তথ্য পরিবেশিত হয় বলে উত্তরদাতাগণ একমত

পোষণ করেন (বিস্তারিত ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা সংবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংবাদ-সূচনায় ভুল, অস্পষ্ট তথ্য পরিবেশিত হলে পাঠকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়। গবেষণায় নির্বাচিত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া জানা গিয়েছে কেউ কেউ বলেছেন, তারা সংবাদপত্রের প্রতি আস্থা হারান আবার কেউ বলেন সাংবাদিকের ওপর বীতশ্রদ্ধ হন। লক্ষণীয় যে, বর্তমান গবেষণায় আধেয়র জন্য নির্বাচিত সংবাদপত্রসমূহে যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়নি। তবে সার্বিক বিচারে কখনো কখনো সংবাদপত্রসমূহে সংবাদ-সূচনায় এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয় বলে তারা মতপ্রকাশ করেন। এই গবেষণায় লিঙ্গবৈষম্যমূলক, জাতিবৈষম্যমূলক আঞ্চলিক শব্দ/বাক্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা গিয়েছে যে, উত্তরদাতাগণ এ বিষয়টি মাঝে মধ্যে লক্ষ করেছেন বলে জানিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্রের যথাযথ উপস্থাপন জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে পর্যাপ্তভাবে উপস্থাপিত হয় না বলে ৭১.৪৩% উত্তরদাতা মনে করেন। তবে ২৮.৫৭% উত্তরদাতা এ বিষয়ে একমত না হলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আদিবাসীরা বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সংবাদ-সূচনায় যথার্থভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না (বিস্তারিত ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে যেসব সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো সংবাদপত্র পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণ করে বলে পাঠকদের অধিকাংশই মনে করেন। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, সংবাদ-সূচনার আকার নিয়ে অনেক উত্তরদাতাই খুব একটা সন্তুষ্ট নন। কারণ সংবাদ-সূচনায় অধিক শব্দের ব্যবহার তারা প্রায়ই লক্ষ করেন। উত্তরদাতাদের অধিকাংশের প্রত্যাশা হলো তারা অনধিক ২৯ শব্দের মধ্যে সংবাদ-সূচনা প্রত্যাশা করেন। আবার তারা লিঙ্গবৈষম্যমূলক, জাতিবিদ্বেষমূলক বা আঞ্চলিক ভাষা বা শব্দের ব্যবহার সংবাদ-সূচনায় দেখতে চান না। তারা চান সংবাদ-সূচনা যেন সংক্ষেপে ঘটনার মূল বিষয়টি পাঠককে জানিয়ে দেয়। তারা একই সাথে সংবাদ-সূচনায় অধিকমাত্রায় বিশেষণের ব্যবহারও দেখতে চান না। সামাজিক বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তারা সংবাদ-সূচনায় যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার দেখতে চান না। মূলত তারা চান ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত সঠিক ও নির্ভুল সংবাদ-সূচনা যা ঘটনাটি সম্পর্কে পাঠককে ত্বরিত কিন্তু সঠিক ও নির্ভুল ধারণা দিতে সক্ষম হয়।

৭.২ সুপারিশ

১. পাঁচ W এবং এক H-কে যথাসম্ভব ধরে রেখে সংবাদ-সূচনা লিখতে হবে।

২. সংবাদ সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থাপন থাকা উচিত তাহলে একই ঘটনার সংবাদে পাঠক বিভ্রান্তির সুযোগ কম থাকে।

৩. সংবাদ-সূচনা আকর্ষণীয় এবং সংক্ষিপ্ত হবে।

৪. সংবাদ-সূচনা ছোট ছোট বাক্যে, সহজ ও সরল ভাষায় লিখতে হবে।

৫. সংবাদের শিরোনাম ও সংবাদ-কাহিনির সাথে সংগতিপূর্ণ সংবাদ-সূচনা হওয়া উচিত।

৬. সংবাদ-সূচনা হতে হবে পরিচ্ছন্ন, সংগঠিত, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন, যাতে পাঠক মূল কাহিনি পড়তে উৎসাহী হন।

৭. সংবাদ-সূচনায় উভয় পক্ষের মতামতের যথার্থ উপস্থাপন হওয়া উচিত।

৮. সংবাদ-কাহিনির পুরো বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়টি সংবাদ-সূচনায় নিয়ে আসতে হবে।

৯. তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তথ্য পরিবেশন করা যাবে না।

১০. সংবাদ-সূচনায় অধিক বিশেষণ ব্যবহার না করাই ভালো।

১১. সূচনায় কোনো রকম তথ্য গোপন করা যাবে না। তথ্য গোপন করার সংস্কৃতি পাঠকের কাম্য নয়।

১২. যেহেতু সংবাদপত্র সব অঞ্চলের মানুষের জন্য তাই ভাষারীতি অনুসরণ করে সংবাদ লিখলে সব অঞ্চলের মানুষের বোধগম্যে কোনো সমস্যা হয় না।

১৩. নারীদের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনা না করে নারী-পুরুষদেরকে একইভাবে বিবেচনা করা উচিত।

১৪. সংবাদ-সূচনায় যত কম শব্দে ঘটনার মূল বিষয়টি বর্ণনা করা যায় ততই ভালো। সাধারণত শব্দ সংখ্যা ১৯-২৯ শব্দ হলে ভালো হয়।

১৫. জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার সঠিক ও যথার্থ উপস্থাপনা সংবাদ-সূচনায় থাকা উচিত।

১৬. সর্বোপরি পাঠকগোষ্ঠীর প্রত্যাশা অনুযায়ী সংবাদপত্র শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের সংবাদ সূচনা লিখতে দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে প্রায়োগিক সাংবাদিকতার মান উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. ইমাম, মুহাম্মদ হাসান (১৯৯৬)। সামাজিক গবেষণা: প্রত্যয়, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি। ঢাকা: অধুনা প্রকাশনী।

২. আহমেদ, মোজাহার উদ্দিন (২০০৫)। মডার্ন পরিসংখ্যান। ঢাকা: ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স।

৩. দৈনিক প্রথম আলো, ১১ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২৪।

৪. গায়েন, কাবেরী এবং সেলিম রেজা (১৯৯৬), 'সংবাদপত্রে গ্রাম: ঢাকার দৈনিকে গ্রামীণ সংবাদের আঙ্গিক-উপস্থাপন', সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, ৪(১).

৫. আমীন, শামীম আল (২০০৪)। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৬. আলী, আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ ও পারভীন, সিতারা (১৯৯৫)। 'গণযোগাযোগ গবেষণা: একটি সমীক্ষা'। *সমাজ নিরীক্ষণ*। সংখ্যা ৫৬, মে।

৭. রায়, শুধাংশু, শেখর (১৯৯৪)। সাংবাদিকতা: সাংবাদিক ও সংবাদপত্র। ঢাকা: ধলেশ্বরী প্রকাশনী।

৮. রায়, সুধাংশু শেখর (২০০৩)। সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র। ঢাকা: এমএমসি।

৯. রায়, বিরঞ্জন (২০০৪)। 'মৌলবাদের মনস্তত্ব'। *সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র*। ড. আব্দুল গফুর স্মরণ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন।

১০. রাজী, আলী আর; ইসলাম, মনজুরুল; খান, নাইমুল ইসলাম (২০০০)। সাংবাদিকতা প্রথম পাঠ। ঢাকা: বিসিডিজেসি।

১১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (১৯৮২)। গণজ্ঞাপন। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

১২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (১৯৯৪)। সংবাদ বিদ্যা। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ-১১৩।

১৩. জামান, মীর মাসরুর ও সানা, জগদীশ (২০০১)। তৃণমূল সাংবাদিকতা ধারণা ও কলাকৌশল। ঢাকা:

এমএমসি।

১৪. জাহেদী, শাহেদ (২০০৯)। সাংবাদিকতা শিকড় থেকে শিখর। ঢাকা: পলল প্রকাশনী।

১৫. নিগার হোসেন, ফেরদৌস (অনু) (১৯৮৭)। সাংবাদিকতা পরিচিতি, মূল: বন্ড, ফ্রেজার, এফ, অ্যান ইনট্রোডাকশান টু জার্নালিজম, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

১৬. ফেরদৌস, রোবায়েত এবং শারমীন, আরিফা এস, (২০০১); *বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা*, ঢাকা; মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সহায়তায় প্লাজ কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণাপত্র।

১৭. সেন, নির্মল (২০০০)। 'আজকের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা পেশা'। *নিরীক্ষা*, সংখ্যা ১০০, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, পৃ-২৭। ঢাকা: পিআইবি।

১৮. হাসান, মাহবুব (২০০০)। 'সংবাদপত্রে বিষয়গত রূপান্তর', *নিরীক্ষা*, সংখ্যা ৯৮-৯৯, মে-আগস্ট, পৃ-৩। ঢাকা: পিআইবি।

১৯. Abercrombie, N. (1996). *Television and Society*. Cambridge: Polity Press.

২০. Ahmed, S., (2009). "Methods in Sample Survey". Accessed from http://ocw.jhsph.edu/courses/statmethodsforsamplesurveys/PDFs/Lecture5.pdf on 30 July, 2011.

২১. Bangladesh Bareau of Statistics (BBS). 2011. Ministry of Planning, Government of Bangladesh. Dhaka: Bangladesh.

২২. Baran, S J., Jerilyn, S M., & Meyer, T P., (1984). *Self, Symbols and Society: An Introduction to Mass Communication*. New York: Random House.

২৩. Bastian, G C., Case, L D., & Baskette, F K. (1956). *Editing the Days News*. New York: The Macmillan Press.

২৪. Beginning Reporting, Writing the news lead—part-1, accessed from http://www.courses.vcu.edu/ENG-jeh/BeginningReporting/Writing/newslead.htm, on 20 May, 2011.

২৫. Berelson, B., (1952). *Content Analysis in Communication Research.* Glencoe, Ill: Free Press.

২৬. Berger, A. A. (2000). *Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches*. London: Sage.

২৭. Busha, Charles H., and Stephen P. Harter. (1980). *Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation*. Orlando, FL: Academic Press, Inc.

২৮. Campbell, L. R., & Wolseley, R. (1961). How to Report and Write the News. Prentice-Hall inc: Englewood Cliffs, NJ.

২৯. Cantrill, H. (1940). *The Innovasion from the Mars: A Study in the Psychology of Panic*. Princeton: Princeton University Press.

৩০. Charnley, M V. (1975). *Reporting*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

৩১. Creswell, J. W. (1994): *Research design: Qualitative and quantitative approaches*. London: Sage.

৩২. Defleur, M L., & Lowery, S. (1988). *Milestones in Mass Communication Research*. New York: Longman.

৩৩. Defleur, M. L. & Dennis, E. E. (1985). *Understanding Mass Communication*. 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.

৩৪. Dennis, E M., Ismach, A H. (1981). *Reporting Processes and Practices: Newswriting for Today's Readers*. Belmont: Wadsworth Publishing Co. p.146

৩৫. Dexter, L A & White, D M. (1964). *People, Society and Mass Communications*. New York: Longman.

৩৬. Dominick, J R. (1987). *The Dynamics of Mass Communication*. 3rd edition. New York: McGraw-Hill.

৩৭. Dominick, R. Joseph. 1990. *The Dynamics of Mass Communication*. New York: McGraw-Hill Inc. p. 92.

৩৮. Francois, W. E. (1977). *Introduction to Mass Communication and Mass Media*. Ohio: Grid Inc. Columbus.

৩৯. Gould, A.J. (1959). *Writing for the AP: The Second AP Writing Handbook.* New York: The Associated Press, p. 4.

৪০. Hanes, P J., (Undated). "The Advantages and Limitations of a Focus on Audience in Media Studies". Accessed from http://www.aber.ac.uk/media/Students/pph9701.html, on August 11, 2011.

৪১. Hohenberg, J. (1978). *The Professional Journalist.* New Delhi, Oxford: Sage Publications.

৪২. http://writing.colostate.edu/guides/research/content/pop2a.cfm (accessed on 29 July, 2011).

৪৩. Jones, R., & Carter, Roy. (1959). "Some Procedures for estimating 'News role' in Content Analysis". *Public Opinion Quarterly*. 23(3).

৪৪. Katz, E. & Lazarsfeld, P F. (1955). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communication*. Glencoe: The Free Press of Glencoe.

৪৫. Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (2003). "Utilization of Mass Communication by the Individual". In, Nightingale, V., & Ross, K. (Eds). (2003). *Critical Readings: Media and Audiences*. UK: Open University Press.

৪৬. Lawrence, K. K., (2011). "The Impact of Social Economical and Demographic Factors on an Individual's Access to E-Government". *Public Knowledge Journal*. 2 (1).

৪৭. Lazarsfeld, P F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1948). *The People's Choice*. New York: Columbia University Press.

৪৮. Liu, C. Y., & Liu, J. S. (2010). "Socio-Economic and Demographic Factors Associated with Health Care Choices in Taiwan". *Asia Pacific Journal of Public Health*. 22 (1): 51-62.

৪৯. MacDougall, M V. (1982). Interpretative Reporting. 8th Edition. New York: MacMillon Co Ltd.

৫০. Maxwell, J. (1997). Designing a qualitative study. In L. Bickman, & D. J. Rog, (Eds.). *Handbook of applied social research methods* (pp.69-100). Sage: Thousand Oaks, CA.

৫১. McQuail, D., (1977). "Influence and Effects of Mass Media", in James Curran, Micheal Gurevitch and Janet Woollacott (eds). *Mass Communication and Society*. London: Sage Publications.

৫২. Neuendorf, K. A. (2002). *The content analysis guidebook*. London: Sage Publications/ Thousand Oaks, CA.

৫৩. Newsom, Doug, Wollert , J. A. (1985). *Media Writing: News for the Mass Media*, Belmont: Wadsworth Pub Co. p. 72

৫৪. Power, R. (2002). The application of qualitative research methods to the study of sexually transmitted infections. *Sexually Transmitted Diseases*, 78, 87-89.

৫৫. Priest, S. H. (1996). *Doing Media Research: An Introduction*. London: Sage Publication.

৫৬. Rogers, E M. (1986). *Communications Technology*. New York: Free Press. P. 30.

৫৭. Santos, R. L. (Undated). "Featuring the Feature Story- Part-3", accessed from http://ewritersplace.com/a416.php, on August 6, 2011.

৫৮. Schramm, W. (1964). *Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries*. Standford: Standford University Press.

৫৯. Schramm, W., Lyle, J., & Parker E. (1961). *Television in the Lives of Our Children*. Palo Alto. Cadif: Standford University Press.

৬০. Stemple, G. H. (1952). "Sample Size for Classifying Subject Matter of the Dailies". *Journalism Quarterly*, 29(3).

৬১. Stone, P.J. et al. (1966). *The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis*. Cambridge, MA: MIT Press.

৬২. The News Manual: A Professional Resource for Journalists and the Media, accessed from http://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%201/ volume1_04.htm on 3 August, 2011.

৬৩. Thomson Foundation (1972). *The News Machine*. London: Thomson Foundation.

৬৪. Todd, C., Ballinger, C., & Whitehead, S., (2008). "Reviews of socio-demographic factors related to falls and environmental interventions to prevent fall amongst older people living in the community", accessed from http://www.who.int/ageing/projects/3.Environmental%20and%20socioeconomic%20risk%20factors%20on%20falls.pdf, on August 11, 2011.

৬৫. Untitled. (2001). "Newspaper Content: What Makes Readers more Satisfied". Readership Institute: Media Management Center at Northwestern University'. June, 2001. accessed from http://www.readership.org/content/editorial/data/what_content_satisfies_readers.pdf, on 12 August, 2011.

৬৬. Walizer, M. H., & Wienir, P. L., (1978). *Research Method and Analysis*. New York: Happer and Row.

৬৭. Warren, C. (1959). *Modern News Reporting*, New York: Harper & Row, p.83.

৬৮. Wimmer, R., & Dominick, J. R., (1987). *Mass Media Research: An Introduction*. New York Press.

৬৯. Wojcicki, J, M., & Malala, J. (2001). "Condom use, power and HIV/AIDS risk: Sex workers bargain for survival in Hillbrow/Joubert Park/Berea, Johannesburg". *Social Science & Medicine*, 53(1), 99-121.

৭০. Woollacott, J., (1980). "Messages and Meanings", in *Culture, Society and the Media* (eds.) Michael Gurevitch, Tonny Bennet, James Curran and Janet Woollacott. London: Mathuen & Co.

পরিশিষ্ট-১

প্রশ্নপত্র

এই গবেষণাটি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের উদ্যোগে করা হচ্ছে যার শিরোনাম হলো- 'খবরের কাগজের সংবাদ-সূচনা : একটি মূল্যায়ন'। আপনার সহযোগিতা কোনোভাবেই আপনার গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে না। বরং সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে আপনার বিজ্ঞ মতামত গবেষণাকর্মটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবে।

১. উত্তরদাতার নাম :

২. লিঙ্গ : ক. পুরুষ ☐ খ. নারী ☐

৩. বয়স : ক. ১৫ বছরের কম ☐ খ. ১৫–২০ বছর ☐
গ. ২১–২৫ বছর ☐ ঘ. ২৬–৩০ বছর ☐
ঙ. ৩১–৩৫ বছর ☐ চ. ৩৬–৪০ বছর ☐
ছ. ৪১–৪৫ বছর ☐ জ. ৪৬–৫০ বছর ☐
ঝ. ৫১–৫৫ বছর ☐ ঞ. ৫৫ বছরের বেশি ☐

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. এসএসসির কম ☐ খ. এসএসসি ☐
গ. এইচএসসি ☐ ঘ. স্নাতক ☐
ঙ. স্নাতকোত্তর ☐
চ. অন্যান্য হলে অনুগ্রহ করে বলুন :

৫. পেশা :

ক. শিক্ষক : মাধ্যমিক বিদ্যালয় ☐ মহাবিদ্যালয় ☐ বিশ্ববিদ্যালয় ☐

খ. শিক্ষার্থী : প্রাথমিক ☐ মাধ্যমিক ☐ মহাবিদ্যালয় ☐ বিশ্ববিদ্যালয় ☐

গ. সরকারি চাকরিজীবী ☐

ঘ. ব্যবসায়ী ☐

ঙ. আইনজীবী ☐

চ. চিকিৎসক ☐

ছ. সাংবাদিক ☐

৬. আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন? : ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

উত্তর না হলে কেন পড়েন না?

৭. হ্যাঁ হলে কতটি খবরের কাগজ পড়েন ? : ক. একটি ☐ খ. দুইটি ☐
গ. তিনটি ☐ ঘ. চারটি ☐
ঙ. পাঁচটির অধিক ☐

৮. অনুগ্রহ করে নামগুলো বলুন। দৈনিক গড়ে কতক্ষণ পড়েন?

৯. কেন সংবাদপত্র পড়েন?

১০. সংবাদপত্রের কোন পাতাটি বেশি পড়েন? :

ক. প্রথম পাতা ☐ খ. শেষ পাতা ☐ গ. অন্যান্য ☐

১১. সংবাদের কোন অংশটি আপনি পড়েন? :

ক. সংবাদ শিরোনাম ☐ খ. সংবাদ-সূচনা ☐ গ. সমগ্র রিপোর্ট ঘ. অন্যান্য ☐

১২. সংবাদ-সূচনা সম্পর্কে আপনার কি কোনো ধারণা আছে? : ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

১৩. একটি রিপোর্টের শুরুতে যে বিষয়টি থাকে তাকে কী বলে? :

১৪. আপনি কি মনে করেন সংবাদ-সূচনায় ছয়টি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, যেমন– কী, কখন, কোথায়, কে, কেন এবং কেমন করে?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

১৫. একই বিষয়ে একাধিক পত্রিকায় সংবাদ-সূচনায় তথ্যের পার্থক্য হলে অর্থাৎ তথ্যের বিভিন্নতায় আপনি কি বিভ্রান্ত হন এবং আপনি কি মনে করেন যে এতে করে নিউজ ভেল্যু কমে যায়?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

১৬. ১৫নং প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কেন বিভ্রান্ত হন এবং নিউজ ভেল্যু কমে যায় বলে কেন মনে হয়? অনুগ্রহ করে বলুন।

১৭. 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সূচনায় আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্নিবেশ থাকে না'– আপনি কি এ প্রশ্নের সাথে একমত? আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনির্ভর সংবাদ পেতে হলে কী করণীয় বলে মনে করেন?

১৮. আপনি কি মনে করেন সংবাদ-সূচনা কঠিন করে লেখা হয়?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

১৯. সংবাদ-সূচনায় তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা লক্ষ করেন?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

২০. সংবাদ-সূচনায় কখনো ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এমন লক্ষ করেছেন কিনা?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

২১. সংবাদ-সূচনায় ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে আপনার কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়?

ক. সাংবাদিকদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হন ☐

খ. সংবাদপত্রের ওপর আস্থা হারান ☐

গ. কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না ☐

২২. সংবাদ-সূচনা সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন কিনা?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

২৩. চমকপ্রদ, যৌন উদ্দীপক শব্দ ব্যবহার লক্ষ করেন কিনা?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

২৪. আঞ্চলিকতার প্রভাব সংবাদ-সূচনায় লক্ষ করেন কিনা?

২৫. সংবাদ-সূচনায় লিঙ্গবৈষম্য আছে কিনা?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

২৬. ২৫নং প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কী ধরনের লিঙ্গবৈষম্য আপনি লক্ষ করেছেন? দু-একটি উদাহরণ দিতে পারবেন?

২৭. আদিবাসীদের বিষয়টি সংবাদ-সূচনায় পর্যাপ্তভাবে উপস্থাপিত হয় কিনা?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

২৮. কোনো বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করেন কিনা?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

২৯. ২৮নং প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কী ধরনের বিশেষণ আপনি লক্ষ করেছেন?

৩০. সর্বশেষ তথ্য সংবাদ-সূচনায় যুক্ত হয় বলে আপনি মনে করেন কিনা?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

৩১. সংবাদ-সূচনায় তথ্যঘাটতি আছে কিনা?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

৩২. ৩১নং প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কী কী ধরনের তথ্য ঘাটতি হয়? অনুগ্রহ তরে দু-একটি উদাহরণ বলুন :

৩৩. একটি সংবাদ-কাহিনির মূল বক্তব্যকে সংবাদ-সূচনায় জোর দেওয়া হয়েছে কিনা?

৩৪. সংবাদ-সূচনাকে কি আপনি সমগ্র সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে মনে করেন?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে কীভাবে? অনুগ্রহ করে বলবেন কি? উত্তর না হলেও কেন নয় বলুন।

৩৫. সংবাদ-সূচনা পড়ে আপনি কি সমগ্র রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে কীভাবে? অনুগ্রহ করে বলবেন কি? উত্তর না হলেও কেন নয় বলুন।

৩৬. সংবাদ-সূচনা পড়ে কি আপনি সমগ্র রিপোর্টটি পড়তে আগ্রহ পান বা প্রলুব্ধ হন?

ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে কীভাবে? অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

৩৭. সংবাদ-সূচনায় নির্দিষ্ট বিষয়ের সর্বশেষ তথ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয় কিনা?

ক. হয় ☐ খ. হয় না ☐

৩৮. আপনি কী ধরনের সংবাদ-সূচনা প্রত্যাশা করেন?

উত্তরদাতার নাম, তারিখ ও ঠিকানা :

পরিশিষ্ট-২
কোডিং শিট

পত্রিকার নাম : সপ্তাহ : মাস : বছর :

তারিখ	ষড়-ক এর ব্যবহার আছে কি-না					
	কী	কখন	কোথায়	কে	কেন	কেমন করে

পত্রিকার নাম : সপ্তাহ : মাস : বছর :

সংবাদ সূচনার ধরন							সংবাদ কাহিনীটি কোন ধরনের সংবাদ-সূচনা							
সারমর্ম সূচনা	বর্ণনামূলক সূচনা	বুলেট বা কার্তুজ সূচনা	স্ট্যাকাটো সূচনা	উদ্ধৃতি বা বিবৃতি সূচনা	প্রশ্নবোধক সংবাদ সূচনা	অন্যান্য	সংলাপ সংবাদ সূচনা	সাদামাটা	মানবিক আবেদনধর্মী	হাস্যকর	হৃদয়বিদারক	অনুসন্ধানমূলক	ব্যাখ্যামূলক	অন্যান্য

৩৫৯

পত্রিকার নাম : সপ্তাহ : মাস : বছর :

তারিখ	সংবাদ সূচনায় সংবাদের মূল বক্তব্যের উপস্থাপন		সংবাদ-কাহিনির সাথে সংগতিপূর্ণ সর্বশেষ তথ্যযুক্ত হয়েছে কিনা		মূল সংবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা		আকর্ষণীয় কিনা যা পাঠককে সংবাদ কাহিনি পড়তে উদ্বুদ্ধ করে		সংবাদ-সূচনাটি সংবাদেরও গুরুত্ব প্রকাশ করে কিনা		যৌন উদ্দীপক শব্দের ব্যবহার		লিঙ্গবৈষম্য		জটিল শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার আছে কি-না		বিশেষণের ব্যবহার আছে কি-না		তথ্যের ঘাটতি আছে কি-না		গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি আছে কি-না		একই বিষয়ে একাধিক পত্রিকায় সংবাদ সূচনায় তথ্যের বিভিন্নতা		ভুল তথ্যের উপস্থিতি আছে কি-না	
	আছে	নাই	হয়েছে	হয়নি	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	আছে	নাই	আছে	নাই	আছে	নাই	আছে	নাই	আছে	নাই	আছে	নাই	আছে	নাই	আছে	নাই

৪৫৯

পত্রিকার নাম : সপ্তাহ : মাস : বছর :

তারিখ	সংবাদ সূচনার আকার			জাতিগত বৈষম্যমূলক শব্দ ব্যবহার		আদিবাসীদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক শব্দ ব্যবহার		আঞ্চলিক প্রভাব আছে কি-না	
	শব্দ সংখ্যা	কত লাইন	কত অনুচ্ছেদ	আছে	নাই	আছে	নাই	আছে	নাই